বাঘরাজের অভিযান

হেমেন্দ্রকুমার রায়

বাঘরাজের অভিযান

হেমেন্দ্রকুমার রায়

Need More Books

Gooo...

www.shishukishor.org

সবচেয়ে আশ্চর্য মেয়ে

সমুদ্রের সঙ্গে বাংলা দেশের সম্পর্কের কথা সহজে কারুর মনে জাগে না। অথচ বাংলা দেশের অনেক জায়গাতেই সমুদ্রের ধারে আছে কয়েকটি ছোটো-বড়ো গ্রাম, এমনকি শহর পর্যন্ত। আমাদের কাহিনি শুরু হবে সমুদ্রতীরবর্তী এই রকম কোনও একটা জায়গা থেকেই।

ধরুন, জায়গাটির নাম কমলপুর। সেটি ঠিক গ্রামও নয়, ঠিক শহরও নয়। অথচ কয়েকজন সম্পন্ন গৃহস্থ ও ধনী ব্যক্তি শখ করে সেখানে কয়েকখানি মাঝারি ও বড়ো আকারের বাড়ি তৈরি করেছেন।

কমলপুর থেকে খানিক তফাত দিয়ে বয়ে যায় সমুদ্রের তরলিত নীলিমা। দূরে দূরে এধারে ওধারে তাকালে নজরে পড়ে, পাহাড়ের মতো বালিয়াড়ির স্তূপ। কমলপুরে বাসিন্দার সংখ্যা খুব অল্প বলে এখানে সর্বদাই বিরাজ করে বেশ একটি নিরালা শান্তিময় ভাব।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন জাপানিদের আক্রমণের আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছিল, তখন সমুদ্রের উপরে পাহারা দেবার জন্যে সৈন্যবিভাগ থেকে এখানে একখানা বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে বাস করত কয়েকজন সেপাই। কিন্তু সমুদ্রপথে জাপানিদের দৌড় থেমে যায় আন্দামানে এসেই। তার কিছুকাল পরেই যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায় এবং বাড়িখানা ছেড়ে চলে যায় সৈনিকরাও। বাড়িখানা কিছুকাল খালি পড়ে থাকে। সাধারণ গৃহস্থদের বাসোপযোগী নয় বলে বাড়িখানা ভাড়া নেবার জন্যে কেউ আগ্রহ প্রকাশ করেনি।

তারপর হঠাৎ একদিন কমলপুরের সকলে বেশ বিস্মিত ভাবেই শ্রবণ করলে, কে একজন বাইরেকার লোক সেই পোড়ো বাড়িখানা ভাড়া নিয়ে বাস করতে এসেছে। পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে এমন একটা অজানা জায়গায় একজন বাইরেকার লোক বাস করতে এল কেন, এটা জানবার জন্যে সকলের মনেই জাগল বিশেষ কৌতুহল। লোকটির নাম অরিন্দম মজুমদার। কানাঘুষায় তার সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা শোনা গেল। কোনও কোনও কথা রীতিমতো রহস্যময়।

অরিন্দম বয়সে যুবক। সুন্দর তার আকৃতি ও সুগঠিত তার দেহ। তার সঙ্গে বাস করত আর একজন মধ্যবয়সি লোক, সে-ই ছিল তার একাধারে ভৃত্য, পাচক ও বন্ধু। জাতে সে বিহারি এবং অনেক বিহারির মতো সে-ও বাংলায় বেশ কথা কইতে পারত। যুদ্ধের সময় সে ফৌজে ছিল, কিন্তু গুলিতে আহত হয়ে ফৌজ থেকে তাকে বিদায় নিতে হয়। দেহ তার প্রকাণ্ড ও বলিষ্ঠ হলেও তাকে অল্প অল্প খুঁড়িয়ে হাঁটতে হত, তার নাম রামফল।

কমলপুর আসবার হপ্তাখানেক পরে একদিন সকাল নয়টার সময় অরিন্দমের নিদ্রা ভঙ্গ হল। সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে চোখ খুলে দেখল, ভেন্টিলেটরের ভিতর দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে সূর্যকরের উজ্জ্বল রেখা। একটা হাই তুলে বিছানা ছেড়ে নেমে পাশের ঘরের ভিতরে গেল। তারপর খানিকক্ষণ মুগুর ভেজে, অনেকগুলো ডনবৈঠক দিলে। এক-একাই কিছুক্ষণ ধরে কল্পিত শত্রুকে লক্ষ্য করে মুষ্টিযুদ্ধের কতকগুলো কৌশল অভ্যাস করলে। তারপর ঘরের দরজা খুলে একেবারে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

সামনেই তরঙ্গায়িত অনন্ত সাগর, তার উপরে ঝলমল করে উঠছে সূর্যের স্বর্ণীকরণ। অরিন্দম বালকের মতন আনন্দে দৌড়োতে দৌড়তে ও লাফাতে লাফাতে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়াল এবং তারপর জলের ভিতরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুই বলিষ্ঠ হাতে জল কেটে সাঁতার দিতে দিতে চলে গেল প্রায় আধ মাইল দূর পর্যন্ত। আবার ফিরে এসে ডাঙায় উঠে রৌদ্রতপ্ত বালুকার উপরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

দম নিতে নিতে মিনিটখানেক কাটল, এবং তার পরেই ঘটল এক অভাবিত ঘটনা। তার মাথা ঘেঁষে সোঁ করে বাতাস কেটে কী একটা জিনিস খানিক তফাতে সমুদ্রতীরের উপরে গিয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠিকরে উঠে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ল একরাশি বালি।

অরিন্দম নিজের মনেই বললে, বৎস, তোমার টিপ ঠিক হয়নি। বুলেটটা আমার মাথার ইঞ্চি দুয়েক উপর দিয়ে চলে গেছে।'

অরিন্দম তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল এবং এদিকে ওদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল। কিন্তু সমুদ্রতীর একেবারে জনশূন্য। খানিক তফাতে রয়েছে একটা ছোটাে বালিয়াড়ির স্তুপ। তার বিশ্বাস হল ওরই উপর থেকে কেউ তার দিকে গুলি নিক্ষেপ করেছে। সে তখনই দ্রুত পদচালনা করলে বালিয়াড়ির দিকে। তারপর তাড়াতাড়ি বালিয়াড়ির উপরে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সেখানেও দেখতে পেলে না জনপ্রাণীকে।

সে অবাক হয়ে ভাবছে, এমন সময় তার কাছে এসে দাঁড়াল রামফল। বললে, 'বন্দুকের শব্দ শুনে আমি ছুটে আসছি কর্তা! আপনার কিছু হয়নি তো?

অরিন্দম বললে, না রামফল, আমার কিছু হয়নি বটে, কিন্তু কেবল দু'ইঞ্চির জন্যে এ যাত্রা আর পরলোকের পথে পা বাড়াতে হল না। আর কেউ নয়, এ হচ্ছে বাঘরাজের কীর্তি!'

রামফল ক্রুদ্ধস্বরে বললে, কর্তা, তুমি বড়োই অসাবধান। এত করে বলি, তবু আমার কথায় কান পাতবার নামই নেই! দ্যাখো দেখি, আজই গুলি খেয়ে তোমাকে পটল তুলতে হত!'

অরিন্দম বললে, প্রিয় রামফল, স্তব্ধ হও। আমি গুলিখোর নই, সুতরাং গুলি খেয়ে মরবও না। এখন চলো আমাদের প্রাসাদের দিকে।'

'প্রাসাদ হচ্ছে একখানা একতলা বাড়ি, তার মধ্যে ছোটো ছোটো ঘর আছে খানকয়েক। বসবার ঘরে গিয়ে একখানা ইজিচেয়ারের উপরে আড় হয়ে পড়ে অরিন্দম বললে, 'রামফল হে,নিদ্রাভঙ্গের পরেই উত্তেজনার সৃষ্টি! কাপড় ছাড়বার আগেই চাই অন্তত দু-পেয়ালা চা।

—'আর তার সঙ্গে আসবে চারখানা গরম টেস্ট, দুটো এগপোচ আর চারখানা চিকেন স্যান্ডউইচ। কর্তা, তাইতেই তোমার পেটের আগুন নিববে তো? না আরও কিছু দরকার? রামফলকে কেউ কখনও হাসতে দেখেনি। সে হাসির কথাও বলত একান্ত গম্ভীর বদনে।

অরিন্দম বললে, রামফল, একজন গুলি ছুড়ে আমার প্রাণ বধ করতে চায়। আর তুমি চাও খাবার খাইয়ে আমাকে খাবি খাওয়াতে, না? আমার অত কিছুর দরকার নেই। আমার জন্যে নিয়ে এসো কেবল দু-পেয়ালা চা, আর পুরু করে মাখন দেওয়া দু-খানা গরম গরম টেস্ট।'

—''কিন্তু কর্তা—'

—‘বাস, আর কোনও কথা নয়। যা বললুম, তাই করো। অরিন্দম চা পান করতে করতে খবরের কাগজের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে কী ভাবতে লাগল! তারপর উঠে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল এবং যখন আবার বাইরে বেরিয়ে এল, তখন তার পরনে কোট ও পেন্টুলুন। ঘরের কোণ থেকে একগাছা মোটা লাঠি তুলে নিয়ে সে ডাকলে, রামফল!'

রামফল তার সামনে এসে বললে, বলুন কর্তা!’

—‘আমি একবার চারিদিকটা ঘুরে আসতে চললুম। ঠিক দুপুরবেলা খাবারের সময় ফিরে আসব।'

রামফল একটা টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে বার করলে মস্ত বড়ো একটা সেকেলে রিভলভার। তারপর বললে, “এটা দেখতে সেকেলে বটে, কিন্তু ভারী কাজের জিনিস। এর কাছে একেলে অটোমেটিকগুলো খেলনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা নিয়ে যান কর্তা!’

—‘ধন্যবাদ। কিন্তু ওটা বেজায় আওয়াজ করে। আমার পক্ষে শ্রীমতীই ভালো। শ্রীমতী আমার লজ্জাবতী, এত চুপিচুপি কাজ সারে, কাকপক্ষীও টের পায় না। সে বাঁ হাতের আস্তিন গুটিয়ে ফেললে। দেখা গেল, হাতের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে একখানা ছোরার খাপ! অরিন্দম ছোরাখানা টেনে বার করলে। হাতির দাঁতের তিন ইঞ্চি লম্বা হাতলের উপরে রয়েছে প্রায় ছ-ইঞ্চি লম্বা চকচকে ফলা। চমৎকার অস্ত্র, নিখুঁত তার গড়ন। আর তার ধার এত সূক্ষ্ম যে, অনায়াসেই গোঁফ-দাড়ি কামানো যায়। সে খেলাচ্ছলে ছোরখানা ছাদের দিকে ছুড়ে দিলে এবং তা মাটি স্পর্শ করবার আগেই তার বাঁটিখানা খপ করে ধরে ফেললে। তারপর এমন চোখের

নিমেষে ছোরাখানা আবার খাপের ভিতর গুজে দিলে যে, মনে হল যেন তা শূন্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল। এই ছোরারই নাম হচ্ছে শ্রীমতী।

অরিন্দম বললে, আমার শ্রীমতীকে তুমি হেনস্থা কোরো না রামফল। পকেটের ভিতর থেকে কেউ রিভলভারের আধখানা বার করবার আগেই শ্রীমতী তার হাতের বুড়ো আঙুল কেটে দু-খানা করে দেবে।'

রামফল বিরক্তমুখে দাঁড়িয়ে রইল এবং অরিন্দম হাসতে হাসতে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গেল।

বাতাসে পাওয়া যাচ্ছে বসন্তের আমেজ। শীতের প্রকোপে অনেক গাছ ন্যাড়া হয়ে পড়েছিল, এখন তাদের ডালে ডালে কাঁচা সবুজ রঙের ছোটো ছোটো পাতা দেখা দিয়েছে। দু-তিনটে কোকিলেরও সাড়া পাওয়া গেল।

কিন্তু এসব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে অরিন্দম সামনের সেই বালিয়াড়ির দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হল। কেউ যে ওইখান থেকেই তার উপরে একটু আগে গুলিবৃষ্টি করেছে সে-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। বালিয়াড়ির ওধারটা ভালো করে পরীক্ষা করা হয়নি বলে সেই-দিকটাই এখন সে দেখতে চায়। যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে নীচের দিকটা সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে লাগল। দেখা গেল বালির উপর সারি সারি জুতো পরা পায়ের ছাপ। সেই ছাপ ধরে আরও খানিকটা এগিয়ে সে কুড়িয়ে পেলে একটা গুলিশূন্য কার্তুজ।

নিজের মনেই বললে, "যা ভেবেছি তাই! বাঘরাজের আবির্ভাব হয়েছিল এইখানেই।'

পায়ের ছাপগুলো চলে গিয়েছে বাঁধা রাস্তা পর্যন্ত। অরিন্দম রাস্তার উপরে উঠে আর কোনও পায়ের দাগ দেখতে পেলে না। কিন্তু সহজেই অনুমান করতে পারলে যে, এই পদচিহ্নের অধিকারী গিয়েছে কমলপুরের দিকেই। সে-ও সেইদিকে অগ্রসর হতে লাগল এবং মাইলখানেক পার হয়েই গন্তব্যস্থলে গিয়ে উপস্থিত হল।

সেটা হচ্ছে একটা চায়ের দোকান। কী শহর আর কী মফস্‌সল সর্বত্রই চায়ের দোকানই হচ্ছে যত কিছু খবরাখবর আদান প্রদানের কেন্দ্র। এইজন্যেই প্রতিদিনই সে একবার না একবার এই চায়ের দোকানে এসে খানিকটা সময় কাটিয়ে দিত। এর মধ্যেই এসে সে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছে, মোটামুটি তা হচ্ছে এই

এখানকার সবচেয়ে ধনী বাসিন্দা হচ্ছেন মদনলালবাবু। তিনি এখন পুরোপুরি বাঙালি হয়ে পড়েছেন বটে, কিন্তু তার পূর্বপুরুষ এসেছিলেন পশ্চিম থেকে। টাকা তার অনেক, কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি অত্যন্ত নিম্নশ্রেণির। সকলেই তাকে ঘৃণা করে। মদনলালের কাছে মাঝে মাঝে এসে বাস করে মোহনলাল, সে তার খুড়তুতো ভাই। মোহনলাল খুব আমুদে মানুষ, যদিও তেমন চালাক-চতুর নয়। সবাই তাকে ভালোবাসে। তাদের বাড়ি কলকাতায়।

কমলপুরের আর একজন বাসিন্দা হচ্ছেন স্যার বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরি। আগে তিনি ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট, এখন অবসর নিয়ে এখানে বাস করেন।

আর একজনও এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পড়েছেন। তার নাম রায়বাহাদুর বিজনকুমার রায়। কলকাতার নানা রাস্তায় তার অনেকগুলো বড়ো বড়ো বাড়ি আছে। সেগুলো থেকে মাসিক ভাড়া আদায় হয় কয়েক

হাজার টাকা। কিন্তু কলকাতার জলহাওয়া নাকি তার স্বাস্থ্যের অনুকূল নয় বলে তিনি বৎসরের অধিকাংশ সময়ই কাটিয়ে দেন কমলপুরে। এখানে প্রাসাদের মতন তার একখানা মস্ত বড়ো বাড়ি আছে।

এখানকার জমিদারবাড়ি আছে বটে, কিন্তু জমিদার নেই। মহেন্দ্রনারায়ণ রায় স্বর্গীয় হয়েছেন অনেকদিন আগেই এবং তার সহধর্মিণীও পরলোকে। তারা রেখে গিয়েছেন একমাত্র কন্যা, নাম তার সন্ধ্যা। মহেন্দ্রনারায়ণের সম্পত্তির অছি হচ্ছেন তার সন্তানহীনা বিধবা সহোদরা দেবিকাদেবী। তারও যথেষ্ট দুর্নাম। তার চেহারা ও কথাবার্তার মধ্যে পাওয়া যায় অশোভন পুরুষালি ভাব এবং তার প্রকৃতিও রীতিমতো কর্কশ বলে কারুর সঙ্গেই তিনি মিষ্ট ব্যবহার করতে পারতেন না। কিন্তু জমিদারকন্যা সন্ধ্যাকে সকলেই এখানে পছন্দ করে এবং ভালোবাসে।

সন্ধ্যার প্রথম জীবনটা—অর্থাৎ প্রায় ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত কেটে গিয়েছে কলকাতায়। সেখানে থেকে সে কেবল লেখাপড়াই করত না, আরও নানাদিকেই ছিল তার আকর্ষণ। তার বাবা ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেছিলেন এবং তার মতামতও ছিল দস্তুরমতো আধুনিক। বাড়িতে মেম গভর্নেস রেখে মেয়েকে তিনি মানুষ করে তুলেছিলেন অতি আধুনিক যুগের উপযোগী করে। সন্ধ্যা খুব ভালো টেনিস খেলতে পারে এবং ‘স্পোর্টস’ এর নানা বিভাগে ও সন্তরণ প্রতিযোগিতায় কয়েকবার অর্জন করেছে প্রথম পুরস্কার। কিন্তু মহেন্দ্রনারায়ণের পরলোকগমনের পর তার পক্ষে এক আর কলকাতায় থাকা সম্ভবপর হয়নি। তাই সে এখন কমলপুরেই স্থায়ীভাবে বাস করে।

জমিদারবাড়ির কাছেই একখানা বাংলো ভাড়া নিয়ে বাস করেন ডক্টর সেন। সকলেই জানে, তিনি একজন পণ্ডিত লোক।

আপাতত কমলপুরের আর কোনও বাসিন্দার পরিচয় দেবার দরকার নেই। এক পেয়াল চায়ের সামনে বসে অরিন্দম ভাবছিল কমলপুরের ওই বাসিন্দাদেরই কথা। তারপর পেয়ালায় গোটা দুয়েক চুমুক দিয়ে উঠে পড়ে সে বাইরে এসে দাঁড়াল। মনে মনে বললে, এখানকার কারুকেই তো চিত্তাকর্ষক বলে মনে হচ্ছে না—কেবল ওই সন্ধাদেবী ছাড়া। তাকে দেখতে কেমন ধারা? উপন্যাসের নায়িকার মতন কি? একবার জমিদারবাড়ির দিকেই পা চালিয়ে দেওয়া যাক। হন হন করে সে এগিয়ে চলল—কোনওদিকে না তাকিয়ে। যখন সে ডাকঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ ডাকঘরের দরজার ভিতর দিয়ে একটি মূর্তি একেবারে তার গায়ের উপর এসে পড়ল। টাল সামলাতে না পেরে সে পড়ে যাচ্ছিল, অরিন্দম তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেললে। তারপর তার দিকে ভালো করে তাকিয়েই তার চক্ষু হয়ে গেল চমৎকৃত অপূর্বসুন্দরী এক তরুণী!

অরিন্দম অনুতপ্ত স্বরে বললে, দয়া করে আমাকে মাপ করবেন।

তরুণী মধুর স্বরে বললে, মাপ চাইছেন কেন? দোষ তো আপনার নয়। আমিই বোকার মতন হুড়মুড় করে আপনার গায়ের উপর এসে পড়েছিলুম।

অরিন্দম দুই-তিন মুহুর্তের মধ্যেই তরুণীকে খুঁটিয়ে দেখে নিলে। ভুরু, চোখ, নাক, ঠোঁট আঁকা যেন শিল্পীর তুলিতে। ছিপছিপে অথচ নিটোল দেহের গঠন, যে-কোনও ভাস্করের আদর্শ হতে পারে। অনন্যসাধারণ! কমলপুরে এমন কারুকে দেখবে বলে অরিন্দম একেবারেই প্রত্যাশা

করেনি। সে ধীরে ধীরে বলল, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনার নাম সন্ধ্যাদেবী।

তরুণী সকৌতুকে হেসে উঠল। সে তরল হাস্যধ্বনিও সংগীতময়। হাসতে-হাসতেই সে বললে, 'হ্যাঁ, আমার নাম সন্ধ্যাই বটে। আপনাকে দেখেও আমার কী মনে হচ্ছে জানেন? আপনিই হচ্ছেন কমলপুরের রহস্যময় আগন্তুক।

অরিন্দম উপর দিকে দুই ভুরু তুলে বললে, বলেন কী, এর মধ্যেই রহস্যময় হয়ে উঠেছি নাকি?

—আজ্ঞে হ্যা। এখানে সবাই আপনাকে করে তুলেছে একটি রোমান্সের নায়ক। আপনার সম্বন্ধে কত-না বিচিত্র কথা শুনতে পাই।'

দু-জনেই তখন আবার পথ দিয়ে চলতে শুরু করেছে। সন্ধ্যার সঙ্গে পাশাপাশি চলতে চলতে অরিন্দম শুধোলে, আমার সম্বন্ধে আপনারা কী শুনতে পান, তা কি আমাকে বলবেন না?

সন্ধ্যা বললে, ক্রমে বলব বই কি, কিন্তু আজকে নয়। তবে এখানকার সবাই এই কথা নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছে যে, আপনি সামাজিক কি অসামাজিক জীব। যদিও কমলপুরের আমরা নিজেরা মোটেই সামাজিক জীব নই।'

অরিন্দম বললে, আপনাদের কৌতুহল জাগ্রত করতে পেরেছি বলে নিজেকে আমি ভাগ্যবান বলেই মনে করছি। আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে, আমিও আজ নিজের বাসায় গিয়ে ভাবব, কমলপুরের আপনারা আমার চেয়েও অসামাজিক কি না?

সন্ধ্যা বললে, তাই ভাববেন, সারা রাত ধরে ভাববেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি হঠাৎ আপনি এই পাণ্ডববর্জিত দেশে এলেন কেন?

—উত্তেজনার আর অ্যাডভেঞ্চারের আর ধনকুবের হবার জন্যে।

সন্ধ্যা সচকিত চক্ষে তাকালে অরিন্দমের মুখের দিকে। কিন্তু তার মুখের ভাব দেখে বোঝা গেল না যে, সে ঠাট্টা করে এই কথাগুলো বললে কি না। তিন-চার মুহুর্ত চুপ করে থেকে সে বললে, 'পৃথিবীর কেউ যে ওই-সব কারণের জন্যে কমলপুরে আসতে পারে, এটা আমি কল্পনাতেই আনতে পারি না।

অরিন্দম সহস্যে বললে, 'আমি বলতে চাই ঠিক উলটো কথাই। দু-দিন পরেই দেখতে পাবেন, সমস্ত বাংলা দেশের মধ্যে এইখানেই হবে এমন রোমাঞ্চকর ঘটনার পর ঘটনা, যুদ্ধ আর হত্যাকাণ্ড, স্বপ্নেও যা কল্পনা করা যায় না।'

—''আমার বয়স হল প্রায় আঠারো বৎসর। এই আঠারো বৎসরের মধ্যে আমি কমলপুরে একটা অগ্নিকাণ্ড ছাড়া আর কোনওই রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা শুনিনি।

অরিন্দম বললে, তাহলে ঘটনাগুলো যখন ঘটতে আরম্ভ করবে, আপনি নিশ্চয়ই তা উপভোগ করতে পারবেন।

কথাবার্তা কইতে কইতে তারা জমিদারবাড়ির সামনে এসে পড়ল। বাড়িখানা বড়ো হলেও তার মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই।

ফটকের সামনে এসে সন্ধ্যা বললে, আপনি কি দয়া করে একবার বাড়ির ভিতরে আসবেন না?

—সে তো আমার সৌভাগ্য। চলুন।

অরিন্দমকে নিয়ে সন্ধ্যা নিজেদের বৈঠকখানার ভিতরে গিয়ে ঢুকল। প্রকাণ্ড ঘর, সোনালি ফ্রেমওয়ালা বড়ো বড়ো তৈলচিত্র, দামি দামি আয়না ও আসবাবপত্র এবং মার্বেলের টেবিল, কৌঁচ, সোফা ও নানা আকারের চেয়ার। কিন্তু অরিন্দম সে-সবের দিকে ফিরেও তাকালে না, নিজের মনে একখানা গদিমোড়া চেয়ারের উপর গিয়ে বসে পড়ল।

সন্ধ্যা বললে, আমার পিসিমাকে ডেকে আনব কি? আপনাকে দেখলে তিনি খুশি হবেন।

—নিশ্চয়।

অনতিবিলম্বেই ঘরের ভিতরে দেবিকাদেবীর প্রবেশ। একবার তার দিকে দৃষ্টিপাত করেই অরিন্দম বুঝতে পারলে, লোকের মুখে তার যে বর্ণনা শুনেছে তার মধ্যে নেই একটুও অত্যুক্তি। দেবিকাদেবীর দেহ পুরুষেরই মতন চওড়া এবং তাকে দেখলেই নপুংসক বলেই মনে হয়। গলার আওয়াজও কর্কশ ও অস্বাভাবিক। বয়স তার চল্লিশ পার হয়েছে বলেই মনে হয়, কিন্তু এই বয়সেও তার মাথায় রয়েছে 'বব' করা চুল। এরকম অভাবিত ও অদ্ভুতদর্শন আধুনিক মহিলা অরিন্দমের চক্ষে আর কখনও পড়েনি।

নমস্কারের আদান-প্রদানের পর দেবিকা বললেন, আপনি কমলপুরে এসেছেন শুনেই আমি আন্দাজ করে নিয়েছিলুম যে, একদিন না একদিন আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। আজ রাত্রে এখানে আপনাকে ডিনারের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আরও কারুর কারুর সঙ্গে আপনার দেখা হবে, যদিও আমরা বেশি লোকের সঙ্গে মিশি না।'

—‘ক্ষমা করবেন, দেবিকাদেবী, আজ রাত্রে এখানে ডিনারে’র আমন্ত্রণ গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হবে না।’

—তাহলে আজকেই এখানে লাঞ্চ খেয়ে যেতে আপনার আপত্তি আছে কি? আরও কিছুক্ষণ থেকে যান না!’

—‘‘আর-একবার ক্ষমা ভিক্ষা করছি। মনে করবেন না, আমি অভব্য বা অসভ্য। আমার লোককে বলে এসেছি, আজ বাড়িতেই আমি দুপুরবেলায় আহার করব। আমার লোকটি কিছু অদ্ভুত প্রকৃতির। আমি যদি ঠিক সময়ে বাড়িতে গিয়ে হাজির না হই, তাহলে সে মনে করবে নিশ্চয়ই আমি কোনও বিপদে পড়েছি। ফল হবে কী জানেন? তার কাছে প্রকাণ্ড একটা রিভলভার আছে। সেইটে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়বে আমাকে খুঁজতে। তারপর কারুর না কারুর আহত হবার সম্ভাবনা।

চমকে উঠলেন দেবিক ও সন্ধ্যা দু-জনেই। কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই অরিন্দমের, সে একদৃষ্টিতে একটি ছোটো টেবিলের উপরে আধারে রক্ষিত একটি জাপানি বামন গাছের দিকে চুপ করে তাকিয়ে রইল। তার ভাব দেখলে মনে হয় না, সে বলেছে কোনও অসাধারণ কথা।

তারপর সন্ধ্যা স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললে, পিসিমা, অরিন্দমবাবু কমলপুরে এসেছেন অ্যাডভেঞ্চারের লোভে!’

দেবিকার দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল। তিনি থেমে থেমে বললেন, উত্তম, ওঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে আমি খুব খুশি হব। কিন্তু অরিন্দমবাবু, আজকের জন্যে আপনাকে মুক্তি দিলুম। তবে শুক্রবারে আসতে পারবেন তো? আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে সেদিন আমি আরও কোনও কোনও লোককে নিমন্ত্রণ করব।

—'বেশ কথা, সেদিন আমি নিশ্চয়ই আপনার দরবারে এসে হাজিরা দেব।'

তারপর দেবিকাদেবীর প্রস্থান। অরিন্দম এবং সন্ধ্যা আরও কিছুক্ষণ বসে বসে গল্প করলে। অরিন্দম একজন সংলাপী লোক, আসর জমিয়ে তুলতে পারে অল্পক্ষণের মধ্যেই। কথা কইতে কইতে সে এটাও উপলব্ধি করতে পারলে, সন্ধ্যা তার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু তার মুখে চোখে বারংবার ফুটে উঠছে কেমন একটা দ্বিধার ভাব। তবে সন্ধ্যা যে তার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে, এটা বুঝতে পেরে সে মনে মনে হল অত্যন্ত আনন্দিত।

অবশেষে অরিন্দম উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'সন্ধ্যাদেবী, এবার আমার বিদায় নেবার সময় হয়েছে।'

সন্ধ্যা তার সঙ্গে বাড়ির ফটক পর্যন্ত এগিয়ে এল। তারপর সে বললে, "অরিন্দমবাবু, আপনাকে দেখলে তো পাগল বলে মনে হয় না। তবে ওইসব বাজে আবোল-তাবোল বকে আমাদের সঙ্গে মজা করছিলেন কেন?'

অরিন্দম হেট হয়ে সন্ধ্যার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তার দুই চক্ষু তখন নৃত্যশীল। বললে, সারা জীবন ধরে আমি সত্য কথাই বলে আসছি। সত্য কথা বলার মধ্যে একটা কী মস্ত মজা আছে জানেন? কেউ আমার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করবে না।'

—কিন্তু ওইসব খুন-খারাপি আর রিভলভার—

বিদ্রুপ ভরা হাসি হেসে অরিন্দম বললে, 'সন্ধ্যাদেবী, এখন থেকে আপনার চিন্তা-জগতে আমি যে-ভূমিকায় অভিনয় করব, তা হবে সত্য-সত্যই অনন্যসাধারণ। জেনে রাখুন, আজ থেকে আমাকে হত্যা করবার

জন্যে প্রাণপণ চেষ্টার অভাব হবে না। কিন্তু এটাও জেনে রাখুন, কেউ হত্যা করতে পারবে না আমাকে। সুতরাং আপনি বিচলিত হবেন না, কিংবা সারারাত্রি আমার কথা ভেবে বিনিদ্র হয়েও থাকবেন না।'

সন্ধ্যা হালকা হাসি হেসে বললে, 'বেশ, আমি সেই চেষ্টাই করব।'

অরিন্দম গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'বুঝতে পারছি, আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করছেন না।'

সন্ধ্যা বাধো বাধো গলায় বললে, কিন্তু কেমন করে বিশ্বাস করি বলুন?

কঠিন হয়ে উঠল অরিন্দমের কণ্ঠস্বর। সে বললে, 'জেনে রাখুন এই অবিশ্বাসের জন্যে আপনি একদিন অনুতপ্ত হবেন। তারপরেই তাকে নমস্কার করে অরিন্দম এত তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল যে, সন্ধ্যা সেইখানে দাড়িয়ে রইল হতভম্বের মতো।

বাসায় ফিরে এসে অরিন্দম দেখলে, মুখের উপরে বিরক্তিকর বোঝা চাপিয়ে রামফল দাঁড়িয়ে রয়েছে সদর দরজার সামনে। তার বিরক্তিকে একটুও আমল না দিয়ে অরিন্দম তরলকণ্ঠে বলে উঠল, 'ওহে রামফল, আজ আমি পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য মেয়ের সঙ্গে আলাপ করে এলুম। এখন থেকে শুরু হবে অ্যাডভেঞ্চারের পর অ্যাডভেঞ্চার! আর অ্যাডভেঞ্চারের নিয়ম কী জানো তো? দুবার কি তিনবার ওই তরুণীর জীবন রক্ষা করতে হবে আমাকেই। তারপর শেষ দৃশ্যে দেখা যাবে, আমি তাকে আবেগভরে চুম্বন করছি। তারপর তার সঙ্গে হবে আমার শুভ বিবাহ! বুঝতে পারলে?

রামফল কিছু বুঝতে পারলে কি না তা কিছুমাত্র বোঝা গেল না। খাবার তৈরি আছে, খাবেন চলুন। এই বলেই সে বাড়ির ভিতরে অদৃশ্য হল।

প্রজাপতি শিকারি

শুক্রবার দিন জমিদারবাড়ির মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রণ হয়েছিল মোহনলালেরও। সে বয়সে যুবক। তার রং ফরসা ও মুখশ্রী সুন্দর। সে সর্বদাই সেজেগুজে ফিটফট হয়ে থাকে এবং বাঁ চোখে পরে একখানা ‘মোনোকল’। তার হাব ভাব যেন প্রকাশ করতে চায়, তার মতো আধুনিক কেতাদুরস্ত লোক বাজারে দুর্লভ।

সন্ধ্যার মুখে মোহনলাল যখন শুনলে, আজ এখানে মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে কমলপুরের সেই নবাগত রহস্যময় মানুষটি, তখন সে সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'বলো কী, বলো কী! তাই নাকি?’

সন্ধ্যা বললে, ‘হ্যাঁ মোহনবাবু। অরিন্দমবাবুকে দেখে তো মনে হল, সহজেই তিনি পোষ মানতে পারেন। আর সত্যি বলতে কী, আমার সঙ্গে তিনি খুব অমায়িক ব্যবহারই করেছেন। কিন্তু তার একটি বদ অভ্যাস আছে বলে মনে হল। শীঘ্রই এখানে কী কী ঘটবে তাই নিয়ে সব ভয়াবহ ভবিষ্যদবাণী করতে ভালোবাসেন। তার ধারণা, এখানে কেউ নাকি তাকে হত্যা করতে চায়।

—‘বলো কী বলো কী? মাথা খারাপ নাকি?

—‘তাঁর মাথা খারাপ বলে তো মনে হল না!

—‘তাহলে তোমাকে নিয়ে তিনি একটু মজা করতে চেয়েছেন। হা হা হা হা—কী মজা!

—“কিন্তু কেন জানি না, তার কথায় আমি না-বিশ্বাস করেও পারিনি।'

—কমলপুর হচ্ছে বদ্ধ জলাশয়ের মতো। মাসের তিরিশ দিনই কেটে যায় একই ভাবে। অরিন্দমবাবু যদি এই বদ্ধ জলের মধ্যে তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারেন, তাহলে আমি তাকে ধন্যবাদ দেব।

অরিন্দম মুখ টিপে একটুখানি হেসে বললে, দেখতে পাচ্ছেন সন্ধ্যাদেবী, এখনও আমি সশরীরে বর্তমান। কোনও দুরাত্মা কাল রাত্রে আমার বাড়ির কাছে হাওয়া খেতে গিয়েছিল, কিন্তু আমি উপর থেকে তার মাথায় এক বালতি জল ঢেলে দিয়েছি। ব্যস, সে বাড়ি ফিরে গেল বিনাবাক্যব্যয়ে। এত সহজে হত্যাকারীর উৎসাহ যে ঠান্ডা করে দেওয়া যায়, এটা কি একটা আশ্চর্য ব্যাপার নয়?

সন্ধ্যা বললে, কিন্তু একই গল্প বারবার বললে কি একঘেয়ে হয়ে যায় না?

অরিন্দম কী জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ সেখানে হল মোহনলালের আবির্ভাব। এসেই সে বলে উঠল, আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই আমি আপনাকে নমস্কার করছি অরিন্দমবাবু! বড়োই আনন্দ—বড়োই আনন্দ—দীর্ঘকাল ধরে এই আনন্দের জন্যেই অপেক্ষা করছিলম।

অরিন্দম বললে, সত্য নাকি? মোহনলাল তার বাঁ চোখে ‘মোনোকল’ খানা লাগিয়ে সভয়ে অরিন্দমের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললে, ‘বটে, বটে। তাহলে আপনি হচ্ছেন তথাকথিত রহস্যময় মানুষ?

সন্ধ্যা বললে, ‘মোহনবাবু, অভদ্র হবেন না।’

—তাই নাকি, তাই নাকি? বটে, বটে, বটে? অরিন্দমবাবু, আশা করি আপনি কোনও অপরাধ নেবেন না।’

সন্ধ্যা বললে, ‘মোহনবাবু, এখানে দাঁড়িয়ে বকবক না করে, লক্ষ্মীছেলের মতন পিসিমার কাছে যান। তাকে গিয়ে জানান যে, অতিথি উপস্থিত।

মোহনলাল প্রস্থান করলে। অরিন্দম ধীরে ধীরে বললে, উনি হচ্ছেন মদনলালবাবুর খুড়তুতো ভাই মোহনলালবাবু। ওঁর বয়স চৌত্রিশ বৎসর। কিছুদিনের জন্যে বিলাতে গিয়েছিলেন। হাজারিবাগের কয়লার খনির মালিক।

সন্ধ্যা সবিস্ময়ে বললে, ‘দেখছি ওঁর সম্বন্ধে আমার চেয়েও আপনি বেশি কথা জানেন?

অরিন্দম সহজ স্বরেই বললে, যেখানে বাস করব, আমি সেখানকার প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে খবরাখবর রাখতে চাই।’

সন্ধ্যা বললে, তাহলে আমার সম্বন্ধেও সব খোজ আপনি নিয়েছেন বোধহয়?

—নিয়েছি, কিন্তু খবরগুলো বিশেষ দরকারি নয়। আপনার প্রথম জীবনটা কেটেছে কলকাতায়! আপনি বাড়িতে বসে লেখাপড়া শিখেছেন। দেবিকাদেবী আপনার পিতার সহোদরা নন—দূর সম্পর্কীয়া ভগ্নী। আপনি কখনও বাংলা দেশের বাইরে যাননি। এতদিন আপনাকে দেবিকাদেবীর উপরই নির্ভর করে থাকতে হয়েছে; কারণ, তিনিই আপনার সম্পত্তির অছি। সাবালিকা হলেই সমস্ত সম্পত্তি আপনারই হাতে আসবে। কিন্তু সেজন্যে আপনাকে আরও এক বৎসর অপেক্ষা করতে হবে; কারণ, আপনার বয়স এখন সতেরো বৎসর।'

সন্ধ্যা বললে, না, আমার বয়স এখন আঠারো।’

—'আপনি সবে আঠারোয় পা দিয়েছেন।

সন্ধ্যা ঝাঁঝালো গলায় বললে, "আমার খবর রাখবার জন্যে আপনার এত মাথাব্যথা কেন?"

—'ঠিক ধরেছেন সন্ধ্যাদেবী! তবে কী জানেন মাথার উপরে যার খাড়া ঝোলে, মস্তককে ব্যথিত করতে সে বাধ্য হয়।'

সন্ধ্যা আর কিছু বললে না। অরিন্দমকে নিয়ে সে তাদের বৈঠকখানার ভিতরে প্রবেশ করলে। এবং ঠিক সেই সময়ই আর একটা দরজা দিয়ে সেইখানে এসে দাঁড়ালেন দেবিকাদেবী এবং এক শীর্ণ কিন্তু দীর্ঘদেহ শুকনো চেহারার ভদ্রলোক, যার নাম শোনা গেল মদনলালবাবু।

অরিন্দম মৃদুকণ্ঠে বললে, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বড়োই খুশি হলুম মদনলালবাবু। কিন্তু বড়োই দুঃখের কথা, কলকাতার শেয়ার মার্কেট নিয়ে আপনি এখন অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় আছেন। তাই নয় কি?

মদনলাল সচমকে অরিন্দমের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে। দুই-তিন মুহুর্ত নীরব থেকে সে বললে, "অরিন্দমবাবু দেখছি কলকাতার শেয়ার মার্কেটের খবর আপনার নখদর্পণে!

অত্যন্ত সরল ভাবে হাসতে হাসতে অরিন্দম বললে, বড়োই আশ্চর্য কথা, কী বলেন?

তারপরই সেখানে আবার আর-একজনের আবির্ভাব। সন্ধ্যা তার সঙ্গে অরিন্দমের পরিচয় করিয়ে দিলে। তিনি হচ্ছেন প্রাক্তন মাজিষ্ট্রেট স্যার বীরেন্দ্রনাথ।

স্যার বীরেন্দ্র তীক্ষ দৃষ্টিতে অরিন্দমের মুখের পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, আপনাকে কোথায় দেখেছি অরিন্দমবাবু? আমি

মানুষের মুখ ভুলি না। আমার বেশ মনে হচ্ছে যে, কোনও একটা মামলায় আমি আপনাকে কয়েকদিন আদালতে দেখেছিলুম।

অরিন্দম বললে, ঠিক। বটব্যালের মামলা আপনি ভোলেননি দেখছি, সবাই তাকে ‘রাজা’ বলে ডাকত। তাকে আপনি সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। কিন্তু সে কিছুকাল পরে জেল ভেঙে পালিয়ে যায়, তারপর আজ পর্যন্ত ধরা পড়েনি। শুনেছি, সে এই বাংলা দেশের ভিতরেই আছে। সুতরাং সাবধান, অন্ধকার হলে বাড়ির বাইরে আর পা বাড়াবেন না।

সন্ধ্যা দূর থেকে অরিন্দমকে ডাকলে চোখের ইশারায়। তারপর চুপি চুপি বললে, “অরিন্দমবাবু, সবাইকে চমকে দেবার প্রলোভন আপনি ত্যাগ করুন। অনেকেরই এটা ভালো না লাগতে পারে।

অরিন্দম হাসিমুখে বললে, আমি নিজের দিকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। আমার সে-উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, অতএব আর কারুকে চমকে দেবার চেষ্টা করব না।’

আহারের আগে শুরু হল গল্পের পালা। এবং তার মধ্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করলে অরিন্দমই। সে সকলকে নিজের ভ্রমণ কাহিনি বলতে লাগল। সে-কাহিনি সত্যই বিচিত্র। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার অধিকাংশ দেশেই সে ঘুরে এসেছে এবং নানা দেশেই নরচরিত্র সম্বন্ধে সঞ্চয় করেছে প্রভূত অভিজ্ঞতা। সে নিজের দুঃসাহসিকতার এমন সব দৃষ্টান্ত দিতে লাগল, যা অত্যন্ত রোমাঞ্চকর।

দেবিকা বললেন, এত দেখেশুনেও আপনি কমলপুরে এসেছেন কীসের লোভে? এখানে কোনও উত্তেজনাই নেই!’

—‘উত্তেজনা না থাকতে পারে, কিন্তু এখানকার হাওয়া আমার ভালো লাগছে।

মদনলাল শুধোলে, কিন্তু এই নির্জন জায়গায় কী নিয়ে আপনি সময় কাটাবেন?

—“লক্ষ লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখে! আমি আশা করছি, এখানেই আমার সে স্বপ্ন সফল হবে।’

সকৌতুকে অট্টহাস্য করে মোহনলাল বলে উঠল, হা হা হা হা! তাই নাকি, তাই নাকি? বটে?

স্যার বীরেন্দ্রনাথ বললেন, কমলপুরে বসে কোনও পাগলেরও লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখার সাধ হয় না।’

অরিন্দম বললে, “আমাকে হতাশ করবেন না স্যার। একজন লোক অন্তিমকালে আমাকে বলে গিয়েছে, কমলপুরে এলে লক্ষ লক্ষ টাকার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। নানা কারণে তার কথায় আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু থাক, এ-প্রসঙ্গ যখন আপনাদের ভালো লাগছে না, তখন অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করি আসুন।

মোহনলাল সাগ্রহে বললে, সে কী কথা, সে কী কথা? এ-প্রসঙ্গ আমার ভারী ভালো লাগছে! বলো কী, বলো কী—কমলপুরে লাখো লাখো টাকার স্বপ্ন?

অন্যান্য সকলেও ব্যাপারটা ভালো করে শোনবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠল। কিন্তু অরিন্দম মাথা নেড়ে বললে, আজ্ঞে না, আর একদিন সব শুনবেন, আজ এই পর্যন্ত।

তারপরই আহারের জন্যে ডাক এল এবং সবাই গাত্রোত্থান করলে।

—‘সন্ধ্যাদেবী, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় যখন আরও ঘনিষ্ঠ হবে, তখন আমার দুর্বলতা নিশ্চয়ই আপনি মার্জনা করতে পারবেন।

—আপনার ওই প্রলাপগুলো কেবল লোকের চমক লাগাবার জন্যে তো?’

—“মোটেই নয়। যথাসময়েই সব কথা জানতে পারবেন।

সেইদিন বৈকালে রামফলের আপত্তিতে কর্ণপাত না করেই অরিন্দম বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। তারপর মাঠে মাঠে অপথে-বিপথে আপন মনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তাকে দেখলে লক্ষ্যহীন বলে ভ্রম হয়, কিন্তু আসলে সে কমলপুরের চারিদিকটা রাখতে চায় নখদর্পণে।

ঘণ্টাদেড়েক এখানে-সেখানে ঘোরাঘুরি করে ফেরবার পথে একজন লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। লোকটির দেহ বেশ বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট। বয়স তার চল্লিশের কম হবে না এবং পরনে তার খাকি কোট ও হাফপ্যান্ট। তার কাঁধে ঝুলছে একটা ব্যাগ এবং হাতে রয়েছে লাঠির ডগায় প্রজাপতি ধরবার একটা জাল। কখনও সে এ-ঝোপ থেকে যাচ্ছে ও-ঝোপে, কখনও দ্রুতপদে অগ্রসর হচ্ছে, আবার কখনও মাটির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে।

আচম্বিতে সামনের দিকে লাফ মেরে এক জায়গায় সে বসে পড়ল এবং হাতের প্রজাপতি ধরার জালটা মাটির উপরে চেপে ধরে সানন্দে চিৎকার করে উঠল।

অরিন্দম তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, ‘ব্যাপার কী?

লোকটি বললে, পেয়েছি মশাই, পেয়েছি। একটা দুর্লভ প্রজাপতি ধরতে পেরেছি।

—তাই তো দেখছি।’

—‘এইভাবেই আমি অবসর যাপন করতে ভালোবাসি। সমুদ্রের তাজা হাওয়া, আর মাঠে মাঠে ভ্রমণ করে বেড়ানো, স্বাস্থ্যলাভের এমন চমৎকার উপায় আর নেই।’

—‘আপনিই তো হচ্ছেন ডক্টর সেন?

লোকটি চকিত স্বরে বললে, কেমন করে আপনি জানলেন?

—‘‘আমার প্রশ্ন শুনে আপনি বিস্মিত হচ্ছেন? দেখছি আমার কথা শুনে এখানকার সকলেরই মনে জাগে বিস্ময়। আপনাকে দেখলেই ডাক্তার বলে মনে হয়, আর কমলপুরে আছেন একজন মাত্র ডাক্তার—মিস্টার সেন। যাক সে কথা। ব্যাবসার খবর কী?

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে ডাঃ সেন বললেন, আমার ব্যাবসা? আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারলুম না।

—‘‘আমার কথা এখানকার সকলেরই কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। ডাঃ সেন, আমি আপনার এই নতুন নেশার কথা জানতে চাই না, আমি শুনতে চাই আপনার পুরাতন পেশার কথা।'

ডাঃ সেন খুব মনোযোগের সঙ্গে অরিন্দমের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করলেন, কিন্তু সে তখন নির্বিকারভাবে তাকিয়ে ছিল সমুদ্রের দিকে। মুখের ভাব দেখে তার মনের কথা কিছুই বোঝা যায় না।

ডাঃ সেন অবশেষে ধীরে ধীরে বললেন, ‘‘অরিন্দমবাবু, আপনি যে সুচতুর ব্যক্তি একথা আমি স্বীকার করছি।

অরিন্দম বললে, আমি সুচতুর বলেই এখনও বেঁচে আছি। কোনও মুখ একবার দেখলে জীবনে আর আমি ভুলি না। আপনার মুখ আগে আমি দেখেছি।

—"অরিন্দমবাবু, আপনি সুচতুর বটে, কিন্তু এবারে সত্যসত্যই আপনি ভুল করেছেন।

অরিন্দম মুখ টিপে একটু হাসলে, তারপর বললে, আপনার কথা আমি মানি। মানুষ মাত্রই ভুল করে। কিন্তু ডাঃ সেন, বাইরে থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে, আপনার কোর্টের পকেটে রয়েছে বেশ একটা ভারী জিনিস। কী ওটা? অটোমেটিক? কিন্তু অটাোমেটিক রিভলভার নিয়ে কেউ কি বায়ুসেবন করতে বাইরে বেরোয়?

ডাঃ সেন ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, মশাই, আপনাকে আমি একটা—

অরিন্দম বাধা দিয়ে বললে, 'ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিন। দেখা যখন হল, আপনাকে আমি স্বাগত সম্ভাষণ করছি। আমার সঙ্গে চলুন আমার বাসায়। সেখানে তৈরি আছে 'চিকেন স্যান্ডউইচ আর— ইচ্ছা যদি করেন তো জনি ওয়াকারের ব্ল্যাক লেবেল মার্কা হুইস্কি। আপত্তি করলে শুনব না, চলুন। সে এগিয়ে গিয়ে নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করলে ডাঃ সেনের হাত। অরিন্দম যা ধরে, আর ছাড়ে না। ডাঃ সেনের কোনও আপত্তিই গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে তাকে টেনে নিয়ে চলল নিজের বাসার দিকে।

সূর্য তখন ডুবে যাচ্ছে আকাশ ও সাগরের মিলন রেখায়। রামফল এসে তাদের টেবিলের সামনে সাজিয়ে দিয়ে গেল দুই প্লেট স্যান্ডউইচ। অরিন্দম শুধোলে, কিছু পানীয় গ্রহণ করবেন তো?

—'হ্যাঁ। এক পেয়ালা চা। তারপর একখণ্ড স্যান্ডউইচে একটা কামড় দিয়ে ডাঃ সেন বললেন, তারপর অরিন্দমবাবু, এইবারে কাজের কথা আরম্ভ করা যাক, কী বলেন?

—'অনায়াসেই।'

—'কমলপুরে আপনি যে হাওয়া খেতে আসেননি, এটা আমার পক্ষে অনুমান করা কঠিন নয়। আপনি যে গোয়েন্দা নন, সেটাও আমি জানি। আপনার সম্বন্ধে আরও কিছু কিছু কথাও আমার অজানা নেই।'

অরিন্দম সিগারেটে একটা টান মেরে অন্যমনস্কের মতন বললে, তারপর?

ডাঃ সেন বললেন, 'শুনেছি, আপনি হচ্ছেন চতুর ব্যক্তি। কিন্তু আপনি যেন আন্দাজে ধরে নেবেন না আমি হচ্ছি নির্বোধ ব্যক্তি। আপনি যে কেন এখানে এসেছেন, সে-সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব স্পষ্ট। আপনি যদি আমার সপক্ষে থেকে কাজ করেন, তাহলে আমার কোনও আপত্তি নেই। নইলে আমি আপনাকে প্রাণপণে বাধা দেবারই চেষ্টা করব। তবে এটাও বলে রাখি, আপনাকে আমার বিপক্ষে নয়, সপক্ষে যদি পাই, তাহলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব। অরিন্দমবাবু, এখন আমি আপনার মত জানতে চাই।'

অরিন্দম সামনের দিকে দুই পা ছড়িয়ে দিয়ে চেয়ারের আরও ভিতরে ঢুকে বসে বললে, আপনার পথ আর আমার পথ এক হতে পারে না ডাঃ সেন। বোম্বাইয়ের এক ব্যাংক থেকে বহু লক্ষ টাকা উধাও হয়েছে। তার উপরে আমি লোভ করব না; কারণ, সেটা হবে বেআইনি। কিন্তু যারা ব্যাংক লুট করেছিল, তাদেরই কাছে আছে দেশান্তর থেকে বিনা মাশুলে

লুকিয়ে আনা বহু লক্ষ টাকার সোনার থান। তার মালিক নিরুদ্দেশ। আমি সেই বেওয়ারিস সম্পত্তির মালিক হতে চাই।’

—সেসব সোনার থান নিয়ে যে নিরাপদে সরে পড়তে পারবেন, আপনি কি মনে মনে তা বিশ্বাস করেন?'

—‘নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি। অরিন্দম হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে সাঁৎ করে দেওয়ালের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর বললে, “আপনার সঙ্গে আমি হাত মেলাব কি না, এ আলোচনা এখন বন্ধ করুন। কোনও বাঘের বাচ্চাকে আমি এই আলোচনা শুনতে দিতে প্রস্তুত নই।

ডাঃ সেন বললেন, তার মানে?

অরিন্দম উচ্চকণ্ঠে বললে, তার মানে কী জানেন? কোনও এক অতি কৌতুহলী লোক জানলার বাইরে ওই ঝোপটার পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছে। সন্ধার আবছায়াতেও আমি তাকে দেখতে পেয়েছি। আমার রিভলভার প্রস্তুত, সে একচুল নড়লেই আমি গুলি করব।

একটুখানি মেলোড্রামা

ডাঃ সেন এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ডান হাত ঢুকল ডান পকেটের ভিতর। অরিন্দম বললে, আপনাকে আর রিভলভার বার করতে হবে না। আমি দাঁড়িয়ে ওঠার সঙ্গেসঙ্গেই অতি কৌতুহলী লোকটা বিদ্যুতের মতো সরে পড়েছে। হয়তো সে আমাকে হত্যা করতে এসেছিল। অন্ধকারে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে নরহত্যা করা খুবই সহজ বটে, কিন্তু আমাকে হত্যা করতে গেলে পোড়াতে হবে আরও বেশি কাঠ-খড়। অরিন্দম সহজলভ্য জীব নয়। একটু অপেক্ষা করুন, আমি বাইরেটা একবার ভালো করে দেখে আসি।

অরিন্দম তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল রামফল— তার হাতে একটা প্রকাণ্ড রিভলভার।

ডাঃ সেন হেসে উঠে বললেন, দেখছি বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়! কিন্তু রিভলভারটা কি এখানে না আনলে হত না?

রামফল মুখে কিছু বললে না, কেবল রিভলভারের নলটা ঘুরিয়ে রাখলে ডাঃ সেনের দেহের দিকে।

মিনিট-দশেক পরে ফিরে এল অরিন্দম। বললে, শিকার সফল হল না। বাইরে ঘনিয়ে উঠেছে কয়লার মতো কালো অন্ধকার। আর বাঘের বাচ্চা নিশ্চয়ই ছুটে পালিয়েছে খরগোশের মতো দ্রুতবেগে। আরে আরে রামফল, এখানে তোমার রিভলভারটা হচ্ছে অধিকন্তু! চটপট দু-গ্লাস বিয়ার নিয়ে এসো।

—'হ্যাঁ কর্তা, বলতে বলতে রামফল বেরিয়ে গেল ঘরের বাইরে।

ডাঃ সেন বললেন, 'বিশ্বাস করুন অরিন্দমবাবু, আমি আপনাকে আমার সপক্ষেই পেতে চাই।

—"আপনার উপরওয়ালাদের মত নিয়েই কি এই কথা আমাকে বলছেন?

--নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সেদিক দিয়েও একটা সন্তোষজনক ব্যবস্থা করা অসম্ভব হবে না।'

—'ধন্যবাদ। আপনার প্রস্তাবে আমি আশান্বিত হলুম না। তার চেয়ে আমার একটা কথা শুনুন। আপনি আমার সপক্ষে আসুন, তারপর আমি যা লাভ করব তার তিনভাগের একভাগ আপনার হাতেই তুলে দেব। আমার এই প্রস্তাবটা আপনার কাছে কি লোভনীয় বলে মনে হচ্ছে না? ভেবে দেখুন, ডিটেকটিভ ইনস্পেকটার মিঃ সেন!

—"আমার নাম ডাঃ সেন!'

মুখ টিপে একটু হেসে অরিন্দম বললে, ডাঃ সেন, আমরা কি এখনও পরস্পরের চোখে ধুলো ছুড়ব?

ডাঃ সেন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি হচ্ছেন বিচিত্র মানুষ। কিন্তু আজ আমি বিদায় হলুম, নমস্কার!"

অরিন্দম এগিয়ে গিয়ে ডাঃ সেনের একখানা হাত ধরে বললে, চলুন, আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি। নইলে আমার দুশ্চিন্তা হবে।

ডাঃ সেন কিঞ্চিৎ উত্তপ্তকণ্ঠে বললেন, আপনি কি আমাকে নাবালক বলে মনে করেন?

—মোটেই নয়। এটা আমার ওজর মাত্র। নৈশবায়ু সেবন করতে আমার ভালো লাগে।

পথ দিয়ে চলতে চলতে ডাঃ সেন বললেন, আপনি একদিকে, আর আমি একদিকে। এই দ্বৈতযুদ্ধ বোধহয় চিত্তাকর্ষক হবে, কী বলেন?

অরিন্দম বিনীতভাবে বললে, আশা করি তাই।'

—'সত্যি বলছি, আপনার মতন প্রথম শ্রেণির অপরাধীর সঙ্গে এর আগে আমার দেখা হয়নি।'

অরিন্দম গম্ভীর স্বরে বললে, আপনি আগে থাকতে অনেককিছুই কল্পনা করছেন। আমি অপরাধী? আমি আজ পর্যন্ত এমন কিছু করিনি, আইনে যা অপরাধ বলে প্রমাণিত হয়।

বাসার কাছে পৌঁছে ডাঃ সেন বললেন, আসুন অরিন্দমবাবু, একটা স্যাম্পেনের বোতল খুলে দুজনে আরও কিছু কথা-কাটাকাটি করি।

অরিন্দম বললে, সে চেষ্টা আর একদিন করা যাবে। আজকে আমায় মাপ করুন, নমস্কার।'

অরিন্দম নিজের বাসার দিকে অগ্রসর হল। রাত তখন দশটার কাছাকাছি। আকাশে চাঁদ নেই, দিকে দিকে অন্ধকারের মধ্যে ঝিঁঝির চিৎকার ছাড়া আর কোনও শব্দই কানে আসে না। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরেই কমলপুরের বাসিন্দাদের কলরব নীরব হয়ে যায়। সামনেই অন্ধকারের মধ্যে আরও জমাট অন্ধকারের মতো দাঁড়িয়ে রায়বাহাদুর বিজনকুমারের প্রকাণ্ড অট্টালিকাখানা। বাড়িখানার উপর তলায় কোনও জানলা দিয়েই আলো দেখা যাচ্ছিল না। তার নীচের তলাটা দেখবার উপায় নেই; কারণ বাড়িখানার চতুর্দিকেই দাঁড়িয়ে আছে খুব উঁচু প্রাচীর।

অরিন্দম মনে মনে বললে, 'বাড়ি তো নয়, যেন জেলখানা। এ-বাড়ির মালিক বোধহয় বাইরেকার লোকদের দৃষ্টিকে ভয় করে। সে স্থির

করলে, আজকে চুপিচুপি এই বাড়ির ভিতর ঢুকে কিছু কিছু তদারক করে আসবে।

সে বাড়ির চারিদিকে একবার পদচালনা করে এল। বাড়ির ফটকটাও মস্ত কাঠের দরজা দিয়ে ঢাকা। পশ্চিম দিকের দেওয়ালের কাছে এক জায়গায় রয়েছে একটা পেয়ারাগাছ। তারই একটা ডাল দেওয়ালের উপরদিক দিয়ে চলে গিয়েছে। অরিন্দম আস্তে আস্তে সেই ডাল ধরে বাড়ির পাঁচিলের কাছে গিয়ে পড়ল। পাঁচিলের উপরে যে বোতল ভাঙা কাচ আছে, এটা সে আগে থাকতেই জানত। নিজের কোটটা গা থেকে খুলে পাট করে দেওয়ালের কাচের উপরে রাখলে। তারপর নিজের সেই জামার উপরে গিয়ে বসে দেওয়ালের ভিতরদিকে ঝুলে পড়ল। তারপর নিঃশব্দে অবতীর্ণ হল ভূমিতলে।

অরিন্দম মাটির উপরে বিড়ালের মতো আলতো ভাবে পা ফেলে অগ্রসর হল। বাড়ির এদিকে নীচের তলাতেও সব জানলা অন্ধকার। সে ঘুরে বাড়ির অন্যদিকে গিয়ে উপস্থিত হল। সঙ্গে সঙ্গে একদিকে তার দৃষ্টি হল আকৃষ্ট। একটা জানলা দিয়ে ভিতরের আলো বাইরের ঘাস-জমির উপরে এসে পড়েছে। উঁচু ফ্লোরের উপর রয়েছে বাড়িখানা। অরিন্দম খুব সাবধানে ফ্লোরের উপর উঠে বসল। জানলার গরাদে নেই দেখে আশ্বস্ত হয়ে একবার পর্দা ফাঁক করে সে ঘরের ভিতর দিকে উঁকি মেরে দেখলে।

এক দৃষ্টিতেই সে দেখে নিলে, দামি দামি আসবাবপত্র, তৈলচিত্র ও পাথরের মূর্তি প্রভৃতি দিয়ে ভালো করে সাজানো একখানা হলঘর এবং একটা টেবিলের ধারে বসে দুই মূর্তি—একজন পুরুষ ও একজন নারী।

তাদের একজন হচ্ছেন রায়বাহাদুর এবং আর একজন সন্ধ্যাদেবী ছাড়া আর কেউ নয়।

বিজন বলছিল, প্রিয় সন্ধ্যা, এখন আসল অবস্থাটা বুঝতে পারলে তো?

সন্ধ্যা বললে, "আমি এসব কথা বিশ্বাস করি না।'

বিজন কর্কশকণ্ঠে হেসে উঠল। তারপর বললে, 'এইসব দলিল আর কাগজপত্র দেখেও, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? নিজের পকেটের ভিতর থেকে আরও কতকগুলো কাগজ বার করে সন্ধ্যার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, ধৈর্য ধরে এতক্ষণ তোমার কথা শুনছিলুম বটে, কিন্তু আর পারলুম না। তোমাকে দেখলেই আমার মনে জাগে মিষ্ট ভাব, কিন্তু এটা তুমি নিশ্চয়ই জেনো, কোনও রকম ভাবের আবেগেই আমি নিজের কর্তব্য ভুলি না। আমি নির্বোধ নই। তোমাদের বাড়ি আবার বন্ধক রেখে আমি আর এক পয়সাও দিতে পারব না। এর মধ্যেই তোমার পিসিকে আমি যত টাকা ধার দিয়েছি, তোমাদের বাড়িখানা বিক্রি করলেও তার অর্ধেক উসুল হবে না। আবার আমি টাকা দেব? অসম্ভব!'

সন্ধ্যা আর্তকণ্ঠে বললে, তাহলে আমার পিসিমা একেবারেই ভেঙে পড়বেন।

—তোমার পিসিকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি কি আমার ঘাড় ভাঙতে চাও?'

কাগজগুলো তুলে নিয়ে সন্ধ্যা উত্তপ্তস্বরে বললে, আপনি দুরাত্মার মতন কথা বলছেন! আপনার মতন লোকের কাছে হাজার কয়েক টাকার মূল্য কতটুকু?

বিজন শান্তভাবে বললে, মূল্য আছে সন্ধ্যা, মূল্য আছে বই কি টাকা আমি দিতে পারি, কিন্তু এক শর্তে।

—শর্ত? কী শর্ ?

—'আসল কথা কী জানো সন্ধ্যা? আমি তোমাকে বিবাহ করতে চাই।'

সন্ধ্যা স্তম্ভিতের মতন বসে রইল দুই-তিন মুহূর্ত। তারপরই সে হঠাৎ দুই হাতে সেই কাগজগুলো মাথার উপর তুলে ধরে সশব্দে ছিড়ে ফেলে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, শয়তান, এই হচ্ছে আমার জবাব!'

অরিন্দম মনে মনে বললে, চমৎকার সন্ধ্যাদেবী! আপনার বন্দনা-গান গাইছে আমার মন।

বিজন একটুও চাঞ্চল্য প্রকাশ করলে না। হাসতে হাসতে বললে, সন্ধ্যা, ওগুলো হচ্ছে নকল। আসল দলিল আছে আমার লোহার সিন্দুকে। নির্বোধ মেয়ে (বলতে বলতে তার স্বর হয়ে উঠল উগ্র), যে-বুদ্ধির জোরে নিজের চেষ্টায় আমি অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়েছি, ঢের ঢের ধড়িবাজ সেয়ানা লোককে আমি যেটি করতে পেরেছি, সেই বুদ্ধিকে কি তোমার মতন একটা গেঁয়ো মেয়ে ব্যর্থকরে দিতে পারে? রাবিশ! আমার ধৈর্যের বাঁধ তুমি এইবারে ভেঙে দিলে। আমার কাছে আর কোনও বাজে আবদার চলবে না। আমার স্পষ্ট কথা হচ্ছে এই তুমি যদি আমাকে বিবাহ না করো, তাহলে আমি আমার পাওনা টাকার জন্যে তোমারপিসির নামে নিশ্চয়ই নালিশ করব। হয় রাজি হও, নয় চলে যাও। আর কোনও হিস্টিরিয়ার অভিনয় আমি দেখতে চাই না।'

অরিন্দম একলাফে একেবারে ঘরের ভিতর গিয়ে পড়ে বললে, ঠিক! আর হিস্টিরিয়া নয়!

সন্ধ্যা চমকে উঠে অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে রইল বিস্ফরিত নেত্রে। বিজনও লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, কে রে? তার মোটা মুখখানার দুটো কুচকুচে চোখের উপরে বিভ্রান্ত দৃষ্টি! অরিন্দম বক্ষের উপরে দুই বাহু নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল হাস্যমুখে।

বিজন গর্জন করে বললে, কে তুমি?

অরিন্দম প্রশান্ত কণ্ঠে বললে, নমস্কার রায়বাহাদুর, নমস্কার! দয়া করে আমাকে একটা উপসর্গ বলে মনে করবেন না।'

তার সেই ছয় ফুট দুই ইঞ্চি দেহের মধ্যে এতটুকু দ্বিধার ভাব নেই। সন্ধ্যা পায়ে পায়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অরিন্দম তার হাত ধরে তাকে নিজের পাশে টেনে নিলে।

কোনওক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রায় সহজ স্বরেই বিজন বললে, "বোধ হচ্ছে আপনার নামই অরিন্দমবাবু। কিন্তু আমি যে আজ আপনাকে এখানে নিমন্ত্রণ করেছি, আমার তো তা মনে হচ্ছে না?

অরিন্দম সায় দিয়ে বললে, "ঠিক বলেছেন। আমারও তা মনে হচ্ছে না।'

বিজনের দম যেন বন্ধ হয়ে এল রুদ্ধ ক্রোধে। তাদের কথাবার্তা অরিন্দম অন্তরালে থেকে কতখানি শুনেছে, সেটাও সে আন্দাজ করতে পারলে না। ক্রুদ্ধ হলেও তার মনে খানিকটা ভয় সঞ্চারও হল। অরিন্দমের দেহ চওড়ায় দোহারা না হলেও মাথায় সে ছয় ফুট দুই ইঞ্চি উঁচু এবং শরীরও তার রীতিমতো বলিষ্ঠ ও সুগঠিত। তার উপরে তার মুখের

বেপরোয়া হাসি দেখলে মন ভীত না হয়ে পারে না। অবশেষে বিজন ধীরে ধীরে বললে, “অরিন্দমবাবু, স্পষ্ট কথাই বলা ভালো। আপনার এই আকস্মিক আবির্ভাবটা সন্তোষজনক কি?’

অরিন্দম হাসতে হাসতে বললে, “আমি ওকথা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না।’

পাশের একটা ছোটো টেবিলের উপরে সাজানো ছিল ‘ডিকান্টার’, সোডার বোতল ও কাচের গেলাস। সেইদিকে অগ্রসর হয়ে বিজন বললে, বেশ, যখন এসেছেনই, আমার অতিথি সৎকার করা উচিত। কিঞ্চিৎ হুইস্কি পান করবেন কি? আমি দেখাতে চাই, আপনাকে আমি শত্রু বলে মনে করি না।’

—‘ধন্যবাদ। কিন্তু ও-হুইস্কির ভিতরে কী আছে, কে জানে? অপরিচিত জায়গায় কিছু পান করা আমি নিরাপদ বলে মনে করি না।’

—'বড়োই দুঃখের কথা অরিন্দমবাবু, আপনার এই সন্দেহ ভদ্রজনোচিত নয়।’

—“না। ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি তথাকথিত ভদ্রলোক নই। তথাকথিত ভদ্রলোকরা হচ্ছেন অসহনীয় জীব। আমি শুনেছি, এখানে যে-কয়জন ভদ্রলোক থাকেন, তারা আপনার মতো ভদ্রলোকের দিকে ‘রায়বাহাদুর’ উপাধি দেখেও আকৃষ্ট হতে চান না। কিন্তু আমি তাদের দলের লোক নই। আপনার সঙ্গে মেলামেশা করতে আমি একটুও আপত্তি করব না। আশা করি, ভবিষ্যতে আপনার সঙ্গে অনেকবার দেখাসাক্ষাৎ হবে। আমরা দু-জনেই পরস্পরের সঙ্গ অত্যন্ত উপভোগ করব। ইতি—শ্রীঅরিন্দম।’

—তাহলে আমার আর কিছু বলবার নেই। এই বলেই বিজন টেবিলের উপরের ঘণ্টাটা টিপে দিলে।

অরিন্দম যেখানে ছিল সেইখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মিনিটখানেক পরেই দরজা ঠেলে ঘরের ভিতর যে-লোকটা প্রবেশ করলে, তাকে দেখতে পেশাদার পালোয়ানের মতো।

বিজন বললে, "অরিন্দমবাবুকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার দরজাটা দেখিয়ে দাও।

অরিন্দম বললে, আপনার অতিথিসৎকারের পদ্ধতিটা চমৎকার বটে। তারপর সকলের মনে বিস্ময় জাগিয়ে সে অত্যন্ত প্রশান্ত মুখেই সুড়সড় করে আগন্তুকের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গেল।

এত সহজে যে অরিন্দমের কবল থেকে সে নিস্কৃতি পাবে, বিজন এটা ধারণাতেও আনতে পারেনি। অবহেলার হাসি হেসে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে সে বললে, এইসব ধাপ্পাবাজ কাপুরুষকে আমি খুব চিনি। নরম মাটি দেখলেই এদের মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। হেঃ!

সন্ধ্যা কিছু বললে না। কিন্তু বিজনের আনন্দ স্থায়ী হল না। বাইরে থেকে এল যেন একটা ধস্তাধস্তির শব্দ। বিজন উৎকর্ণ হয়ে যখন দরজার দিকে তাকিয়ে আছে, সেই সময়ে অরিন্দম আবার বাগানের জানলার মধ্য দিয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করলে। বললে, আবার আমি নিজের বাসাতেই ফিরে এলুম বিজনবাবু।

বিজন তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল হতভম্বের মতো। তারপরেই ঘরের ভিতর আবার প্রবেশ করলে সেই পালোয়ানের মতন লোকটা। তখন তার চেহারার অল্প বিস্তর রূপান্তর ঘটেছে। তার রক্তাক্ত মুখ দেখলে মনে

হয়, নাক-মুখ থুবড়ে সে পড়ে গিয়েছে কোনও কঠিন জায়গার উপরে এবং তার চোখ দুটোকেও তখন মনে হচ্ছিল না প্রেমিকের চোখ ।

অরিন্দমের দিকে একটা বিষাক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিজনের দিকে ফিরে সে বললে, 'শুনুন হুজুর'

অরিন্দম বললে, বিশেষ কোনও শ্রোতব্য কথা নেই বিজনবাবু! ওই লোকটা বাইরে গিয়ে আমাকে লাথি মারবার চেষ্টা করেছিল। সুখের বিষয়, না দুঃখের বিষয় বলব? সফল হয়নি তার চেষ্টা। পা তোলার সঙ্গে-সঙ্গেই নাকের উপর আমার একমাত্র ঘুসি খেয়ে তাকে হতে হয়েছে প্রপাত ধরণীতলে!'

অরিন্দমের শক্তি ও সাহস দেখে চমকিত হয়ে উঠল বিজনের মন। তার এই পালোয়ান অনুচরের দেহ আয়তনে অরিন্দমের দ্বিগুণ। অথচ এত সহজে তাকে হার মানতে হয়েছে তার কাছে! সে ধীরে ধীরে বললে, তারপর অরিন্দমবাবু! আপনি এখানে আর কী কী কর্তব্যসাধন করতে এসেছেন?

অরিন্দম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, কিছুনা,কিছু না! আপনার অতিথিসৎকার উল্লেখযোগ্য বলে মনে হচ্ছেনা। রাত ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। আমি এইবারে সন্ধ্যাদেবীকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিতে চাই। সে সন্ধ্যাকে নিয়ে আবার বাগানের জানলার দিকে অগ্রসর হল! তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ফিরে বললে, বিজনবাবু, দেবিকা দেবী আপনার কাছ থেকে বাড়ি বাধা রেখে কিছু টাকা ধার করেছেন। কিন্তু কত টাকা!

—'সে-কথায় আপনার দরকার কী?

—আপনি দলিল ফেরত দিন, আমি এখনই আপনাকে চেক লিখে দিচ্ছি।

—আমি নারাজ।

—উত্তম। আইন সম্বন্ধে আমার বেশি জ্ঞান নেই বটে, কিন্তু সহজ জ্ঞানে বলে, টাকা ফেরত পেলে আপনি কিছুই করতে পারেন না। আচ্ছা, আমার অ্যাটর্নির সঙ্গে পরামর্শ করে, আপনার কাছে একখানা চেক পাঠিয়ে দেব, তারপর কী হয় দেখা যাবে।

অরিন্দম জানলার কাছে গিয়ে সন্ধ্যাকে ঠিক শিশুর মতো দুই বাহু ধরে তুলে নিয়ে বাগানের ভিতরে নামিয়ে দিলে। তারপর মুহূর্তে নিজেও লাফিয়ে পড়ল বাগানের ভিতরে—

—পরমুহূর্তেই শোনা গেল কয়েকটা প্রকাণ্ড কুকুরের বিকট চিৎকার!

সন্ধ্যা শিউরে উঠে বললে, সর্বনাশ! বিজনবাবুর কয়েকটা হিংস্র 'হাউন্ড' আছে! একবার তারা দু-জন চোরকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলেছিল! আজও আমাদের পেছনে তাদেরই লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে!'

চোখের পলক ফেলবার আগেই দুই হাতে সন্ধ্যাকে তুলে ধরে অরিন্দম আবার তাকে ঘরের ভিতরে স্থাপন করলে! তারপর নিজেও একলাফে ঘরের ভিতরে এসে জানলাটা সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে বললে, সন্ধ্যা, তুমি কি মেক্সিকোর ছোরা ছোড়ার খেলা দেখতে চাও? তাহলে আমার 'শ্রীমতী'কে বার করি!

বিজনের হাতে তখন রয়েছে একটা ছোটো অটোমেটিক রিভলভার।

অরিন্দমের ডান হাত বিদ্যুৎবেগে স্পর্শ করলে বাম হাতকে। তারপরেই ঝকমক করে উঠল খাটি ইস্পাতে গড়া জ্বলন্ত 'শ্রীমতী'।

ঘটনার পর ঘটনা

বিজন তার রিভলভারটা তুলে ধরেনি। তার ডান হাতখানা ঝুলছিল জানুর পাশে এবং রিভলভারের মুখ ছিল কার্পেটের দিকে। অরিন্দমের মুখ দেখলে বোধ হয়, যেন সে একেবারেই অন্যমনস্ক। কিন্তু বিজন বেশ বুঝতে পারলে যে, এই অন্যমনস্কতা তার ভান ছাড়া আর কিছুই নয়। তার হাত এতটুকু নড়লেই ওই তীক্ষ্ণ ছোরাখানা তিরবেগে এসে পড়বে তার দেহের উপরে!

অরিন্দম বললে, 'রায়বাহাদুরের আর কি গল্প করবার সাধ নেই?

বিজন নীরস কণ্ঠে বললে, আপনার হাতে ওই ছোরাখানা দেখবার পর কার গল্প করবার সাধ হয়?

—উত্তম, তাহলে একটা রফা করা যাক, আসুন। ডান হাতের আঙুলগুলো আলগা করে আপনি যদি রিভলভারটাকে কার্পেটের উপরে ফেলে দেন, তাহলে আমার 'শ্রীমতী'ও যথাস্থানে প্রবেশ করতে বিলম্ব করবে না!

বিজন রিভলভারটাকে ত্যাগ করলে কক্ষতলে। অরিন্দম হেট হয়ে পড়ে ক্ষিপ্রহাতে সেটাকে তুলে নিয়ে নিজের পায়ের তলায় রেখে তার উপরে একটা পদ স্থাপন করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারও ছোরাখানা যথাস্থানে খাপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

তারপর সে ফিরে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে বললে, এখানকার দৃশ্যটা আপনার কাছে নিশ্চয়ই একঘেঁয়ে লাগছে? আপনি কি বাড়ি যেতে চান?

সন্ধ্যা মাথা নেড়ে সায় দিলে।

—বিজনবাবু সন্ধ্যাদেবী বাড়িতে যেতে চান।

বিজন টেবিলের উপর থেকে সিগারের বাক্সটা তুলে নিয়ে বেছে বেছে একটা সিগার বার করলে। তারপর বাক্সটা আবার টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে বললে, 'সন্ধ্যার এখন যাওয়া হতে পারে না। ওর সঙ্গে আমার কিছু পরামর্শ আছে।'

— পরামর্শটা কালকের জন্যে অপেক্ষা করতে পারে তো?

— না, তা পারে না।'

তারপর বিজনের রিভলভারটা পকেট থেকে বার করে এগিয়ে গিয়ে জানলাটা একটুখানি খুলে বললে, তাহলে রায়বাহাদুর, কাল সকালটা আপনাকে কাটাতে হবে তিন-চারটে দামি কুকুরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে করতে।'

বিজন অর্ধমুদ্রিত নেত্রে অল্পক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তার মুখ দেখলে মনে হয়, সে যেন কিছু শোনবার চেষ্টা করছে। তারপর সে ধীরে ধীরে বললে, ''অরিন্দমবাবু, আপনি একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই লক্ষ করেননি। ওই টেবিলের উপরে আছে একটা ইলেকট্রিক ঘণ্টার বোতাম। সিগারের বাক্সটা তার উপরে রেখে আমি এমনভাবে চাপ দিয়েছি যে, বাইরে যথাস্থানে হয়েছে ঘণ্টাধ্বনি। ওটা হচ্ছে আমার একটা সাংকেতিক আদেশ। এতক্ষণে আমার তিনজন লোক চারটে 'ব্লাড হাউন্ড নিয়ে ওই বাগানের ভিতরে গিয়ে অপেক্ষা করছে। আর আরও দুজন লোক অপেক্ষা করছে এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পথে। কাল সকালে হয়তো আমাকে কোনও নির্বোধ অনাহুত অতিথির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।'

রায়বাহাদুর বিজনকুমার এইবারে প্রফুল্লমুখে নিজের চেয়ারের উপরে গিয়ে জাকিয়ে বসে পড়ল। তারপর আর কোনওদিকে না তাকিয়ে নিজের মনেই সিগারের ধূম্র উদগিরণ করতে লাগল।

অরিন্দম মনে মনে বুঝলে, সমস্যা ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠছে। কিন্তু মুখে সে সহজ স্বরেই বললে, 'ধরুন রায়বাহাদুর, আমি যদি ভ্রমক্রমে এই রিভলভারের ঘোড়াটা হঠাৎ টিপে দি, আর সঙ্গে সঙ্গে আপনার হৃৎপিণ্ড যদি বিদীর্ণ হয়ে যায়, তাহলে সে অবস্থাটা আপনি কি অত্যন্ত উপভোগ করবেন?'

—মোটেই নয়! কিন্তু আমার সে অবস্থা হলে আপনার কী দুরবস্থা হবে সেটা বুঝতে পারছেন কি? রিভলভারের আওয়াজ শুনলেই বাড়ির যত লোক কি হুড়মুড় করে এই ঘরে ঢুকে পড়বে না? তারপর?

অরিন্দম মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললে, ঠিক কথা, তারপর? হুঁ, তারপরের অবস্থাটা আমার পক্ষে নিশ্চয়ই সন্তোষজনক হবে না?

বিজন বললে, আরও একটা কথা জেনে রাখুন। আপনি যদি আমাকে খুন করে কোনওগতিকে এখান থেকে পালাতেও পারেন, তাহলেও আত্মরক্ষা করতে পারবেন না। আপনিই যে এখানে এসেছেন, সে-কথা বাড়ির আরও কোনও লোকও জানে। সুতরাং পুলিশকে আর ফাঁসিকাঠকে ফাঁকি দেবেন কেমন করে?'

—'রায়বাহাদুর, আপনার যুক্তি অকাট্য। অতএব আপাতত আমাকে নরহত্যার চেষ্টা ত্যাগ করতে হল। তবে আমাকে একটা কিছু করতে হবে তো, জানেন তো কাজ না থাকলে লোকে করে খুড়োর গঙ্গাযাত্রা। কিন্তু কী করি বলুন দেখি? আপনার এখানে রয়েছে অনেক ভালো ভালো ছবি, মূর্তি

আর শিল্প নিদর্শন। আশা করি, কিছুক্ষণ ওইগুলোর উপরে দৃষ্টি চালনা করলে আপনি আমার উপরে ক্রুদ্ধ হবেন না?

বিজন কোনও জবাব দিলে না, গুম হয়ে বসে সিগার টানতে লাগল। অরিন্দম কিছুমাত্র ত্বরান্বিত না হয়ে ঘরের এদিকে-ওদিকে-সেদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কখনও দেওয়ালের গায়ে টাঙানো কোনও ছবি দেখে। কখনও টেবিলের উপর থেকে একখানা মিনে করা থালা তুলে নেয়। কখনও পরীক্ষা করে এটা-ওটা-সেটা। এমনি ভাবে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সে বিজনের খুব কাছে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু বিজন তার দিকে ফিরেও তাকাল না। নিজের সম্বন্ধে সে এখন নিশ্চিন্ত। সে জানে, শত্রু এখন তার হাতের মুঠোর ভিতরে। শিকারি বিড়াল যখন ধৃত ইঁদুরকে নিয়ে খেলা করে, তার অবস্থা এখন তারই মতন। অরিন্দমকে সে হস্তগত করেছে, কিন্তু নিজে আছে তার নাগালের বাইরে। সে মাঝে মাঝে সিগার টানে এবং মাঝে মাঝে সিগারটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে।

বিজনের চেয়ারের উপরে হাত রেখে অরিন্দম বললে, "বাঃ, এখানে এই ব্রোঞ্জের নারীমূর্তিটি তো খুব চমৎকার! সে মুখে এই কথা বললে বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবছে কেবল মুক্তির উপায়! কেমন করে অভিমন্যুর মতন ধরা না পড়ে এই ব্যূহ ভেদ করে বাইরে চলে যাওয়া যায়? নানা পথের কথা তার মনে হচ্ছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখছে, সব পথই রুদ্ধ!

বিজন মুখ তুললে না। যেন অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে বা হাতের নখগুলো পরীক্ষা করতে করতে বললে, "অরিন্দমবাবু, ভাববেন না আপনাকে আমি তাড়া দিচ্ছি। কিন্তু রাত কি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে না?

আপনাকে এখন কিছুদিন আমারই অতিথি হয়ে থাকতে হবে। এ-বিষয়ে আমি দৃঢ়সংকল্প। সুতরাং আজকের পালা আপাতত কি শেষ করে দেওয়াই উচিত নয়?

অরিন্দম বললে, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! কিন্তু এই ব্রোঞ্জের মূর্তিটা আমার বড়ো পছন্দ হয়েছে। গরিব মানুষ, এমন-সব শিল্পের ঐশ্বর্য চোখেও দেখতে পাই না। এটিকে হাতে নিয়ে আমি যদি একটু পরীক্ষা করি, আপনার আপত্তি আছে কি?'

জামার হাতার উপরে খানিকটা সিগারের ছাই পড়ে গিয়েছিল, বিজন হেটমুখে ফুঁ দিয়ে ছাইগুলোকে উড়িয়ে দিতে দিতে বললে, আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু মনে রাখবেন, আমার এইবারে ঘুমোবার সময় হয়েছে।

মূর্তিটা দেড় ফুটের বেশি নয়। সেটাকে ডান হাত দিয়ে তুলে নিয়ে অরিন্দম বললে, বেশ, আপনি ইচ্ছা করলে এখনই শুয়ে পড়তে পারেন! সে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে ইশারা করলে জানলার দিকে যাবার জন্যে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রোঞ্জের সেই মূর্তিটা তুলে—সজোরে নয়—মারলে বিজনের মাথার উপরে। এবং সঙ্গে সঙ্গে একখানা চেয়ার তুলে মাথার উপরকার বৈদ্যুতিক বাতির ঝাড়ের উপরে এমনভাবে আঘাত করলে যে, সমস্ত ঘর পরিপূর্ণ হয়ে গেল নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে।

সন্ধ্যা একেবারে তার গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর চোখের নিমেষে জানলাটা খুলে সন্ধ্যাকে সে শিশুর মতোই কোলে তুলে নিলে এবং পরমুহূর্তে সেই অবস্থাতেই এক লাফ মেরে উদ্যানের ভিতরে অবতীর্ণ হয়েই তিরবেগে দৌড়তে লাগল।

খুব কাছেই বাগানের ভিতরে অপেক্ষা করছিল দু-জন লোক। কিন্তু এত অকস্মাৎ এবং এমন অস্বাভাবিক ভাবেই ঘটল এই ঘটনাটা যে, অরিন্দমকে তারা কোনওই বাধা দিতে পারলে না। তারা হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল চার-পাঁচ মুহূর্ত। তারপর বেগে ধাবমান হল অরিন্দমের পিছনে।

অরিন্দম প্রথমটা বাগানের পথ ধরেই ছুটছিল! তারপর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সে হঠাৎ পথ ছেড়ে একটা ঝোপের ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়ল। সন্ধ্যাকে নামিয়ে দিয়ে চুপি চুপি বললে, 'একটুও নড়বেন না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন।

চারিদিকে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার, চোখে বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। তারপর দ্রুত পদশব্দ শুনে বোঝা গেল, অনুসরণকারীরা ঝোপ ছাড়িয়ে পথের উপর দিয়ে ছুটে গেল অন্যদিকে।

অরিন্দম ফিসফিস করে বললে, সন্ধ্যাদেবী, যেখান দিয়ে আমি বাগানের ভিতরে ঢুকেছি, ঠিক সামনেই আছে ওই জায়গাটা। আমি এখনই আপনাকে পাঁচিলের উপরে তুলে দিচ্ছি।

—"কিন্তু পাঁচিলের উপরে আছে যে ভাঙা কাচ!"

—কোনও ভয় নেই। পাঁচিলের উপরে আমার পুরু কোটটা পাট করে পেতে রেখেছি। কিন্তু উপরে উঠে আপনাকে গাছের ডাল ধরে নীচের দিকে ঝুলে পড়তে হবে, তারপর ডাল ছেড়ে লাফিয়ে পড়তে হবে মাটির উপরে। পারবেন?

—'খুব পারব। কিন্তু আপনিও আসছেন তো?

—না। এখনও আমার কিছু কাজ বাকি আছে!'

—আপনাকে এই ভয়ানক জায়গায় একলা ফেলে আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।’

—‘এখন নির্বোধের মতন কথা কইবার সময় নয়। যে-কোনও মুহূর্তে ওরা এসে পড়তে পারে। আপনি এখানে থেকেও আমার কোনওই উপকার করতে পারবেন না। আর শুনুন। আপনার পিসিমাকে এসব কথা বলবার দরকার নেই। তবে এক ঘণ্টার মধ্যেও আমি যদি আপনার সঙ্গে দেখা না করি, তাহলে ডাঃ সেনের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে ঠিক এক ঘণ্টা। চলুন।

অরিন্দম যথাস্থানে গিয়ে সন্ধ্যাকে আবার পুতুলের মতোই উপর দিকে তুলে ধরলে, সন্ধ্যা পাঁচিলের উপরে গিয়ে উবু হয়ে বসে পড়ল।

ঠিক সেই সময়েই খানিক দূরে শোনা গেল আবার কাদের পায়ের শব্দ। অরিন্দম বললে, ঝুলে পড়ুন, ডাল ধরে ঝুলে পড়ন, ওই ওরা আবার আসছে। সন্ধ্যাকে নিরাপদে পালাবার অবসর দেবার জন্যে, নিজের দিকে শত্রুদের মনোযোগ আকর্ষণ করে চিৎকার করে উঠল, চলে আয় বদমাইশরা, চলে আয়! প্রাচীরের উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সন্ধ্যার ছায়ামূর্তি। অরিন্দম প্রাণপণে আর একদিকে দৌড়তে আরম্ভ করলে। তারপর আবার আর একটা ঝোপের ভিতর ঢুকে পড়ে নিজের মনেই সে বললে, ‘আজ আমার বন্ধু হচ্ছে এই অন্ধকার আর ঝোপগুলো।’ আবার একাধিক দ্রুত পদধ্বনি সেই ঝোপটা পার হয়ে গেল। অরিন্দম বাইরে বেরিয়ে বাগানের ফটকের দিকে ছুটতে লাগল। এখানে আর তার কোনও কাজ নেই, বিপদ এখন নিশ্চয়ই সন্ধ্যার নাগাল ধরতে পারবে না। সে নিরাপদ।

অতর্কিতে তার দেহের সঙ্গে হল বিপরীত দিক থেকে ধাবমান আর একটা মূর্তির সংঘর্ষ। ধাক্কা খেয়ে লোকটা হল ভূতলশায়ী। সে সামলে ওঠবার আগেই অরিন্দম তার নাক মুখ চোখের উপর করল প্রচণ্ড গোটাকয়েক মুষ্ট্যাঘাত। তারপর তাকে দুই হাতে তুলে ধরে পথ থেকে সরিয়ে নিক্ষেপ করলে আর একদিকে। সেখানে ছিল বিলাতি ক্যাকটাস জাতীয় কাটাগাছের ঝোপ, লোকটা হুড়মুড় করে তার উপরে গিয়ে পড়ে বিকট স্বরে আর্তনাদ করে উঠল।

এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর থেকে শোনা গেল রক্তপায়ী ভীষণ 'হাউন্ডে'র চিৎকার।

অরিন্দম বললে, 'জায়গাটা আমার পক্ষে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, আর এখানে থাকা নয়! সে দৌড় মারলে বাগানের ফটকের দিকে।

ফটকের কাছে গিয়ে একটানে খুলে ফেললে অর্গল।

ফটকের দরজা টেনে খুলে ফেলতেই একটা শক্তিশালী টর্চের আলোকে তার চোখ যেন অন্ধ হয়ে গেল। দুই পা পিছিয়ে এসে সে দেখলে, তার দিকে রিভলভারের লক্ষ্য স্থির করে বাগানের ভিতরে প্রবেশ করলে আর এক মূর্তি।

সে হচ্ছে মদনলাল!

দেবিকা, মোহনলাল, ডাঃ সেন

প্রাচীরের উপর থেকে গাছের ডাল ধরে সন্ধ্যা খানিকটা নীচে ঝুলে পড়ল, তারপর নিজের হাই জাম্পে অভ্যস্ত দেহ নিয়ে ভূমিতলে অবতীর্ণ হল অত্যন্ত অনায়াসেই। দ্রুতপদে দৌড়ে নিজের বাড়ির কাছাকাছি এসে আবার সে থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিজে নিরাপদ হয়ে আবার সে ভাবতে লাগল অরিন্দমের কথা। নির্বান্ধব শত্রুপুরী। নির্দয়, হিংস্র দুরাত্মার দল। রক্তপায়ী 'হাউন্ড'। এদের মধ্যে পড়ে অরিন্দমবাবুর অবস্থা না জানি এখন কতখানি অসহায় হয়ে উঠেছে! শিউরে শিউরে উঠতে লাগল তার মন ।

কিন্তু এই অরিন্দমবাবুর আসল পরিচয়টা কী? তার সম্বন্ধে নানা লোক বলে নানা কথা। সেসব কথা শুনলে বিপজ্জনক লোক বলে মনে হয় অরিন্দমবাবুকেও। কিন্তু তিনি শান্তশিষ্ট লোক না হতে পারেন, তবে তার পক্ষে যে উপকারী-বন্ধুর মতো, এ-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। তার সঙ্গে তিনি কোনওই আপত্তিকর ব্যবহার করেননি, বরং সমূহ বিপদ থেকে আজ তাকে উদ্ধার করেছেন। তার কাছে তাকে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকতেই হবে।

চলতে চলতে এবং এইসব কথা ভাবতে ভাবতে সে নিজের বাড়ির সামনে এসে দেখে, ফটকের সামনে দাড়িয়ে রয়েছেন দেবিকা।

দেবিকা শুধোলেন, 'কে?

সন্ধ্যা বললে, 'আমি পিসিমা!

—'এসব কীসের গোলমাল শুনছি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি কিছু জানো?

—‘কী একটা ব্যাপার হয়েছে বটে। বলতে বলতে সে বাগানের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। সেখানে একটা আলো জ্বলছিল। সেই আলোতে তার দিকে তাকিয়ে দেবিকা দেখলেন, সন্ধ্যার কাপড় গিয়েছে ছিড়ে এবং তার হাতের স্থানে স্থানে রয়েছে রক্তাক্ত আঁচড়ের দাগ।

সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেবিকা বললেন, ‘এসব কী সন্ধ্যা? তুমি কি কারুর সঙ্গে মারামারি করে আসছ?

সন্ধ্যা বাড়ির দিকে পদচারণা করতে করতে বললে, আপাতত আমি কিছুই বলতে পারব না। আমাকে খানিকক্ষণ ভাবতে দিন।'

সে বৈঠকখানাঘরে গিয়ে একখানা সোফার উপরে বসে পড়ল।

দেবিকা সন্দেহপূর্ণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, আজ তুমি রায়বাহাদুরের বাড়িতে গিয়েছিলে! রায়বাহাদুর আজ কি তোমার সঙ্গে কোনওরকম বাহাদুরি করেছেন?

অধীর স্বরে সন্ধ্যা বললে, 'দোহাই পিসিমা, সেসব কিছুই নয়। দয়া করে আমাকে অল্পক্ষণ একটু একলা থাকতে দিন।

দেবিকা কিন্তু নাছোড়বান্দা। সন্ধ্যার ঠিক সামনেই একখানা চেয়ারের উপরে নিজের অঙ্গভার ন্যস্ত করে স্তব্ধভাবেই তিনি তার দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন।

সন্ধ্যা বসে বসে ভাবতে লাগল, তার পিসি তো আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আসল কথা না শুনে কিছুতেই ছাড়বেন না। কিন্তু অরিন্দম যে তার মুখ বন্ধ করে রেখেছেন। পিসির কাছে তার সম্বন্ধে কোনও কথাই বলতে মানা। সে তার পিসিকে খুব চেনে। সওয়াল জবাবে তার পিসি হচ্ছেন যে-কোনও

উকিল ব্যারিস্টারের মতো। অরিন্দমের নাম লুকিয়ে কোনও কোনও সত্য কথা না বলে আর উপায় নেই।

দেবিকা গম্ভীর স্বরে শুধোলেন, তারপর?

অবশেষে সন্ধ্যা বললে, তারপর ব্যাপার হচ্ছে এই আজ বৈকালে বিজনবাবুর কাছ থেকে আমি একখানা চিঠি পাই। তার ইচ্ছা, রাত্রেই সাড়ে আটটা নাগাদ কারুকে কিছু না বলে আমি যেন তার সঙ্গে দেখা করি। কৌতুহলী হয়ে আমি গিয়েছিলুম তার কাছে। অনেকক্ষণ একথা-সেকথার পর তিনি বললেন, এ-বাড়ির মর্টগেজ নাকি তার হাতে। তার কাছ থেকে আপনি নাকি অনেক টাকা ধার করেছেন, আবার আরও টাকা ধার করতে চান। কিন্তু তিনি আর এক টাকাও ধার দেবেন না, উলটে আগেকার টাকার জন্যে আপনার নামে নালিশ করবেন। পিসিমা, এসব কথা কি সত্য?

কঠিন কণ্ঠে দেবিকা বললেন, ‘হ্যাঁ, এসব সত্য কথা।

সন্ধ্যা বললে, সে কী পিসিমা? বিজনবাবুর কাছ থেকে আপনার টাকা ধার করবার দরকার কী? আমি তো বরাবরই জানি, আমার বাবা আমার জন্যে প্রচুর সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন। তবুও আমার বাড়ি বাধা পড়ে কেন?

ম্রিয়মাণ মুখে দেবিকা বললেন, "বাছা, সে টাকায় আমাকে হাত দিতে হয়েছে।

সন্ধ্যা বিপুল বিস্ময়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

ভাবহীন মুখে দেবিক বললেন, আজ ছয় বছর ধরে ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করা হচ্ছে।’

—‘কে এই কাজ করছে?

—‘সেটা জেনে তোমার কী হবে? তার চেয়ে আজ কী ঘটেছে তাই আমাকে বলো।’

এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে সন্ধ্যা বিপদসূচক কণ্ঠে বললে, সে-ক্ষেত্রে আপাতত আমি তোমাকে যা বলতে চাই, তাই শোনো। আমার কোনও কথা তোমাকে বলবার আগে তোমার কথা আমি শুনতে চাই। আমার বাবার যে-টাকা তোমার কাছে গচ্ছিত ছিল, তা নিয়ে তুমি কী করেছ? মাঝে মাঝে তুমি এখান থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে চলে যাও—কলকাতায় কি অন্য কোথায়, আমি তা জানি না।’

দেবিকা কর্কশ কণ্ঠে বললেন, ‘থামো, থামো, আর কিছু বলতে হবে না।

—তাই নাকি? দেবিকা যদি তার কথা শুনে ভয় পেতেন কিংবা কেঁদে ফেলতেন, সন্ধ্যা নিশ্চয়ই তাহলে তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করত। কিন্তু দেবিকা সেরকম দুর্বলতা কোনওদিন প্রকাশ করেননি, আজও করলেন না। অপরাধী হয়েও তার এই বেপরোয়া ভাব অসহনীয়। তখনই নিশ্চয় একটা ঝড় উঠত, কিন্তু বাধা পড়ল অকস্মাৎ ঘরের বাইরে শোনা গেল মোহনলালের কণ্ঠস্বর, তারপরেই ঘরের ভিতরে সশরীরে তার আবির্ভাব।

মোহনলাল বললে,‘বটে, বটে, বটে! মতো। হল কী, হল কী?তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ যেন দ্বন্দযুদ্ধের দুই যোদ্ধার মতো। হল কী, হল কী?’

সন্ধ্যা জোর করে মুখে হাসি এনে বললে, আধুনিক গোপাল ভাড়মশাই, কিছুই হয়নি, কিছুই হয়নি। কেবল আমাকে দেখে পিসিমার দুই চোখ ছানাবড়ার মতো হয়ে উঠেছে।

মোহনলাল বললে, হতেই পারে, হতেই পারে! তোমাকে দেখে আমারও দুই চোখ রসগোল্লার আকার ধারণ করতে চাইছে!'

সন্ধ্যা বললে, 'ছানাবড়া আর রসগোল্লার কথা এখন থাক। কিন্তু এই অসময়ে আপনি এখানে এমন হস্তদন্তের মতন এসে হাজির হয়েছেন কেন?

মস্ত একটা হাঁ করে সন্ধ্যার মুখের দিকে দু-তিন মুহুর্ত তাকিয়ে রইল মোহনলাল, তারপর বললে, তোমরা বুঝি কিছু শোনোনি? তা শুনবে কেমন করে? এখনও তো আসল কথা আমি তোমাদের বলিনি! তোমাদের ওই প্রতিবেশী রায়বাহাদুর বিজনকুমার গো! আমি খাওয়া-দাওয়ার পর একটু নৈশবায়ু ভক্ষণ করবার জন্যে বাইরে এসে পায়চারি করছিলুম, হঠাৎ রায়বাহাদুরের বাগানের ভিতরে উঠল মহা হইচই সশব্দে করা ছুটোছুটি করছে আর গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠছে! আর সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো হাউন্ডের বিকট গর্জন ব্যাপারখানা যে কী, কিছুই বুঝতে পারলুম না! হয়তো তোমরাও এইসব বেয়াড়া আর বেসুরো চ্যাঁচামেচি শুনতে পেয়েছ, এই ভেবে আমি তোমাদের এখানে ছুটে এসেছি। কিন্তু সন্ধ্যা, তোমার অবস্থা দেখে এখন আমার মনে হচ্ছে, তুমিও যেন আজকে কোনও চিত্তোত্তেজক নাটকে অভিনয় করে এসেছ। তাই নয় কি, তাই নয় কি?'

মোহনলালের এই আকস্মিক আবির্ভাবে সন্ধ্যা নিজেকে খানিকটা সামলে নেবার সুযোগ পেলে! মোহনলাল এক নির্বোধ ব্যক্তি, ভাঁড়ামি ছাড়া

আর কিছুই জানে না, কিন্তু সে যে তাদের বন্ধু, এবিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। যে-কোনও একটা কথা বলে তার কৌতুহল চরিতার্থ করা খুবই সহজ। কিন্তু তার উপস্থিতিতে আজ সে আত্মসংবরণ করবার সুযোগ পেয়েছে, নইলে এখনই এখানে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারত।

সে বললে, বসুন মোহনলালবাবু! ভগবানের দোহাই, আমার দিকে এমন ড্যাব ডাব করে তাকিয়ে থাকবেন না। আজ এখানে কোনও অঘটনই ঘটেনি।'

মোহনলাল বললে, তাই নাকি, তাই নাকি? রায়বাহাদুরের ওখানে আজ যে-নাটকের অভিনয় হচ্ছে, তার কিছুই তুমি জানো না?

সন্ধ্যা মাথা নেড়ে বললে, কিছুই জানি না! আমি সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলুম, হঠাৎ খেয়াল হল, একটা বালিয়াড়ির উপরে উঠতে হবে। কিন্তু খানিকটা ওঠবার পরই হঠাৎ পা ফসকে আমি পড়ে গেলুম, তারপর গড়াতে গড়াতে নীচে এসে পড়লুম। আমার বিশেষ কিছুই হয়নি, কেবল জামা কাপড় ছিড়ে আর হাত পা ছড়ে গিয়েছে।'

ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গিয়ে মোহনলাল পা ছড়িয়ে একটা সোফার উপরে হেলে পড়ল। তারপর বললে, 'বটে, বটে, বটে। তাহলে কোনও পাগলা আজ তোমার প্রেমে পড়েনি, তোমাকে হরণ করবার চেষ্টা করেনি?'

সন্ধ্যা বললে, নিশ্চয়ই নয়!

মোহনলাল ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে,'তাই নাকি, তাই নাকি, তাই নাকি? বড়োই হতাশ হলুম, বড়েই হতাশ হলুম!

দেবিকা এতক্ষণ গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে খানিক তফাতে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ তিনি সজাগ হয়ে বললেন, হয়েছে কী? এত গোলমাল কীসের?

মোহনলাল তার চোখ থেকে 'মনকল' খানা খুলে রুমাল দিয়ে মার্জন করতে করতে বললে, 'গোলমাল? গোলমাল নয় দেবিকাদেবী, হাটের হট্টগেল! রায়বাহাদুরের বাড়িতে। ঠিক বাড়িতে নয়, বাগানে। সেখানে বোধহয় আজকে একদল গুন্ডার 'গার্ডেন পার্টি'র আয়োজন হয়েছে। আপনি কি সে-খবর পাননি?'

তিক্তস্বরে দেবিকা বললেন, তোমাদের নির্বুদ্ধিতা আর আমি সহ্য করতে পারছি না! তোমাদের আজকের আচরণটা আমার কাছে বড়োই অদ্ভুত লাগছে। এতটা উত্তেজনার কারণ কী?

—কারণ কী, কারণ কী? শুনুন তাহলে—

তপ্তকণ্ঠে দেবিকা বললেন, চুপ করো। তোমার কোনও কথাই আমি আর শুনতে চাই না। রাবিশ!'

—বড়োই দুঃখিত হলুম, বড়োই দুঃখিত হলুম। আমি জানি, দেবিকাদেবী, আমার মগজে বুদ্ধিসুদ্ধি কিঞ্চিৎ অল্প, কাজেই রাবিশ ছাড়া আমি আর কিছুই বিতরণ করতে পারি না। আচ্ছা, আজ তাহলে বিদায় হই। এই বলে ঘরের বাইরে চলে গেল মোহনলাল।

সন্ধ্যা মুখ ভার করে বললে, 'মোহনলালবাবুর সঙ্গে আজ তুমি বড়োই কর্কশ ব্যবহার করলে পিসিমা ।

দেবিকা বললেন, ভাঁড়ামি আমার ভালো লাগে না। তোমার বালিয়াড়ির উপর থেকে পড়ে যাওয়ার আজব গল্পটা কত সহজেই ও হজম

করলে। ওর মাথায় যদি একটুও বুদ্ধি থাকত, তাহলে কাল তোমার কথা নিয়ে এখানে টিটিকার পড়ে যেত। এখন আসল ব্যাপারটা কী বলো তো!'

সন্ধ্যা নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে। একঘণ্টা পূর্ণ হতে এখন তিরিশ মিনিট দেরি। তারপর সে মুখ তুলে ধীরে ধীরে বললে, 'ব্যাপার এমন বিশেষ কিছুই নয়। বিজনবাবু আমাকে জানিয়েছেন, আমি তাকে বিবাহ না করলে টাকার জন্যে তিনি তোমার নামে নালিশ করবেন!'

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে দেবিকা বললেন, 'এই কথা সে বলেছে? শুয়োরের বাচ্চা!

সন্ধ্যা সবিস্ময়ে বলে উঠল, পিসিমা! —থামো, থামো! শুয়োরের বাচ্চাকে অন্য কোনও নামে ডাকা যায়? তুমিও তাকে ওই কথাই বললে না কেন? তুমি কী বলেছ শুনি?'

—'বিজনবাবুর কথা শুনে আমার মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল! আমি তাকে কী বলব ভেবে ঠিক করতে পারিনি।'

—তারপর?'

তারপর যা হয়েছিল তা বলতে গেলে অরিন্দমের কথা প্রকাশ করতে হয়।

সন্ধ্যা বললে, পিসিমা, ওসব কথা এখন যেতে দাও। বিজনবাবুর কাছ থেকে তুমি টাকা ধার করেছ কেন, সেই কথাই আমি শুনতে চাই।'

বিরক্ত কণ্ঠে দেবিকা বললেন, সে কথা শুনে তোমার কী হবে?

সন্ধ্যা দাঁত দিয়ে ওষ্ঠ দংশন করে বললে, কী রকম? তুমি আমার টাকা নষ্ট করেছ। তারপর আমার বাড়ি বাধা দিয়ে টাকা ধার করেছ। এর পরেও সমস্ত কথা শোনবার অধিকার কি আমার নেই?

—‘সেসব কথা শুনে তোমার কোনও লাভ হবে না।’

—এখন বিজনবাবু, যদি বাড়িখানা কেড়ে নেন, তাহলে আমাদের কী অবস্থা হবে সেটা বুঝতে পারছ কি?’

পুরুষের মতো বক্ষে দুই হস্ত আবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে দেবিক বললেন, অবস্থা বুঝে একটা কোনও ব্যবস্থা আমি করতে পারবই। তা নিয়ে তোমাকে বেশি মাথা ঘামাতে হবে না।

রাগে ফুলতে ফুলতে সন্ধ্যা উঠে পড়ল এবং কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে ঘরের আর একদিকে গিয়ে দাঁড়াল।

দেবিকার সান্নিধ্য এখন তার কাছে আর প্রীতিকর নয়। মনে মনে সে অরিন্দমের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। নীরবতার ভিতর দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কাটল। তারপর সে আবার হাতঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করলে। একঘণ্টা পূর্ণ হতে এখনও পনেরো মিনিট বাকি।

এতক্ষণ পরে দেবিকা আবার কথা কইলেন। বললেন, ‘আজ তোমার কী হয়েছে সন্ধ্যা? খালি খালি ঘড়ি দেখছ কেন?

—সময় দেখবার জন্যে!’ সংক্ষিপ্ত জবাব দিলে সন্ধ্যা।

—সময় দেখবার জন্যে তোমার এত আগ্রহ তো আর কখনও দেখিনি ?

—‘এত ঘ্যানঘ্যাননি আমার আর ভালো লাগছে না পিসিমা, আমি নিজের ঘরে চললুম। সে বাইরে বেরিয়ে গেল।

নিজের শোবার ঘরে ঢুকে সে অধীর ভাবে এদিকে-ওদিকে পায়চারি করতে লাগল এবং মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখতে লাগল জানলা দিয়ে বাইরের দিকে। খানিক তফাতে দেখা যাচ্ছে যেন কালি দিয়ে আঁকা

বিজনবাবুর বাড়িখানা। কিন্তু সেদিক থেকে এখন আর কোনওই সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। আর-একটা জানলা দিয়ে দেখা যায়, ডাঃ সেনের বাংলোর কালো ছায়া। অন্ধকার ভেদ করে কিন্তু দেখা যাচ্ছে একটা আলোকোজ্জ্বল জানলা। তাহলে ডাঃ সেন এখনও জেগে আছেন। সন্ধ্যা স্থির করলে, বাকি সময়টা সে তার সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দেবে। ঠিক এক ঘণ্টা পরে অরিন্দমবাবু যদি এখানে এসে তাকে খুঁজে না পান, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আগে ডাঃ সেনের বাসাতে গিয়ে হাজির হবেন।

কিন্তু সে একটু ইতস্তত করতে লাগল। ডাঃ সেন অপরিচিত ব্যক্তি নন বটে, কিন্তু তাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ নয়! এত রাত্রে হঠাৎ তাকে দেখে তিনি কী মনে করবেন?

ঠিক সেই সময়েই সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শুনে সন্ধ্যা বুঝতে পারলে, তার পিসিমা উপরে উঠে আসছেন। পাছে আবার তার পাল্লায় পড়তে হয়, সেই ভয়ে তার সমস্ত ইতস্তত ভাব ঘুচে গেল! বাড়ির পিছন দিকে আর একটা সিঁড়ি ছিল, সে পা টিপে টিপে এগিয়ে সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর নীচে নেমে বাগানের খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত্রের ঠান্ডা হাওয়া তার উত্তপ্ত মস্তিষ্ককে খানিকটা স্নিগ্ধ করে তুললে। কিছুদূর অগ্রসর হয়েই পাওয়া গেল ডাঃ সেনের বাংলো। কড়া নাড়তেই ডাঃ সেন নিজে এসে দরজা খুলে দিলেন।

ঘরের ভিতর থেকে আলোকরেখা এসে পড়ল সন্ধ্যার মুখের উপরে। ডাঃ সেন সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, ‘একী, সন্ধ্যাদেবী!

সন্ধ্যা হেসে বললে, আমাকে দেখে আপনি বিরক্ত হলেন না তো? আমার মনটা আজ কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়েছে, তাই আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলুম। আমার উপস্থিতি আপনি সহ্য করতে পারবেন তো?'

ডাঃ সেন বললেন, আপনি এসেছেন, এটা তো আমার সৌভাগ্য! কিন্তু—কিন্তু, বাড়িতে আমি একেবারেই একলা।'

সকৌতুকে হেসে উঠে সন্ধ্যা বললে, ডাক্তাররা সকল সন্দেহের অতীত, নয় কি মিঃ সেন? আমি অঙ্গীকার করছি, আপনার সঙ্গে কোনও বাচালতাই করব না!"

ডাঃ সেন দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এখন যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালেন। সন্ধ্যা বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল। তাকে নিয়ে একটা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে ডাঃ সেন একখানা চেয়ার টেনে এনে তার সামনে স্থাপন করলেন।

এ-কথা সে-কথার পর সন্ধ্যা হঠাৎ বললে, মিঃ সেন, শুনেছি আপনি একজন জীবতত্ত্ববিদ। মানুষদেরও নিয়ে আপনি তো গবেষণা করেন?

—মানুষও জীব। মানুষের কথা নিয়েও আমাকে মাথা ঘামাতে হয় বই কি?

—তাহলে বলুন দেখি, কমলপুরের এই নতুন আগন্তুক অরিন্দমবাবুর সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী রকম?

ডাঃ সেনের মুখে-চোখে একটা বিস্ময়ের ভাব জেগে উঠেই মিলিয়ে গেল। তারপর তিনি সহজ স্বরেই বললেন, "অরিন্দমবাবু? জীবরাজ্যের একটি চিত্তাকর্ষক নমুনা। এখনও তার সম্বন্ধে আমার মতামত নিশ্চিত ভাবে বলতে পারব না, কারণ তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে মাত্র একবার। তবে

তিনি যে একজন অসাধারণ যুবক, আর তার সঙ্গে আলাপ করে যে আনন্দ পাওয়া যায়, এ বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। বলতে বলতে হঠাৎ সে-প্রসঙ্গ থামিয়ে ডাঃ সেন বললেন, 'সন্ধ্যাদেবী, যদি ইচ্ছা করেন তো, আপনার জন্যে এখনই স্বহস্তে এক পেয়ালা চা তৈরি করে দিতে পারি।'

—'ধন্যবাদ! কিন্তু এত রাত্রে আর চায়ের দরকার নেই. হ্যাঁ, মিঃ সেন—বলতে পারেন, এখানে অরিন্দমবাবুর কোনও বিপদের সম্ভাবনা আছে কি?

ডাঃ সেন স্থির, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সন্ধ্যার মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর ধীরে ধীরে শুধোলেন, 'সন্ধ্যাদেবী, হঠাৎ ও-কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন বলুন দেখি!

—'অরিন্দমবাবু নিজেই বারংবার ওই বিপদের কথা বলেন। এখানে নাকি তার কোনও শত্রু আছে। আপনাকেও তিনি সে-কথা বলেননি কি?'

এইবারে ডাঃ সেন জাগ্রত হয়ে উঠলেন। তিনি কথা কইতে লাগলেন যেন অত্যন্ত সাবধানে! বললেন, 'হ্যাঁ, অরিন্দমবাবু মাঝে মাঝে কী সব বিপদের কথা বলেন বটে, কিন্তু তার বিপদের কথা নিয়ে এখনও আমি মাথা ঘামাবার চেষ্টা করিনি, তবে একটা কথা আমার জিজ্ঞাস্য আছে। অরিন্দমবাবুর বিপদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী? তিনি কি আপনার বিশেষ বন্ধু?

এইবারে সন্ধ্যাও কথা কইতে লাগল সাবধানে বললে, ''অরিন্দমবাবুর সঙ্গে আমার নতুন পরিচয়। কিন্তু তাকে আমার ভালো লাগে।'

ডাঃ সেনের মুখের উপরে ফুটে উঠল একটা মৌন হাসির আভাস। তিনি দুইপদ এগিয়ে এসে সন্ধ্যার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘সন্ধ্যাদেবী, রাগ করবেন না। আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, অরিন্দমবাবুকে আপনি কি ভালোবাসেন?

সলজ্জভাবে মাথা নামিয়ে ফেললে সন্ধ্যা।

ডাঃ সেন বললেন, হয়তো আপনি তাকে সত্যিই ভালোরাসেন। হয়তো অরিন্দমবাবুও আপনার দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন। আপনি যদি তার সত্যিকার বন্ধুই হন, তাহলে তাকে মানা করে দেবেন, তিনি যেন আর আগুন নিয়ে খেলা না করেন।’

সন্ধ্যা বললে, তাহলে তার বিপদের সম্ভাবনা আছে!’

–‘বিপদকে তিনি নিজেই ডেকে আনতে চান। আগুন নিয়ে খেলাই হচ্ছে বিপজ্জনক। আমি এর চেয়ে আর বেশি কিছু বলতে পারব না।’

সন্ধা আবার তার হাতঘড়ির দিকে তাকালে। এক ঘণ্টা পূর্ণ হতে এখনও ছয় মিনিট দেরি।

কুকুর এবং মুগুর

আগে অরিন্দম এবং তার পিছনে পিছনে রিভলভারধারী মদনলাল। এইভাবে তারা আবার প্রবেশ করলে রায়বাহাদুর বিজনকুমারের বসবার ঘরে।

বিজন চেয়ারের উপরে বসে ছিল, তাদের দেখে উঠে দাঁড়াল। অরিন্দম একগাল হেসে বললে, 'একরাত্রেই দুই-দুইবার রায়বাহাদুরের দর্শনলাভ? এ সৌভাগ্য অভাবিত! মাথাটা কেমন আছে মশাই? চিকিৎসার অতীত নয় তো?'

বিজন বললে, চিকিৎসার কথা পরে ভাবা যাবে। প্রবাদে আছে জানো তো?–চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত! এইবার তোমার পালা।'

অরিন্দম বললে, 'চমৎকার!'

তারপর পিছনদিকে ফিরে দেখলে, মদনলাল তখনও রিভলভার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মতো। বললে, প্রিয় মদনলালবাবু, আমি অবশ্য আগেই জানতুম, রহস্য গভীরতর হয়ে উঠলেই আপনার দেখা পেতে বিলম্ব হবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, রহস্যটা কি এর মধ্যেই চরমে উঠেছে? না, আরও—

বিজন বাধা দিয়ে বললে, 'তুমি মুখ বন্ধ করো অরিন্দম। তোমার মুখরতা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

অরিন্দম বললে, মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে কী মশাই? ধরতে গেলে আমি তো এখন শুরুই করিনি। এইবারে আমি একটি গল্প বলতে চাই। গল্পটা

রায়বাহাদুরের কানে নতুন শোনাবে না বোধ হয়। আর মদনলালবাবুও আগেই তা শুনে ফেলেছেন। এক যে ছিল লোক, নাম তার সুখনলাল। সে ছিল এমন একজন লোকের দলভুক্ত, যাকে আমি বলি মহাত্মা কিন্তু লোকে বলে দুরাত্মা। সেই সুখনলাল বিশ্বাসঘাতক হয়ে পুলিশের কাছে দলপতিকে ধরিয়ে দিতে চায়। থানায় যাবার জন্যে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু থানায় না গিয়ে তাকে যেতে হল স্বর্গে বা নরকে। তার পরদিনেই রাজপথের উপর পাওয়া গেল তার মৃতদেহ, আর তার বক্ষে বিদ্ধ ছিল একখানা ছোরা। পুলিশ সেই দলপতির নাম জানতে পারেনি বটে, কিন্তু আমি জানতে পেরেছি। গল্পটা কেমন লাগল মদনলালবাবু? যদি এঙ্কোর দেন, তাহলে গল্পটা আমি আরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে পারি।

বিজনের মুখখানা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ঘরের ভিতরে তখন সেই পালোয়ান এবং আরও দু-জন গুন্ডার মতন দেখতে লোক চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অরিন্দমের কথা শুনছিল।

মদনলাল বললে, রায়বাহাদুর, লোকটা হাড়ির খবর জানে। খুব সাবধান, আবার যেন ও হাত ফসকে চম্পট দিতে না পারে।'

—আমাকে হাড়ির খবর পরিবেশন করেছে কে, জানেন মদনলালবাবু? সুখনলালের অন্তিমকালে আমি দৈবগতিকে ঘটনাস্থলে গিয়ে পড়ি। মরবার আগে সে আরও কী কী কথা আমাকে বলেছিল, এখানে তা জাহির করে লাভ নেই। কিন্তু তার শেষ কথা কী জানেন?— 'বাঘরাজ আছে কাথি জেলার কমলপুরে। সমুদ্রের কাছে সেই পুরোনো বাড়িতে— এই পর্যন্ত বলেই সে মারা যায়। এখানে তো চার-পাঁচখানা পুরোনো বাড়ি আছে দেখছি। সুখন কোন বাড়িখানার কথা বলেছিল মদনলালবাবু?

মদনলাল রিভলভার ভালো করে তুলে ধরে দাঁতে দাঁতে ঘষে বললে, “এইবারে তোমার সব লীলাখেলা সাঙ্গ হোক।

— ‘না!’

বিজন চিৎকার করে উঠে সামনের দিকে লাফিয়ে পড়ে মদনলালের রিভলভারসুদ্ধ হাত চেপে ধরে বললে, নির্বোধ! সন্ধ্যা এখানে এসেছিল, অরিন্দম তাকে এখান থেকে বাইরে নিয়ে গিয়েছে। একে যদি এখানে মেরে ফেলা হয়, তাহলে সে কি চুপ করে থাকবে? তুমি আমাদের সকলকার গলায় ফাঁসির দড়ি পরাতে চাও নাকি?’

প্রশংসাভরা কণ্ঠে অরিন্দম বললে, প্রিয় রায়বাহাদুর, আপনার যুক্তি অত্যন্ত অকাট্য। প্রশান্তমুখে সে পিছনের টেবিলের উপরে বসে পড়ে নিশ্চিন্তভাবে নিজের পা দুটো দোলাতে লাগল।

বিজন বললে, “এ আপদটাকে এমন উপায়ে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে, যাতে লোকে মনে করে দৈব-দুর্ঘটনা। মেয়েটার জন্যেই যত মুশকিল।

মদনলাল বললে, ‘মেয়েটারও মুখ বন্ধ করতে কতক্ষণ লাগবে?

বিজন প্রায় গর্জন করে বললে, খবরদার, সন্ধ্যাকে নিয়ে তুমি মাথা ঘামিয়ো না। বড়োকর্তা এখন কোথায়?”

—'খানিক পরেই তার আসবার কথা।’

অরিন্দম বললে, এ একটা সুসংবাদ! তাহলে এখানেই বাঘরাজের সঙ্গে দেখা করবার সৌভাগ্য আমার হবে? আপনারা জানেন না, মহামহিম বাঘরাজের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি কতখানি লালায়িত হয়ে আছি।

কিন্তু তিনি পারদের মতো হাতের মুঠোর ভিতরে এসেও ধরা দেন না। তিনি থাকেন চোখের সামনে, কিন্তু তাকে চেনা যায় না।'

বিজন বললে, একেবারেই অত বেশি আশা কোরো না অরিন্দম। তবে মৃত্যুর পূর্বমুহুর্তে হয়তো তুমি বাঘরাজের দেখা পেলেও পেতে পারো।'

অরিন্দম বললে, আপনার আশাকেও বেশি উচ্চগামী করবেন না রায়বাহাদুর! এ জীবনে বিপদকে নিয়ে আমি অনেক খেলা করেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে মারতে পারেনি। বাঘরাজকে দেখেও আমি বোধহয় এ বাড়ি থেকে সসম্মানে বিদায় নিতে পারব।

বিজন ফিরে তার লোকজনদের হুকুম দিলে, এর জামাকাপড়ের ভিতরে অস্ত্রশস্ত্র কী পাওয়া যায় খুঁজে দেখ।

অস্ত্রের মধ্যে পাওয়া গেল কেবল সেই ছোরাখানা এবং পকেটের ভিতরে পাওয়া গেল কেবল একটা দেশলাই ও একটা বড়ো সিগারেট কেস।

বিজন বললে, সিগারেট কেসটা অরিন্দমকে ফিরিয়ে দাও। অন্তিমকালে ধূমপানের আনন্দ থেকে ওকে বঞ্চিত করতে চাই না।'

অরিন্দম বললে, রায়বাহাদুরের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক!' এই সিগারেট কেসের ভিতরদিকে রীতিমতো একটু নুতনত্ব আছে। তার একটা দিক ক্ষুরের মতো ধারালো। কিন্তু সিগারেটের নীচে চাপা থাকে বলে সে অংশটা বাইরের কারুর চোখে পড়ে না।

বিজন ও মদনলাল খানিক তফাতে সরে গিয়ে ফিসফিস করে কী পরামর্শ করতে লাগল। তারা দুজনেই সশস্ত্র। পালোয়ান-অনুচরটা দাঁড়িয়ে আছে ঘর থেকে বেরুবার দরজার সামনে। সহজে তাকে আর দ্বিতীয়বার

ফাঁকি দেওয়া চলবে না। আরও দুজন লোক পাহারা দিচ্ছে বাগানের দিকে বেরুবার জানলাগুলোর নিকটে। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে অরিন্দম বুঝলে আপাতত ঘর থেকে অদৃশ্য হবার সব পথই বন্ধ। কাজে-কাজেই সে নিশ্চেষ্টভাবে টেবিলের উপরে বসে নিজের মনে ধূমপান করতে লাগল।

এবং মাঝে মাঝে চেয়ে দেখতে লাগল নিজের হাতঘড়ির দিকে, সেটাও তার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নেয়নি। সন্ধ্যা চলে যাবার পর আধঘণ্টা কেটে গিয়েছে। তাকে ডাঃ সেনের কাছে খবর দিতে বলে অরিন্দম খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। ডাঃ সেন হচ্ছেন একজন বিখ্যাত ডিটেকটিভ, বাঘরাজকে আবিষ্কার করবার জন্যে ছদ্মবেশে এখানে অবস্থান করছেন। তার কাছে ঋণী হবার ইচ্ছা তার মোটেই নেই, তবে বিশেষ দায়ে পড়লে তার সাহায্য ছাড়া উপায় কী? আর আধঘণ্টা! আর আধঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারলে সন্ধ্যা যাবে ডাঃ সেনের কাছে এবং ডাঃ সেন আসবেন বিজনের কাছে। আরও একজন এতক্ষণে নিশ্চয়ই তাকে চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে হচ্ছে রামফল, হাতে আছে যার প্রকাণ্ড পিস্তল!

হঠাৎ অরিন্দমের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। বাড়ির ভিতর দিকে কোথা থেকে আসছে যেন অতি মৃদু ঘণ্টাধ্বনি। তার একটু পরেই ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল একজন লোক। সে বিজনের কাছে গিয়ে তার কানে কানে কী বললে এবং বিজনও শশব্যস্ত হয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

‘বুঝতে পারছি মদনলালবাবু, এক এবং অদ্বিতীয় বাঘরাজ এইবারে এই বাড়ির ভিতরে পদার্পণ করেছেন।”

অরিন্দমের আপাদমস্তকের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মদনলাল বললে, 'তুমি যে আমাদের কী জ্বালাতন করেছ, তুমি তা নিজেই বোধহয় জানো না। তোমার ভাগ্য খুব ভালো বটে, কিন্তু মনে রেখো, সৌভাগ্য চিরদিন স্থায়ী হয় না!

—ঠিক বলেছেন মদনলালবাবু। সৌভাগ্য অস্থায়ী। আপনার সৌভাগ্যক্রমে ব্যাংক এখনও আপনাদের নাগাল পায়নি। কিন্তু এ সৌভাগ্য আরও কতদিন স্থায়ী হবে বলে মনে করেন? শেষ পর্যন্ত ব্যাংকই কি জিততে পারবে না?

মদনলাল স্থিরভাবেই দাঁড়িয়ে রইল বটে, কিন্তু অরিন্দমের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তার চক্ষে দেখলে ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎ চমক! অর্ধ-স্বগত স্বরে মদনলাল বললে, 'ব্যাংকের কথাও সুখনই বলেছে নিশ্চয়?

—'নিশ্চয়, নিশ্চয়! আমি সব কথাই জানি! জানি না কেবল দুটি প্রশ্নের উত্তর। কে বাঘরাজ? তার লুটপাট, রাহাজানির টাকা কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে? তবে এ-দুটো প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাকে আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না বোধহয়।'

মদনলাল বললে, 'ওঃ, নিজের উপরে তোমার দেখছি অটল বিশ্বাস!'

স্বপ্নালসচক্ষে যেন নিজের মনেই অরিন্দম বললে, 'কোনও কালে, কোনও জায়গায় কোনও একখানা স্টিমার বহু লক্ষ টাকার সোনার বার নিয়ে মাশুল ফাঁকি দেবার জন্যে গোপনে ঘাটের কাছে এসে আর-একখানা স্টিমারের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ডুবে যায় কোনও ঝড়ের রাতে নির্জন সমুদ্রতীরে। দুর্ঘটনার কথা জানাজানি হবার আগেই রাতারাতি কয়েক ব্যক্তি একদল ডুবুরির সাহায্যে সেই সোনার বারগুলো উদ্ধার করে। কে তারা?

বাঘরাজ, রায়বাহাদুর, না মদনলালবাবু? সেই সোনার থানগুলো গোপন করে রাখা হয়েছে কোথায়?

মদনলাল বললে, এত সব দুশ্চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে এখনও তুমি যে বুড়িয়ে যাওনি, এইটেই হচ্ছে আশ্চর্য। এই বলে সে বিরক্তমুখে খানিক তফাতে গিয়ে একখানা সোফার উপরে বসে পড়ল। তারপরেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে বিজনকুমার। সে মদনলালের পাশের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ে অত্যন্ত নিম্নস্বরে কী বলতে লাগল, তার কিছুই শোনা গেল না! কেবল তার শেষ কথাটা অরিন্দমের কানে এল—'বাঘরাজের হুকুম, ওকে মুক্তি দিতে হবে। সঙ্গে-সঙ্গেই মদনলাল চিৎকার করে উঠল ক্রুদ্ধস্বরে।

অরিন্দম সবিস্ময়ে ভাবলে, এ আবার কী কথা? এত খবর সে রাখে, এত উপদ্রব সে করেছে, আর এত কাঠখড় পুড়িয়ে ওরা তাকে শেষকালে ছেড়ে দিতে চায়? কিন্তু কেন, কেন, কেন? এখানে লুকিয়ে আছে কী আশ্চর্য রহস্য? কিছুই আন্দাজ করতে না পেরে অরিন্দমের মাথা যেন ঘুরতে লাগল।

বিজন অরিন্দমের সামনে এসে বললে, "অরিন্দম, রাত ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। আর উৎসব করা চলে না। এখন তুমি বাসায় ফিরে যেতে পারো।

—"তার মানে?

—তার মানে হচ্ছে, তুমি এখন স্বাধীন, যেখানে খুশি যেতে পারো। বিজন খুব শান্ত ও সহজ স্বরেই কথা কইছিল বটে, কিন্তু অরিন্দম লক্ষ করলে, তার চক্ষে জ্বলছে নিষ্ঠুর হিংসার আগুন বেশ বোঝা যায়, বাধ্য হয়ে সে আর কারও হুকুম তামিল করছে বটে, কিন্তু তার মনের ইচ্ছা সম্পূর্ণ

অন্যরকম। আর কিছু বোঝবার চেষ্টা না করে অরিন্দম বললে, বেশ, আপনারা যখন আমাকে তাড়িয়ে দিতে চান, তখন আমার 'শ্রীমতী'কেও ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।

বিজন হতভম্বের মতন বললে, ‘‘শ্রীমতী' আবার কে?

অরিন্দম এগিয়ে গিয়ে একটা টেবিলের উপর থেকে তার প্রিয় ছোরাখানা তুলে নিয়ে বললে, এরই নাম রেখেছি আমি 'শ্রীমতী।' বলতে বলতে ছোরাখানা আবার হাতে বাধা খাপের ভিতর পুরে ফেললে। তারপর আবার বললে,‘রায়বাহাদুর, আপনার আতিথেয়তাকে ধন্যবাদ! আজ খানিকটা সময় এখানে এসে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে কাটিয়ে দেওয়া গেল।'

বিজন চেষ্টা করে সহজ স্বরে বললে, ‘‘অরিন্দম, আর এখানে দাড়িয়ে বকবক কোরো না। তোমার সৌভাগ্য এবারও তোমাকে ত্যাগ করলে না, কিন্তু এর পরে হয়তো ভাগ্যবিপর্যয় হতে পারে। অতএব তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে পড়ো, নইলে, হয়তো আমরা মত পরিবর্তন করব।'

অরিন্দম বললে, মত? কোনও মত নেই আপনাদের! তবলচি যে তালে তবলা বাজায় আপনারা নাচেন সেই তালেই। আপনার নাচছেন বাঘরাজের কথায়, তা কি আমি বুঝতে পারিনি? অথবা এও হতে পারে আপনারা আমার রামফলের কথা ভেবে সাবধান হয়েছেন। সে হচ্ছে ভয়াবহ মানুষ। জাগ্রত হলে শয়তানও তাকে দেখে ভয় পাবে।'

মদনলাল বললে, কিন্তু আমরা শয়তান নই।'

—‘হ্যাঁ, আপনারা অভিনয় করছেন ভগবানের ভূমিকায়! যাক, সে কথা। কিন্তু আমি যদি এখন থানায় গিয়ে খবর দিই?

বিজন একটা চুরুট ধরিয়ে বললে, “অরিন্দম, তুমি—’

অরিন্দম মেঝের উপরে সশব্দে পদাঘাত করে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, অরিন্দম কী, বলুন অরিন্দমবাবু! আমি তো আপনাদের অসম্মান দেখাচ্ছি না! ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রলোকের মতো কথা বলুন!

—বেশ অরিন্দমবাবু, আপনি যে পুলিশে খবর দেবেন না, আমি তা জানি। আমরা সবাই হচ্ছি খেলোয়াড়। খেলোয়াড়ের মনোবৃত্তি যে আপনার ভিতর আছে, এটা জেনেই আপনাকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে! তার উপরে বহু লক্ষ টাকার লোভ! এর মধ্যে পুলিশ এলে আপনারও বিপদ, আমাদেরও বিপদ ।

অরিন্দম বললে, ‘হু! দেখছি আপনার ভিতরে পাকা খেলোয়াড়ের লক্ষণ আছে।’

—আশা করি খেলাটা হবে আপনার মনের মতো।’

—‘নিশ্চয়, নিশ্চয়! আলবত! আপাতত আপনি নির্ভাবনায় ঘুমোতে যেতে পারেন। আর বাঘরাজকে আমার নমস্কার জানিয়ে বলবেন, তার দেখা না পেয়ে আমি বড়েই দুঃখিত হলুম। অরিন্দম কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে থেমে দাঁড়িয়ে পড়ে আবার বললে, হ্যাঁ, ভালো কথা! আমি সুখনলালের কথা ভাবছি। তার মৃত্যুর জন্যে একজন কারুকে ফাঁসি যেতে তো হবেই। যত দোষ বাঘরাজের ঘাড়ে চাপাতে চেষ্টা করবেন, নইলে তার বদলে আপনাকেই হয়তো ফাঁসিকাঠে দোল খেতে হবে।’

বিজন বললে, আপনার ভয় নেই, আমরা খুব সাবধানেই থাকব।

অরিন্দম বললে, চমৎকার, চমৎকার! আচ্ছা, বিদায় হলুম বন্ধু! ভালো করে ঘুমোবেন, আর ভালো ভালো স্বপ্ন দেখবেন। আমি কিন্তু ওই জানলা দিয়েই বাইরে যাব।’

বাড়ির ভিতর দিকে আনাচে-কানাচে কোনও উৎপাত লুকিয়ে থাকতে পারে, হঠাৎ আলো নিবে যেতে পারে, তারপর আরও যে কী হতে পারে, বলা তো যায় না।

বিজন বললে, দাঁড়ান, অরিন্দমবাবু। যাবার আগে একটা কথা শুনে যান।

—আজ্ঞা হোক।

—‘বাগানের ভিতরে গিয়ে ঝোপে ঝোপে লুকিয়ে আর অপেক্ষা করবেন না। ঠান্ডা লাগবার ভয় আছে। নিউমোনিয়া হবার সম্ভাবনা আছে। অপেক্ষা করা বৃথা। বাঘরাজ সত্যি- সত্যিই এখান থেকে চলে গিয়েছে।’

—‘ধন্যবাদ। তাহলে নিশ্চয়ই আমি আর অপেক্ষা করব না। আর এখানকারও কেউ যেন অকারণে পায়ে ব্যথা করে আমার বাড়ির কাছে বেড়াতে না যায়। কারণ আমি আর রামফল, রামফল আর আমি সারারাতেই পালা করে পাহারা দিই। সুতরাং সেখানে অতর্কিত আক্রমণের চেষ্টা বৃথা। নমস্কার। জানলার ভিতর দিয়ে একটা লাফ মেরে সে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। যে উপায়ে বাগানের ভিতরে ঢুকেছিল, অরিন্দম সেই উপায়েই আবার বাগানের বাইরে গিয়ে পড়ল। বলা বাহুল্য, প্রাচীরের উপর থেকে সে নিজের কোটটাও সংগ্রহ করতে ভুলল না। তারপর সে একবার এগিয়ে যায়, আবার দাঁড়িয়ে পড়ে এবং অন্ধকারের মধ্যে সামনে ও পিছনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সঞ্চালন করে দেখবার চেষ্টা করে, এদিকে-ওদিকে কোনও শত্রুর

অস্তিত্ব আছে কি না। এমন কোনও ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়, যার ফলে কাল সকালে এখানে পড়ে থাকতে পারে তার আড়ষ্ট মৃতদেহটা এবং যে দেহ দর্শন করে করোনার মত প্রকাশ করবেন যে, অরিন্দমের মৃত্যু হয়েছে কোনও দৈব-দুর্ঘটনায়।

কিন্তু কোনও বিপজ্জনক ঘটনা ঘটবার লক্ষণ দেখা গেল না। শান্তিপূর্ণ স্তব্ধ রাত্রি, কোথাও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ বা চিহ্নমাত্র নেই।

অবশেষে সে বিজনের বাড়ি থেকে নিরাপদ ব্যবধানে গিয়ে পড়ল। অরিন্দম নিজের মনেই সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'আজব কাণ্ড, অভাবিত ব্যাপার! ওরা হাতে পেয়েও আমাকে ছেড়ে দিলে কেন? বিজনের বাড়ির ভিতরে আমাকে হত্যা করলে ওদের কুড়ল মারতে হত নিজেদের পায়েই। কিন্তু বাড়ির বাইরেও অন্ধকার রাত্রে আমাকে একলা পেয়েও আমার প্রতি শত্রুদের এই আশ্চর্য উদাসীনতার কারণ কী? এর মধ্যে কি নতুন কোনও শয়তানি থাকতে পারে?"

আরও কিছুদূর এগিয়ে গিয়েই অরিন্দম দেখতে পেলে, ডাঃ সেনের বাংলোয় একটা ঘরে জ্বলছে উজ্জ্বল আলো। সে বাংলোর দরজার কাছে গিয়ে সজোরে কড়া নাড়তে লাগল।

নূতন শয়তানি

ডাঃ সেন দরজা খুলে দিতেই অরিন্দম ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল বিনাবাক্যব্যয়ে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে ডাঃ সেনের চক্ষে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল একটা বিস্ময়ের চমক। তিনি বললেন, "অরিন্দমবাবু, আপনাকে এখানে দেখবার প্রত্যাশা আমি করিনি। আজ যা প্রত্যাশা করা যায় না, বারবার ঘটছে সেই রকম ঘটনাই। ইতিমধ্যেই এখানে এসেছেন আর-একজন অপ্রত্যাশিত অতিথি।

অরিন্দম বললে, বড়োই তেষ্টা পেয়েছে মিঃ সেন! আপনার এখানে লেমনেড কি আইসক্রিম সোড়া পাওয়া যেতে পারে?"

—'নিশ্চয়। আরও বেশি কিছু পাওয়া যেতে পারে। বিয়ার, হুইস্কি, ব্র্যান্ডি চাইলেও আমি জোগান দিতে পারি। কার কখন কী দরকার হয় বলা তো যায় না।'

ডাঃ সেনের কথা শুনতে শুনতে অরিন্দম এগিয়ে গিয়ে তার বৈঠকখানা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে। তারপর বলে উঠল, একী, সন্ধ্যাদেবী? আপনিও এখানে? আপনার কোনও অসুখ করেছে নাকি, তাই ডাঃ সেনের কাছে 'প্রেসক্রিপশান' লিখে নিয়ে যেতে এসেছেন?

সন্ধ্যা কিছু বলবার আগেই ডাঃ সেন বললেন, 'সন্ধ্যাদেবীর অসুখ-বিসুখ কিছুই করেনি। উনি আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ আলাপ করবার জন্যে এসেছেন।"

—'না, না! সন্ধ্যাদেবী, আপনি কি—'

ডাঃ সেন উচ্চকণ্ঠে জোর দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। উনি খানিকটা গল্প-স্বল্প করতে এসেছেন।

—উত্তম, উত্তম! সন্ধ্যাদেবী, এর পরেও আমার আর-কিছু জিজ্ঞাস্য থাকতে পারে না, কী বলেন?

সন্ধ্যা তার মুখের দিকে তাকিয়েই বেশ বুঝতে পারলে, অরিন্দম জানতে চাইছে যে, হাড়ির খবর কতখানি সে প্রকাশ করে ফেলেছে? অল্প একটু মাথা নেড়ে সে বললে, আপনার আসতে যদি আর দু-এক মিনিট দেরি হত—

বাধা দিয়ে অরিন্দম বলে উঠল, হ্যাঁ, বুঝেছি, বুঝেছি! থাক, আর কিছু বলতে হবে না।'

ডাঃ সেন অরিন্দমের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি কোনও যুদ্ধের পরে ভগ্নদূতের ভূমিকায় অভিনয় করতে এসেছেন। খালি আপনি নন, সন্ধ্যাদেবীকে দেখেও আমার সেই কথাই মনে হচ্ছে।'

অরিন্দম দুই ভুরু তুলে বললে, সন্ধ্যাদেবীর মুখে কি আপনি কিছুই শোনেননি?'

ডাঃ সেন বললেন, না, ওঁকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা আমার হয়নি। উনি যখন এখানে এলেন, আমি ভেবেছিলুম, আমাকে কোনও রোগের নিদান দেখতে হবে। কিন্তু সন্ধাদেবী বললেন, উনি এসেছেন আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে। আমাকে সেই কথাই বিশ্বাস করতে হল। যদিও সন্ধ্যাদেবীর মুখ দেখে আমার সন্দেহ হল যে, সাধারণ গল্পের চেয়েও উনি

যেন আমাকে আরও বেশি কিছু বলতে চান। তারপরেই আপনার এই অভাবিত আবির্ভাব।'

অরিন্দম আশ্বস্ত হয়ে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললে, তারপর সন্ধ্যাদেবী, আপনি এখানে গল্প করতে এসেছেন? আপনার শ্রোতার সংখ্যা আর-একজন বাড়ল। নিন, এখন যত খুশি গল্প করুন।'

সন্ধ্যা তখন একটু ধাঁধায় পড়ে গেল। সে ভেবেছিল, ডাঃ সেন আর অরিন্দমবাবু হচ্ছেন দুজনেই দুজনের বন্ধু। কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে, এরা দুজনেই যেন দুজনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে চান। ডাঃ সেনের দিকে সে তাকিয়ে দেখলে। তার মুখের ভাব বিশেষ প্রসন্ন নয়।

অরিন্দম ডাঃ সেনকে যেন অধিকতর উত্ত্যক্ত করবার জন্যেই বললে, মিঃ সেন, আপনার কি কৌতুহল হচ্ছে? আমি কি সব কথা বলব?

—বলুন।

দুষ্টামি-ভরা চোখে ডাঃ সেনের দিকে তাকিয়ে অরিন্দম বললে, ব্যাপারটা কী জানেন? ব্যাপারটা হচ্ছে এই—

কৌতুহলী ডাঃ সেন আরও কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন। হঠাৎ শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের মাথা চুলকোতে চুলকোতে অরিন্দম বললে, ব্যাপার হচ্ছে— ধেৎ। প্রিয় মিঃ সেন, বিশ্বাস করবেন কি? সমস্ত ব্যাপারটাই আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছি! মজার কথা, নয়?

ডাঃ সেনের মুখ দেখে বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল যে অরিন্দমের এই কৌতুকাভিনয়ের মধ্যে তিনি মজা খুঁজে পাননি কিছুমাত্র।

সন্ধ্যা এইবার মুখ খুললে। বললে, ব্যাপারটা কী জানেন মিঃ সেন? অরিন্দমবাবুর সঙ্গে আজ প্রায় সারা সন্ধ্যাটাই কাটিয়ে দিয়েছি। সমুদ্রের ধারে বালিয়াড়ির উপরে গিয়ে উঠে—

অরিন্দম বাধা দিয়ে বলে উঠল, করেন কী, করেন কী সন্ধ্যাদেবী? শেষটা কি হাটের মাঝে হাড়ি ভেঙে ফেলবেন?

ডাঃ সেন ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'ধেৎ, আমি আর কোনও কথাই শুনতে চাই না।'

অরিন্দম বললে, মিঃ সেন, আমি বোধহয় আপনাকে বড়ো বেশি জ্বালাতন করছি? কিন্তু এজন্যে আপনিই তো দায়ী। আপনি যেভাবে সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছেন, তাতে মনে হয় আপনি যেন ভাবছেন যে, হয় আমি কারুকে খুন, নয় ডাকঘরের টাকা লুট করে আসছি। কিন্তু সেসব কিছুই নয়। সন্ধ্যাদেবী আর আমি বালিয়াড়ির উপরে গিয়ে উঠেছিলুম, তারপর—

সন্ধ্যা বললে, তারপর? আমি হঠাৎ পা ফসকে গড়িয়ে নীচে পড়ে যাই। আমার বেশি কিছু লাগেনি। কিন্তু একটা বেয়াড়া গর্তের ভিতর থেকে আমাকে উপরে টেনে তোলবার সময়ে অরিন্দম বাবুকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে।'

দুই ভুরু সঙ্কুচিত করে ডাঃ সেন কেবল বললেন, হু। তিনি শিশু নন, এত সহজে এই আজব কাহিনিটা তিনি যে হজম করতে পারবেন না, এটা তার মুখ দেখেই বেশ বোঝা গেল।

আচম্বিতে সদর দরজার উপরে দুমদুম করে করাঘাত হতে লাগল। অরিন্দম বললে, মিঃ সেন, আপনি দেখছি অত্যন্ত জনপ্রিয়। এত রাত্রে

আবার কোন অতিথি এসেছে? কারুর কি অন্তিমকাল উপস্থিত হয়েছে? কেউ কি সন্তান প্রসব করবে?

—'আমি কেমন করে জানব? বলতে বলতে ডাঃ সেন বেরিয়ে গেলেন। দরজা খোলার শব্‌দ হল। উচ্চকণ্ঠে কে শুধোলে, অরিন্দমবাবু এখানে আছেন কি? তারপরই শোনা গেল ভারী ভারী পায়ের শব্দ। তারপর ঘরের দরজার কাছে যে-মূর্তিকে দেখা গেল, তাকে চৌকিদার বলে চিনতে একটুও বিলম্ব হয় না।

অরিন্দমের মুখের দিকে তাকিয়ে চৌকিদার বলে উঠল, হ্যাঁ, এই তো আসামি! আমি ওকে চিনি।'

বলতে বলতে সে ঘরের ভিতর ঢুকে অরিন্দমের কাছে গিয়ে তার একটা কাঁধ চেপে ধরে বললে, 'আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করলুম।

কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে অরিন্দম শান্তভাবেই জিজ্ঞাসা করলে, কী কারণে?

—চুরি আর মারপিটের জন্যে।

—'বাপু চৌকিদার, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমার নামে নালিশ করেছে কে? ঘরের ভিতরে আবির্ভূত হয়ে মদনলাল বললে, আমি। মিঃ সেন, এই আকস্মিক উপস্থিতির জন্যে আপনি আমাদের ক্ষমা করবেন।

ডাঃ সেন বললেন, কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।

মদনলাল বললে, 'ব্যাপারটা হচ্ছে ওই আজ রাত প্রায় এগারোটার সময় নীচের ঘরে বসে আমি বই পড়ছিলুম। হঠাৎ ঘরের ভিতরে দেখতে পেলুম অরিন্দম নামে এই লোকটাকে, ওর হাতে ছিল একটা রিভলভার। সে আমাকে শাসিয়ে কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই আমি ওর উপরে

লাফিয়ে পড়লুম। অরিন্দম বলবান ব্যক্তি, সহজেই সে আমাকে কাবু করে ফেলে আমার মাথার উপরে রিভলভারের হাতল দিয়ে জোরে আঘাত করলে। আমি অজ্ঞান হয়ে মেঝের উপরে পড়ে যাই। জ্ঞান হবার পর দেখি অরিন্দম ঘরের চারিদিকে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। রিভলভারের ভয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে থাকবার ভান করি। তারপর অরিন্দমের ভাব দেখে মনে হল, যার লোভে আমার বাড়িতে এসেছিল, তা সে খুঁজে পায়নি। অবশেষে সে যখন বাইরে বেরিয়ে গেল, আমি চুপিচুপি তার পিছু নিই। তারপর তাকে এই বাড়িতে ঢুকতে দেখে আমি থানায় গিয়ে খবর দিয়েছি। এই হল প্রকৃত ঘটনা।'

লাঠিটা মেঝের উপরে ঠুকে এবং অরিন্দমের কাঁধ ধরে আরও জোরে চেপে ধরে চৌকিদার বললে, লক্ষ্মীছেলের মতন থানায় চলো, নইলে মজাটা টের পাবে এখনই।'

অরিন্দম মৃদুকণ্ঠে বললে, 'বাহবা, কী বাহবা! এইবারে আমার জামাকাপড় খুঁজে দেখা হোক, আমার কাছে কোনও রিভলভার আছে কি না।'

মদনলাল হেসে উঠে বললে, 'তুমি ভুলে সেটা আমার ঘরেই ফেলে এসেছিলে। এই দ্যাখো, আমি সেটাকে নিয়ে এসেছি।'

ডাঃ সেন রিভলভারটা মদনলালের হাত থেকে নিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, 'দেখছি এটা বেলজিয়ামে তৈরি। অরিন্দমবাবু, এটা কি আপনার?

অরিন্দম মাথা নেড়ে বললে, পাগল! আগ্নেয়াস্ত্রকে আমি ঘৃণা করি। দুড়ম-দড়াম আওয়াজ আমি পছন্দ করি না।'

—‘শিগগির চলে এসো বলছি! অরিন্দমের পিঠের উপরে চৌকিদার সজোরে একটা ধাক্কা মারলে।

অরিন্দমের গায়ে কেউ হাত তুললে সে আর নিজেকে সামলাতে পারে না। সে তৎক্ষণাৎ ফিরে দুই হাতে চৌকিদারের দু-খানা হাত ধরে প্রবল এক মোচড় দিলে এবং একটান মেরে তাকে নিক্ষেপ করলে ঘরের আর এক প্রান্তে। চৌকিদার চিৎকার করে মেঝের উপরে আছাড় খেয়ে পড়ল সশব্দে। অরিন্দম শান্তভাবেই বললে, যে শান্তিতে থাকতে চায়, সে কখনও যেন আমার গায়ে হাত না তোলে। আর কখনও এমন কাজ কোরো না, বুঝেছ বাপু?

চৌকিদার বিকৃতমুখে দাঁড়িয়ে উঠতে উঠতে বললে, পুলিশকে আক্রমণ! তুমি গুরুতর সাজা পাবে।’

অরিন্দম তাকে ধমক দিয়ে বললে, চুপ করে থাকো। যখন আমরা কোনও কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব, তখন তুমি কথা কোয়ো। হ্যাঁ মদনলাল, এইবারে তোমার আজব রূপকথাটা নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, আমি যখন তোমার ওখানে যাই, তখন কি তুমি একলা ছিলে?

—‘হ্যাঁ।’

—তোমার খুড়তুতো ভাই মোহনলালবাবু তখন কোথায় ছিলেন?

—‘সন্ধ্যাদেবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

—‘সন্ধ্যাদেবী, একথা কি সত্যি ?

—সন্ধ্যা বললে, হ্যাঁ, ওই সময়ে মোহনলালবাবু আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন বটে।

—উত্তম! তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন আমার পিছনে পিছনে তোমার সঙ্গে আর কোনও লোক এসেছিল কী?

—‘আমি তোমার ওই সব বাজে প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই না। বলছি তো, বাড়িতে আমি একলা ছিলুম।

—বেশ, এখন পথে এসো। নিজের মুখেই বলছ, বাড়িতে তুমি একলা ছিলে। তাহলে তোমার সাক্ষী কে? আমি যদি বলি, তুমি আমাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলে, তারপর কথা কইতে কইতে হঠাৎ উঠে রিভলভারের হাতল দিয়ে আমাকে প্রহার করে আমার হাত-ঘড়িটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলে, তাহলে তুমি কী উত্তর দেবে? আর তোমার হয়ে সাক্ষ্যই বা দেবে কে? অতএব আমার বদলে এই চৌকিদারটা তোমাকেই বা ধরে নিয়ে যাবে না কেন?

চৌকিদার বললে, “আদালতে গিয়ে ওই সব কথা বোলো।’

মদনলাল বললে, আমার সুনামই এই অভিযোগ থেকে আমাকে রক্ষা করবে।

অরিন্দম বললে, আমরা দু-জনে ধস্তাধস্তি করেছিলুম, নয়? আমার নিজের কাপড়-চোপড় দেখলে সকলেই সেই কথা বিশ্বাস করবে। কিন্তু তোমার দেহে ধস্তাধস্তির চিহ্ন কোথায়?

মদনলাল মুখ টিপে হাসতে হাসতে নিজের কোটের বোতামগুলো খুলে ফেললে। দেখা গেল, কোটের নীচে তার শার্টটা ছিড়ে ফালাফালা হয়ে গেছে।

অরিন্দম বুঝলে, মদনলাল প্রস্তুত না হয়ে এখানে আসেনি। তবু সে শুধোলে, আমি রিভলভারের হাতল দিয়ে তোমার দেহে কোথায় আঘাত করেছিলুম?

—মাথায়?

ডাঃ সেন এগিয়ে গিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনার মাথার একটা জায়গা উঁচু হয়ে ফুলে উঠেছে বটে। ওটা নিশ্চয়ই কোনও আঘাতের চিহ্ন।

মদনলাল বিজয়ী বীরের মতো বুক ফুলিয়ে বললে, এই অপ্রতিকর কথা-কাটাকাটি আমার আর ভালো লাগছে না। চৌকিদার, তোমার কর্তব্য পালন করো। কোনও ভয় নেই, আমার কাছে রিভলভার আছে। আসামি বাগ না মানলে আমি তা ব্যবহার করতে ইতস্তত করব না। যাও, ওর হাতে পরিয়ে দাও হাতকড়ি।

হঠাৎ অন্ধকারের ভিতর থেকে ঘরের দরজার সামনে হল অভাবিত একটা মূর্তির আবির্ভাব— তার হাতে একটা প্রকাণ্ড রিভলভার!

মূর্তি সুগম্ভীর কণ্ঠে বললে, আরে, আরে, এসব কী কাণ্ড!" সে হচ্ছে রামফল।

সন্ধ্যা চায় অ্যাডভেঞ্চার

মদনলাল পিছন ফিরে দাঁড়াল সচমকে, তার মুখ দিয়ে বেরুল কেবল একটা অস্ফুট শব্দ। রামফল তার সেই মস্ত বড়ো রিভলভারটা একেবারে মদনলালের বুকের উপর ধরে বললে, "চুপ করে দাঁড়াও একটু নড়েছ কী গুলি করেছি! তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি একটা জাঁহাবাজ লোক!

নিজের অস্ত্রটা সে উপরে তুলে ধরতে ভরসা করলে না। মৃদুস্বরে বললে, শোনো বাপু—

রামফল বাধা দিয়ে কর্কশ স্বরে বললে, ও বাপু-টাপু বলে আমাকে ভোলাতে পারবে না! ঠিক সময়ে এসে আমি তোমাকে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছি! তোমার ওই খেলাঘরের পিস্তলটা এখনই মাটির ওপরে ফেলে দাও, নইলে--"

মদনলালের শিথিল মুষ্টি থেকে অটোমেটিকটা মাটির উপরে গিয়ে পড়ল সশব্দে এবং সাবধানের মার নাই ভেবে অরিন্দম হেট হয়ে তৎক্ষণাৎ সেটা তুলে নিলে।

রামফল হুকুমের স্বরে বললে, এই চৌকিদার! সঙের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এখনই পরিয়ে দাও তোমার লোহার বালা এই লোকটার হাতে।

মদনলাল বললে, 'আগে আমার কথাই শোনো।'

নাক শিকেয় তুলে রামফল বললে, চোরের কথা আবার ভদরলোক শোনে নাকি?

অরিন্দম বললে, রামফল হে, তোমার ওই কামানটা নিয়ে তুমি অত নাড়াচাড়া কোরো না। এখন ভিতরে এসে দাঁড়াও। এই একটু আগেই আমি ভাবছিলুম, কেমন করে তোমার কাছে খবর পাঠানো যায়।'

—'যে আজ্ঞে হুজুর' বলেই রামফল খোড়াতে খোড়াতে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অরিন্দম বললে, আমাকে ভ্রমক্রমে শনাক্ত করা হয়েছে, কিন্তু মদনলালবাবু কিছুতেই আমার কথা মানবেন না। যাক, এখন এই অনাহুত অতিথির পরিচয় শুনুন। এর নাম হচ্ছে শ্রীরামফল। আগে ছিল ফৌজে, এখন গুলি খেয়ে পা খোড়া করে আমার কাছে কাজ করছে। আপনারা এই রামফলকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন যে, আজ রাত এগারোটা পাঁচ মিনিটের সময় আমি বাসাতেই ফিরে এসেছিলুম। তারপর ঠিক যখন বারোটা বাজতে কুড়ি মিনিট, সেই সময় আবার আমি বাইরে বেরিয়ে আসি।

অরিন্দম রামফলের মুখে ফিরেও দেখলে না, কারণ সে যে কী বলবে তা সে জানে। কিন্তু ডাঃ সেন তাকিয়ে দেখলেন, রামফলের মুখের উপরে একটা বিস্ময়ের আভাস ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। রামফল বললে, হ্যাঁ, আপনি তো ঠিক কথাই বলছেন। কে বলে আপনি বাসায় যাননি?'

অরিন্দম বললে, মদনলালবাবুকে আজ রাত্রে কে আক্রমণ করেছিল? ওঁর বিশ্বাস, আমিই সেই ব্যক্তি।'

রামফল অবহেলাভরে বললে, এ হচ্ছে ডাহা আজগুবি কথা!

মদনলালের দিকে ফিরে অরিন্দম বললে, "আশা করি এইবারে আমার কাছে আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। প্রিয় মদনলালবাবু, এখন আপনি স্বীকার করবেন তো, আপনাকে যে আক্রমণ করেছিল, আপনি তার

মুখ পর্যন্ত দেখতে পাননি? আপনি মিথ্যা সন্দেহে আমাকে এই ব্যাপারের মধ্যে জড়াতে চান। তাই নয় কি?’

তারা পরস্পরের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলে। অরিন্দমের মনের কথা বোঝা কঠিন নয়। সে বলতে চায়, কোনও রকমে মুখরক্ষা করে মদনলাল এখন এখান থেকে সরে পড়লেই ভালো হয়। মদনলালও বুঝতে পারলে যে, ঘটনাক্ষেত্রে সে একলা ছাড়া অন্য কেউ ছিল না বলে নিজের মামলাকে যথেষ্ট দুর্বল করে ফেলেছে। তার উপরে রামফল যদি আদালতে গিয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, তার মনিব ঘটনার সময় বাসাতেই ছিল তাহলে তার কথা কেউই বিশ্বাস করবে না। বাঘরাজ যেই-ই হোক, মামলাটা যে সেই-ই সাজিয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিজনকুমারের বাড়িতে অরিন্দমের কোনও বিপদ হলে তারা নিজেরাই বিপদে পড়তে পারত। সেইজন্যে এই উপায়েই অরিন্দমকে এখন কিছূকালের জন্যে ঘটনাক্ষেত্র থেকে সিরয়ে ফেলবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু অরিন্দম বন্দি হল না; ব্যর্থ হল বাঘরাজেরই ফন্দি।

মদনলাল মনে মনে সব বুঝলে বটে, কিন্তু বাইরে তার মুখের কোনও মাংসপেশি একটুও সংকুচিত হল না। তবে তার দুটাে চোখের দৃষ্টি হচ্ছে রীতিমতো বিষাক্ত।

সে প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, স্বীকার করছি, আমারই ভ্রম হয়েছে। কী জানেন, যে- ডাকাতটা আজ আমাকে আক্রমণ করেছিল, চোখের তলা থেকে তার আধখানা মুখ ছিল রুমাল দিয়ে ঢাকা। তার একটু আগেই অরিন্দমবাবুকে সেইখানে আমি বাড়ির বাইরে ঘোরাফেরা করতে

দেখেছিলুম, তাই সন্দেহ জেগেছিল তারই উপরে। আসল অপরাধী কে, আমি তা জানি না। আমি ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।

একটা কৃত্রিম ভারিক্কে চালে অরিন্দম বললে, উত্তম। আপনার ক্ষমাপ্রার্থনা মঞ্জর হল।

মদনলাল শ্রান্তস্বরে বললে, মিঃ সেন, সন্ধ্যাদেবী, এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য আপনারাও আমাকে মার্জনা করবেন। এখন আমি বিদায় হচ্ছি।'

সকৌতুকে অরিন্দম বললে, সে কী! সে কী! অন্ধকারে আড়ালে-আবডালে হয়তো সেই পাষণ্ড দস্যুটা এখনও আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। অতএব আপনার এই অটোমেটিকও সঙ্গে রাখুন।

সর্পের মতো ক্রুর দৃষ্টিতে অরিন্দমের মুখের দিকে তাকিয়ে মদনলাল ব্যঙ্গভরে বললে, ধন্যবাদ। আমার জন্যে আপনাকে আর অত বেশি মাথা ঘামাতে হবে না। ও রিভলভারটা না পেলেও আমার চলবে।'

মদনলালকে প্রস্থানোদ্যত দেখে চৌকিদার ব্যস্তভাবে বলে উঠল, এসব কী ব্যাপার? আপনি যে চলে যাচ্ছেন, কিন্তু এখানে পুলিশকে আক্রমণ করা হয়েছে, তার কী হবে?

অরিন্দম গম্ভীর স্বরে বললে, 'কোনও নির্দোষ লোককে অপরাধী বলে গ্রেপ্তার করতে এলে তার মাথা কি তখন ঠিক থাকে? মদনলালবাবু নিশ্চয়ই আমার কথায় সায় দেবেন? আর দাখো চৌকিদার, মদনলালবাবুর ওপর তুমি নির্ভর করতে পারো। এখানে বাজে গোলমাল না করে তুমি সুড়সুড় করে মদনলালবাবুজির সঙ্গে সঙ্গে যাও। উনি নিশ্চয়ই তোমাকে খুশি করে তোমার ক্ষতিপূরণ করে দেবেন। দেবেন নাকি মদনলালবাবু?

মদনলাল আবার অরিন্দমের মুখের উপর একটা বিষাক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অত্যন্ত অমায়িকভাবে বললে, নিশ্চয়, নিশ্চয়ই! আজকের এই ভ্রমের জন্যে আমিই দায়ী। চৌকিদার, তুমি আমার সঙ্গে এসো?

—'একেই বলে আদর্শ ভদ্রতা। হে চৌকিদার, তুমি যদি এখনও এখানে অপেক্ষা করে, তাহলে মদনলালবাবু তোমার হাতছাড়া হয়ে যাবেন।

তারা দুজনেই ঘরের ভিতর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। অরিন্দম তাদের পিছনে পিছনে গিয়ে বাড়ির সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আবার ঘরের ভিতর ফিরে এসে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, মিঃ সেন, দারুণ তৃষ্ণা! কিঞ্চিৎ চা, অথবা একটা লেমনেড—অর্থাৎ যে-কোনও পানীয়! আমার আবদার শুনে আপনার রাগ হবে না তো ?'

ডাঃ সেন অরিন্দমের মুখের দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে রইলেন কয়েক মুহুর্ত। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আজ যেভাবে আপনি শত্রুদের বিষদাঁত ভেঙে দিলেন, সেটা স্মরণীয় হওয়া উচিত। অতএব আজ আপনি চা, লেমনেড, বিয়ার, হুইস্কি, কি ব্র্যান্ডি—যে-কোনও পানীয়ের উপরে দাবি করতে পারেন। বলুন কী চান?

অরিন্দম দুই ভুরু কপালের উপর দিকে তুলে কৃত্রিম বিরক্তির স্বরে বললে, এসব কী বলছেন? হুইস্কি, ব্র্যান্ডি! দেখছেন না এখানে সগৌরবে বিরাজমান জনৈক মহিলা?

খিলখিল করে হেসে উঠে এতক্ষণ পরে সন্ধ্যা তার মুখ খুললে, ঠিক কথা! এখানে একজন মহিলা উপস্থিত আছেন বটে। কিন্তু অরিন্দমবাবু, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, এটা হচ্ছে ককটেলের যুগ। আর এখানে যিনি উপস্থিত আছেন, তিনি হচ্ছেন অতি আধুনিক মহিলা।

অরিন্দম মুচকি হেসে বললে, তাহলে মিঃ সেন, আপনি এক ট্যাঙ্কার্ড’ বিয়ার এনে দিলেই আজকের মতো আমার তৃষ্ণ মিটে যেতে পারে।’

ডাঃ সেন বললেন, উত্তম। কিন্তু তার আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনাদের এই রামফলটি যথাসময়ে যথাস্থানে এসে হাজির হলেন কোন ইন্দ্রজালে?

অরিন্দম বললে, ইন্দ্রজাল-টাল কিছুই নয়। রামফল হে, এই ভদ্রলোককে বলো তো, হঠাৎ অত্যন্ত অভদ্রের মতো তুমি একটা কামান হাতে করে এখানে এসে হাজির হয়েছ কেন?

রামফল বললে, আপনি তো জানেন কর্তা, রাত্রি হলে খাওয়া-দাওয়ার পর বাসার বাইরে এসে খানিকটা ঘোরা-ফেরা না করলে আমার ঘুম হয় না। ঘুরতে ঘুরতে আজ আমি খানিকটা বেশি এগিয়ে এসেছিলুম। অন্ধকারের ভেতরে এই বাড়ির আলো দেখে কেন জানি না, এইদিকেই আমি এগিয়ে এলুম। এখানে এসেই শুনলুম গরম গরম কথাবার্তা। তারপর জানালা দিয়ে উঁকি মেরেই দেখতে পেলুম আমাদের কর্তাকে। তারপর—আরও কিছু বলতে হবে কি?

ডাঃ সেন বললেন, কিছু না, কিছু না! তোমার কথা আমি বিশ্বাস করছি। তোমার কথা বিশ্বাস করাই উচিত। অতএব তুমি ওইদিক দিয়ে এগিয়ে রান্নাঘরের কাছে গিয়ে বোসো। ওখানে তোমার জন্যেও হাজির হবে যে-কোনও রকম পানীয়?

রামফল রিভলভারটা বুকের কাছে চেপে ধরে সোজা হয়ে সৈনিকের মতো পদবিক্ষেপ করে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

খুশি-ভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে অরিন্দম বললে, ‘আমার রামফলের তুলনা নেই।

ডাঃ সেন বললেন, খালি রামফল কেন, আজ আরও কোনও কোনও অতুলনীয় লোকের সঙ্গে আলাপ করে আমি যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করলুম!

অরিন্দম বিয়ারের গেলাসে ধীরে ধীরে চুমুক দিতে লাগল, কোনও কথা বললে না। অল্পক্ষণ পরে সে আর সন্ধ্যা সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করলে ।

বাইরে এসে দুজনে নীরবে পাশাপাশি এগিয়ে চলল, রাত তখন বা বা করছে, চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ।

সন্ধ্যাদের বাড়ির ফটকের কাছে এসে অরিন্‌দম বললে, নমস্কার সন্ধ্যাদেবী। আজ তবে আসি। কিন্তু কাল সকালে একবার আপনার দেখা পাব কি?’

—"নিশ্চয়!

—“তাহলে সকালের প্রাতরাশ সেরেই আমি আপনাদের এখান চলে আসব।'

হঠাৎ সন্ধ্যার মনে পড়ে গেল দেবিকাদেবীর কথা। তার পিসি হয়তো কৌতুহলী হয়ে অরিন্দমকেও একথা-সেকথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। সে বললে, আচ্ছা অরিন্দমবাবু, কাল সকালে আমিই যদি আপনার ওখানে যাই, আপনি তাহলে কিছু মনে করবেন না তো?

—কিছু মনে করব মানে? তাহলে তো আমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাব। সেই কথাই ভালো, কালকের দুপুরের আহারটাও দয়া করে আমার

ওখানেই সেরে আসবেন। আপনি কখন বাড়ি থেকে বেরুতে পারবেন বলুন, আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে আমি রামফলকে পাঠিয়ে দেব!’

একটু বিস্মিত হয়ে সন্ধ্যা বললে, ‘রামফলকে পাঠাবার দরকার আছে?

অরিন্দম গম্ভীরভাবে বললে, অত্যন্ত দরকার। বাঘরাজের মন ভীষণ সন্দিগ্ধ। হয়তো সে এখন আপনাকেও বিপজ্জনক বলে ধরে নিয়েছে। রামফল আপনার সঙ্গে থাকলে আমি কতকটা আশ্বস্ত হব।’

—‘বেশ, সাড়ে দশটা নাগাদ আমি বাড়ি থেকে বেরুতে চাই।’

—‘সন্ধ্যাদেবী, আমার আর একটি অনুরোধ আছে।

—’বলুন।

—‘রাত্রে ঘরের ভিতর থেকে দরজায় খিল দিয়ে শোবেন। কেউ ডাকলে খিল খুলে দেবেন না— এমনকি আপনার পিসিমা ডাকলেও নয়! অবশ্য এত তাড়াতাড়ি কিছু ঘটবে বলে আমি মনে করি না, তবু বলা তো যায় না। কেমন, আমার কথা রাখবেন তো?

—তা রাখব, কিন্তু আপনি আমাকে বড়োই ভয় দেখাচ্ছেন।

—‘আমি বাঘরাজের কথা ভাবছি। হয়তো বাঘরাজও আমার কথাই ভাবছে। কিন্তু অরিন্দমকে কেউ কোনও দিন একই পদ্ধতিতে দুইবার আক্রমণ করতে পারেনি। রামফল ছাড়া আর কেউ কোনও চিঠি আনলেও বিশ্বাস করবেন না। বিশ্বাস করবেন কেবল আমাকে, রামফলকে আর হয়তো ডাঃ সেনকেও। আপনি ভাবছেন হয়তো আমি খুব লম্বা হুকুম দিচ্ছি, কিন্তু জেনে রাখুন, অদূর ভবিষ্যতেই সমূহ দুর্যোগের সম্ভাবনা। এতক্ষণ

পর্যন্ত আপনি রীতিমতো সাহসিনীর মতো কাজ করেছেন। আবার কোনও বিপদ হলে মাথা ঠিক রাখতে পারবেন তো?

—‘আমি চেষ্টা করব?

সন্ধ্যা ফটকের ভিতরে ঢুকল এবং অরিন্দম তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলে নিজের বাসার দিকে। খানিক দূর অগ্রসর হয়েই সে দেখতে পেলে, একটা ঝোপের পাশে আগুনের ফিনিক। আরও একটু এগিয়ে দেখা গেল একটা ছায়ামূর্তি। আরও কয়েক পা এগিয়ে বোঝা গেল যে রামফল সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে।

অরিন্দম বললে, “বাঘরাজ কী চায়, কে জানে? কাল সকালে যদি দেখা যায়, কোনও খানাডোবার ভিতরে পড়ে আছে আমাদের দুজনের মৃতদেহ, তাহলে বাঘরাজ অ্যান্ড কোম্পানিকে কেউই ধরতে ছুঁতে পারবে না। অতএব খুব সাবধান রামফল, খুব সাবধান!

কিন্তু পথের মধ্যে কোনও অঘটনই ঘটল না, নিরাপদেই তারা বাসায় গিয়ে পৌছুতে পারল এবং সে-রাত্রেও কেউ তাদের শান্তিভঙ্গ করবার চেষ্টা করলে না।

পরদিনের প্রভাত। অরিন্দম তার প্রাতঃকৃত্য—অর্থাৎ ব্যায়াম প্রভৃতি সেরে খাবার ঘরে ঢুকে দেখলে, টেবিলের উপরে প্রাতরাশের সরঞ্জাম রেখে রামফল চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

অরিন্দম বললে, রামফল, আর এক ঘণ্টা পরেই তুমি জমিদারবাড়ির দিকে যাত্রা কোরো। তোমার সঙ্গে আসবেন সন্ধ্যাদেবী!

যথাসময়েই সন্ধ্যার আবির্ভাব। অরিন্দম হাস্যমুখে বললে, সন্ধাদেবী, মনে হচ্ছে আপনাকে যেন একযুগ দেখতে পাইনি। খবর কী?

—‘খবর শুভ। রাত্রে কিছুই ঘটেনি।

–কিন্তু কিছু ঘটলেও ঘটতে পারত। আমি যখন বয়েজ স্কাউট ছিলুম তখন এই শিক্ষাই পেয়েছিলুম যে, সর্বদাই প্রস্তুত থাকা উচিত। কিন্তু সন্ধ্যাদেবী, আপনাকে আজ কী সুন্দরই দেখাচ্ছে?

লজ্জিতভাবে দৃষ্টি নত করে সন্ধ্যা বললে, আমি এখানে আত্মপ্রশংসা শুনতে আসিনি।

—তাহলে শুনুন অন্য কোনও কোনও কথা—

অরিন্দম তার কাছে ধীরে ধীরে বর্ণনা করতে লাগল, বাঘরাজের বিচিত্র অবদান। কোথায় সে ব্যাংক থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা লুঠ করেছে, কোথায় সে প্রায় অর্ধকোটি টাকার সোনার থান হস্তগত করেছে এবং কোথায় সে তার পাপকর্মের অন্যতম সঙ্গী সুখনলালের বুকে ছোরা বসিয়ে দিয়েছে। সুখনলাল যতটুকু আভাস দিয়ে যেতে পেরেছে তা যদি সত্য হয়, তাহলে এই কমলপুরেই বাঘরাজের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে। এ ব্যাপারটা নিয়ে সে নিজেও যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছে এবং এখান-ওখান থেকে অল্পবিস্তর তথ্যও সংগ্রহ করেছে। তার ধ্রুব বিশ্বাস, বাঘরাজের গুপ্তধন আছে এই কমলপুরের মধ্যেই। কিন্তু কোনখানে গেলে যে তার সন্ধান পাওয়া যাবে, এ-কথা সে জানে না। তবে এটুকু অনায়াসেই অনুমান করা যায়, গুপ্তধনের কথা সে যখন জানতে পেরেছে, আর তার সন্ধানেই এখানে হাজির হয়েছে, তখন গুপ্তধন নিয়ে বাঘরাজ নিশ্চয়ই খুব শীঘ্রই এখান থেকে আবার অদৃশ্য হবার চেষ্টা করবে। বাঘরাজকে প্রতিভাবান বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। পুলিশের ও আর-সকলের চোখে ধুলো দিয়ে অত টাকার একটি বৃহৎ স্তুপ নিয়ে কেমন করে যে সে এখানে নিয়ে আসতে পেরেছে, তা ভাবলেও

অবাক হতে হয়। আবার এত টাকা নিয়ে সে অন্য কোথাও নিরাপদ ব্যবধানে সরে পড়তে চায়! বাঘরাজ অরিন্দমকে চেনে এবং তাকে একজন অত্যন্ত চতুর ও দুঃসাহসিক ব্যক্তি বলে মনে করে। কালই অরিন্দমকে মৃত্যুমুখে পড়তে হত, কেবল সন্ধ্যার উপস্থিতির জন্যেই সে রক্ষা পেয়েছে। তারপরেও সে তাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করে পথ থেকে কিছুদিনের জন্যে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল, এ-কথা সন্ধ্যা জানে! কিন্তু কেন? বেশ বোঝা যায়, অরিন্দম পুলিশের হেফাজতে থাকলে সে অনায়াসেই সেই অবসরে গুপ্তধন নিয়ে এখান থেকে সরে পড়তে পারবে। বাঘরাজের বাম হাত আর ডান হাত হচ্ছে বিজন আর মদনলাল। এদের দুজনের দিকেই এখন তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে হবে।

সন্ধ্যা বললে,'মদনবাবু তলে তলে এতসব কাণ্ড করেন, মোহনলালবাবু তার কিছুই খবর রাখেন না। আর খবর রাখবেনই বা কেমন করে? তিনি হচ্ছেন একটি ফোতোবাবু, সর্বদাই নিজের সাজপোশাক নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। সরল, কিন্তু নিরেট বোকা। এত আবোল-তাবোল বকেন যে, পিসিমা পর্যন্ত কাল রাত্রে তার উপর দারুণ চটে গিয়েছিলেন। কাল বিজনবাবুর বাড়িতে আপনার প্রাণ নিয়ে যখন টানাটানি হচ্ছিল, তিনি তখন আমাদের বাড়িতে আড্ডা জমিয়ে আবোল-তাবোল বকতে এসেছিলেন।'

অরিন্দম চিন্তিত মুখে বললে, চুলোয় যাক মোহনলালবাবুর কথা। এখন আপনাকে আমি আর যা বলতে চাই মন দিয়ে শুনুন। বিজন আর মদনলাল এখন বেশ বুঝতে পেরেছে যে, আপনার সঙ্গে আমার যথেষ্ট বন্ধুত্ব হয়েছে। তারা জানে, আমি নিজের জীবন বিপন্ন করেও আপনাকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলুম। বিশেষ বন্ধু না হলে কেউ তা করে না। সুতরাং

আমি যে তাদের গুপ্তকথা আপনার কাছে এতক্ষণে প্রকাশ করে দিয়েছি, এটাও নিশ্চয়ই তারা অনুমান করেছে। অতএব এই নাট্যাভিনয়ে তারা আপনাকেও একজন প্রধান অভিনেত্রী বলেই মনে করবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই, এর পরে আমাদের কী করা উচিত?

সন্ধ্যার দিকে অরিন্দম এমন ভাবে ঝুঁকে পড়ল যে, যাতে করে তার মুখ সে আরও ভালো করে দেখতে পায়। তার কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য সন্ধ্যাকে বুঝিয়ে দিলে, সে যা বলছে তা হচ্ছে গুরুতর কথা। সন্ধ্যা কোনও জবাব দিলে না দেখে অরিন্দম আবার বললে, আচ্ছা, আমিই না হয় ওই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। আপনার এখন কমলপুর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত।

সন্ধ্যা সবিস্ময়ে বললে, ‘কেন?

—‘অবিলম্বেই বাঘরাজ অ্যান্ড কোম্পানির সঙ্গে আমার একটা ভয়াবহ সংঘর্ষ অনিবার্য। কাজেই তারা কেবল আমাকে নয়, আপনাকেও পথ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। বাঘরাজদের গুপ্তকথা যারা জানে, তাদের কারুকেই তারা ক্ষমা করবে না। আপনার বিপদ হতে পারে সন্ধ্যাদেবী, সমূহ বিপদ হতে পারে?

সন্ধ্যা দুই ভুরু কুঁচকে কঠিন স্বরে বললে, তাদের ভয়ে আমাকে ভয় পেয়ে নিজের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে, আপনি কি এই কথাই বলতে চান?

অরিন্দম বললে, না সন্ধ্যাদেবী, আমি আপনাকে ভয় পেতে বলছি না। তবে আমার কী মনে হয় জানেন? এইসব রক্তারক্তি আর হানাহানির মাঝখানে নারীদের থাকা উচিত নয়।’

সন্ধ্যা সোজা হয়ে বসে বললে, কেন উচিত নয়? নারীরা দুর্বল, না, অরিন্দমবাবু? নারীরা দুর্বল, নারীরা ভয় পায়, নারীদের সাহস নেই! গতযুগ পর্যন্ত নারীরা এইসব অপবাদ বোবার মতো সহ্য করে এসেছে। বর্তমান কালের নারীরা এসব অপবাদ সত্য বলে মানতে প্রস্তুত নয়—আর আমি হচ্ছি বর্তমান যুগেরই মেয়ে।'

অরিন্দম বললে, দেখছি আপনার ঘটে বুদ্ধির অস্তিত্ব নেই।

সন্ধ্যা শ্লেষভরা কণ্ঠে বললে, 'প্রিয় মহাশয়, আমাকে বোকা বানাতে চাইলেও আমি ধৈর্য হারাব না। আপনি ভাবছেন আমাকে বোকা বলে গালাগালি দিলে আপনার সঙ্গে আমি সমস্ত সম্পর্ক তুলে দেব? আপনার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলে বাঘরাজদেরও শুভদৃষ্টি আমার ওপর পড়বে না। কিন্তু আমাকে এর চেয়ে ঢের বেশি কড়া গালাগাল দিলেও আপনার সঙ্গ আমি ত্যাগ করব না। যারা মাইল-কয়েক দূরে বাগানে বা পাড়াগাঁয়ে চড়িভাতি করতে গিয়ে ভাবে, মস্ত একটা অ্যাডভেঞ্চার করা হল, আমি সে-দলের মেয়ে নই অরিন্দমবাবু! আমি চাই বিপদ, আমি চাই উত্তেজনা, আমি চাই ঘটনার পর ঘটনার তরঙ্গ! ছেলেবেলা থেকে কত স্পোর্টসে যোগ দিয়েছি, দশ মাইল সাঁতারে দু-বার প্রথম স্থান অধিকার করেছি, শিখেছি ছোরা আর লাঠিখেলা, এখনও করি নিয়মিত ব্যায়াম। রাশি রাশি অ্যাডভেঞ্চারের কেতাব পড়েছি, আর পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে আমি যেন দুঃসাহসী সব নায়কদের সঙ্গে-সঙ্গেই বর্তমান আছি। আজ আমার সামনে অপেক্ষা করছে সেই রকমই কোনও অ্যাডভেঞ্চার। অরিন্দমবাবু, আপনি ভাবছেন এমন সুযোগ আমি ত্যাগ করব? কখনও না, কখনও না !'

অরিন্দম মুগ্ধনেত্রে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে রইল নীরবে। মনে মনে তার ইচ্ছা হল, এখনই নিজের বাহুবেষ্টনের মধ্যে সন্ধ্যার ওই সুকুমার তনুলতা গ্রহণ করে এবং তার গোলাপরঙিন ওষ্ঠাধরে চুম্বন করে তাকে দেয় অভিনন্দন। কিন্তু আপাতত সেই মহৎ ইচ্ছাটা কোনওক্রমে দমন করে সে বললে, ‘জীবনে আমি অনেক বোকা মেয়ে দেখেছি! তাদের বোকামি অসহনীয়। কিন্তু আপনার বোকামি কেবল সহনীয় নয়, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক—অত্যন্ত আনন্দদায়ক।’

সন্ধ্যা ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, ‘বুঝলুম। কিন্তু তার পরের কথাটা কী?’

সন্ধ্যার দুই কাঁধের উপরে দুই হাত রেখে মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে অরিন্দম বললে, বন্ধু, পরে আর কোনও কথা নেই, আছে কেবল কাজ। অতঃপর কমলপুরে যে-নাটকের অভিনয় চলবে, তাতে নায়ক হব আমি আর নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করবেন আপনিই। কিন্তু মাভৈঃ! নায়িকা বিপদে পড়লে নায়ক নিশ্চয়ই তাকে উদ্ধার না করে ছাড়বে না।’

অরিন্দমের গণ্ডদেশে একটি মৃদু চপেটাঘাত করে সন্ধ্যা বললে, ধন্যবাদ।

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে

অরিন্দম শুধোলে, তারপর?

সন্ধ্যা বললে, "আমিও একটি গল্প বলতে পারি। গল্পটা শুনেছি আমি কাল রাত্রে। তারপর কাল রাত্রে দেবিকাদেবী তার কাছে যেসব কথা স্বীকার করেছিলেন, সে তা ধীরে ধীরে খুলে বললে।

অরিন্দম খুব মন দিয়ে তার কাহিনি শ্রবণ করলে। তারপর দুই ভুরু উপরে তুলে বললে, 'আশ্চর্য ব্যাপার! দেবিকাদেবীকে কীসের জন্যে ভয় দেখিয়ে বিজন টাকা আদার করেছে? তিনি ভয় পাবেন কেন? অতীতে তিনি কি কোনও লজ্জাকর কাজ করেছেন? যৌবনেও তিনি যে সুন্দরী ছিলেন না, এটুকু অনায়াসেই অনুমান করা যায়। সুতরাং তার জীবনে গুপ্ত 'রোমান্স' থাকবার কথা নয়। সন্ধাদেবী, আপনি তার সম্বন্ধে আরও কী জানেন?'

সন্ধ্যা বললে, বিশেষ কিছুই নয়। এইটুকু কেবল জানি, বিধবা হবার পর তিনি নানাদেশি হয়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন! বাবার মৃত্যুর আগে আমি তার নামমাত্র জানতুম, কখনও তাকে চোখে দেখবার সুযোগও পাইনি। আমার বাবা মৃত্যুর কিছুদিন আগে উইলে অভিভাবিকারূপে তারই নাম করে যান। পিসিমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় বাবা মারা যাবার পরে।'

—তাহলে হয়তো তিনি যখন নানা দেশে প্রবাস যাপন করতেন, তখনই তার জীবনে কোনও না কোনও 'রোমান্সে'র ব্যাপার ঘটেছিল। আর বিজন তাকেই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করছে আপনার পিসিমার বিরুদ্ধে!

সন্ধ্যা সকৌতুকে হেসে উঠে বললে, পিসিমার জীবনে 'রোমান্স'— মরুভূমিতে গোলাপফুল! কী যে বলেন অরিন্দমবাবু!

একটা সিগারেট ধরিয়ে অরিন্দম বললে, 'রোমান্সের কথা থাক, এখন বাস্তব জগতে ফিরে আসা যাক। আচ্ছা সন্ধ্যাদেবী, কমলপুরে কোন কোন বাড়ি খুব বেশি পুরাতন? আমি আগে সবচেয়ে পুরাতন বাড়ির কথাই জানতে চাই। সুখনলাল মরবার আগে সংক্ষেপে বাঘরাজের ঠিকানা জানাবার জন্যে কোনও পুরোনো বাড়ির উল্লেখ করেছিল। এমন কোনও বাড়ি এখানে আছে কি?

কিছুমাত্র চিন্তা না করেই সন্ধ্যা বললে, 'আছে অরিন্দমবাবু। একেবারে সমুদ্রের ধারে। অনেকদিন আগে ওখানে এক সরকারি কর্মচারীর আস্তানা ছিল। তাকে আমি কখনও দেখিনি, কারণ আমার জন্মাবারও অনেক আগে তিনি ওখানে বাস করতেন। শুনেছি লোকে তাকে নিম্‌কিকা দারোগ বলেই ডাকত। তিনি কাজ করতেন লবণ বিভাগে। সমুদ্রের জল এক জায়গায় ডাঙার ভিতর দিকে খানিকটা এগিয়ে এসে যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক সেইখানেই সেই বাড়িখানা এখনও দাড়িয়ে আছে। আমার জন্মাবারও আগে থেকে বাড়িখানা খালি পড়ে আছে। কেউ সেখানে থাকতে চায় না, কারণ সেখানা হানাবাড়ি বলে বিখ্যাত। তার চেয়ে পুরোনো বাড়ি এখানে আর নেই।

অরিন্দম ভাবতে ভাবতে বললে, 'হানাবাড়ি? অনেকদিন খালি পড়ে আছে! নির্জন সমুদ্রতট! নিশ্চয়ই রাত্রে ভয়ে জনপ্রাণী সেদিকে যায় না। এ হচ্ছে দুরাত্মাদের পক্ষে আদর্শ বাড়ি। সন্ধাদেবী, বাড়িখানা কোন দিকে?

সন্ধ্যা বললে, এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে উত্তর-পশ্চিম দিকে। একলাফে অরিন্দম দাঁড়িয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি জানলার কাছে গিয়ে সাগ্রহে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে, "ওই তো উত্তর-পশ্চিম দিক। এখান থেকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত সমস্তটা দেখা যায়, মাঝখানে কোনও বালিয়াড়ি বা বনজঙ্গল নেই। উত্তম!' তারপর সে টেবিলের টানার ভিতর থেকে একটা দূরবিন বার করলে—অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবিন। জানলার ধারে গিয়ে দূরবিনটা চোখে লাগিয়ে খানিকক্ষণ সে উত্তর-পশ্চিম দিকটা ভালো করে পরীক্ষা করতে করতে বললে, 'সন্ধ্যাদেবী, একখানা বড়ো বাড়ি আমার চোখের উপরে ভাসছে। আসলে দোতলা বাড়ি, কিন্তু ছাতের উপরে তেতলায় একখানা ছোটাে ঘর আছে। বাড়িখানা যে খুব পুরাতন, দেখলেই তা বোঝা যায়। নিশ্চয়ই বহুকাল তার সংস্কার হয়নি। বাড়ির দেওয়ালের গায়ে জায়গায় জায়গায় রয়েছে অশথ কি বটগাছ। বাড়ির চারিদিকে আছে দেওয়াল, কিন্তু স্থানে স্থানে তাও ভেঙে পড়েছে।

সন্ধ্যা বললে, 'হ্যাঁ। ওই বাড়ির কথাই আমি বলছি।'

তারপর দূরবিনের মুখ সমুদ্রের দিকে ঘুরিয়েই চমকে উঠল অরিন্দম। মিনিট খানেক নীরবে কী লক্ষ করলে, তারপর দূরবিন নামিয়ে সন্ধ্যার কাছে ফিরে এসে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, সন্ধ্যাদেবী, দূরবিনটা নিয়ে আপনিও একবার সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখুন। তীর থেকে খানিক দূরে সমুদ্রের উপরে একখানা জাহাজ এসে নোঙর ফেলেছে!'

সন্ধ্যা সবিস্ময়ে বললে, জাহাজ। আজ ভোরবেলায় নিজেদের বাড়ির ছাদের উপরে আমি পায়চারি করছিলুম। কিন্তু ওদিকে চেয়ে আমি জাহাজ-টাহাজ কিছুই দেখতে পাইনি।

সে-ও দূরবিন দিয়ে যথাস্থানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে, ‘হ্যাঁ, জাহাজই বটে। অর্থাৎ মস্ত বড়ো একখানা মোটর লঞ্চ । ওখানা নিশ্চয়ই ভোরবেলায় ওখানে ছিল না, পরে এসেছে।’

অরিন্দম বললে, কিন্তু কেন এসেছে? এখানে কি নিয়মিতভাবে জাহাজ-টাহাজ আনাগোনা করে?

—না। সমুদ্রের উপরে কালেভদ্রে দেখা যায় কোনও জাহাজ।

অরিন্দম বললে, ‘এর মানে কী? সন্ধ্যাদেবী, আপনি কি আর একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন? মোটর লঞ্চখানা ঠিক সরাসরি ওই পোড়ো বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে আছে? গভীর রাত্রে জাহাজ থেকে বোটে নেমে কেউ বা কারা যদি ওই পোড়ো বাড়ির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে চায়, তাহলে কোনওই অসুবিধা হবে না, এমনকি বাইরের লোকের চর্মচক্ষুও সে-দৃশ্য দেখতে পাবে না।

সন্ধ্যা বিস্মিত ভাবে বললে, আপনি কী বলতে চান অরিন্দমবাবু?

হাতের সিগারেটের দগ্ধাবশেষটা ছাইদানে নিক্ষেপ করে অরিন্দম বললে, “আচম্বিতে ওখানে একখানা মোটর লঞ্চের উপস্থিতি অত্যন্ত সন্দেহজনক। আমার বিশ্বাস, বাঘরাজ অ্যান্ড কোম্পানি পরিপূর্ণমাত্রায় জাগ্রত হয়ে উঠেছে। অরিন্দম হচ্ছে তাদের কাছে দুরাত্মার চেয়েও নিম্নশ্রেণির জীব। সেই রাবিশ অরিন্দমই আজ এখানে তাদের গুপ্তকথা জানতে পেরে সশরীরে এসে হাজির হয়েছে। ওদের পক্ষে এটা মোটেই সুসংবাদ নয়। অতএব যথাসময়ে সাবধান হয়ে ওরা নিরাপদ ব্যবধানে সরে পড়তে চায়। ওই মোটর লঞ্চের আবির্ভাবের কারণ কী জানেন সন্ধ্যাদেবী? গভীর রাত্রের অন্ধকারে আজ এখানে মহাপ্রস্থানের পালা অভিনীত হবে।

বাঘরাজ অ্যান্ড কোম্পানির গুপ্তধন আজ ওই পোড়ো বাড়ি থেকে ওই মোটর লঞ্চের ভিতরে সরিয়ে ফেলা হবে। ব্যর্থ হয়ে যাবে পাপাত্মা অরিন্দমের সমস্ত বাহাদুরি!

সন্ধ্যা অবাকমুখে কিছুক্ষণ অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "অরিন্দমবাবু, আপনার পেশা কী? আপনি কি গোয়েন্দা?

অরিন্দম সকৌতুকে খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, নিশ্চয়ই আমি গোয়েন্দা নই! গোয়েন্দা হচ্ছেন ডাঃ সেন! তিনিও বাঘরাজ অ্যান্ড কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনও কোনও সূত্র খুঁজে পেয়ে ছদ্মবেশে এখানে এসে হাজির হয়েছেন। তিনি বাঘরাজদের গ্রেপ্তার করে সমস্ত গুপ্তধন উদ্ধার করতে চান। আমিও তাই চাই, তবে আইনের মর্যাদা রাখবার জন্যে সমগ্র গুপ্তধনের উপরে আমি কোনও দাবি করব না। কিন্তু অতঃপর দ্রষ্টব্য হবে এই—আমি জিতব না ডাঃ সেন জিতবেন?

সন্ধ্যা বললে, কিন্তু আপনি তো বললেন না অরিন্দমবাবু, আপনার পেশা কী?

এইবারে অরিন্দম সমুচ্চ কণ্ঠে হাস্য করে বললে, আমার পেশা কী? আমার হচ্ছে এক অদ্ভুত পেশা! এই পেশা অবলম্বন করে কেউ যে বিশেষ লাভবান হতে পারে এখন পর্যন্ত লোকে তা জানে না?

—কিন্তু সে পেশাটা কী অরিন্দমবাবু?

—'চোরের উপর বাটপাড়ি করা। আমিই প্রথমে আবিষ্কার করেছি এই পেশা। অপরাধীদের পেশা চুরি, ডাকাতি, খুন করা। পুলিশের পেশা চোর, খুনি, ডাকাতদের গ্রেপ্তার করা। আর আমার পেশা হচ্ছে, অপরাধী

বা পুলিশ কারুকেই আমি সাহায্য করব না। আমি পুলিশের বিরুদ্ধে যাই না, কিন্তু অপরাধীরা আমাকে পরম শত্রু বলে মনে করে। কেন জানেন? কে কোথায় অপরাধ করছে বা করবে আমি আগে থাকতে তলে তলে সেই খবর নেবার চেষ্টা করি, আর আমার সেই চেষ্টা বিফল হয় না। যথাসময়ে অপরাধীদের সামনে হাজির হয়ে আমার প্রাপ্য আমি আদায় করতে চাই। তাদের বলি, হয় তোমাদের লুঠের মালের অর্ধাংশ আমাকে দাও, নয়তো পুলিশের কাছে খবর পাঠিয়ে ষোলোআনা থেকেই তোমাদের বঞ্চিত করব,--আর সেই সঙ্গে তোমরা সবাই যাবে জেলখানায় নয়তে দুলবে ফাঁসিকাঠে। বন্ধু, সাধারণ লোকের কল্পনাতীত হলেও এ হচ্ছে চমৎকার একটি পেশা। অপরাধী না হয়েও অন্যের অপরাধের সাহায্যে নিজে লাভবান হওয়া। তারপর এর মধ্যে আছে চমৎকার রোমান্স'! একদিকে আছে পুলিশ, আর-একদিকে আছে অপরাধীর দল। এই দুই দলেরই মাঝখানে হঠাৎ আমি আবির্ভূত হয়ে নিজের প্রাপ্য আদায় করে সরে পড়ি। হিতোপদেশ হয়তো এই নীতি সমর্থন করবে না, কিন্তু আপনার মত কী সন্ধ্যাদেবী?

সন্ধ্যা বললে, এক্ষেত্রে আমার মতামত কিছুই নেই। তবে যেখানে 'রোমান্স', সেইখানেই আমি থাকতে চাই। ওই মোটর লঞ্চখানা দেখেই আপনি যথেষ্ট উত্তেজিত হয়েছেন। এইবারে আপনি কী করবেন বলুন দেখি?

অরিন্দম টেবিলের একটা প্রান্তের উপরে বসে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে, "আমি কী করব? শুনুন তবে। আমি অনুমান করছি, আজ রাত্রে ওই পোড়ো বাড়িতে এবং মোটর লঞ্চে অসাধারণ কোনও অভিনয় হবে। বারে বারে নী◌েকোয় করে ওই পোড়ো বাড়ি থেকে খেপে খেপে

গুপ্তধন যাবে মোটর লঞ্চের ভিতরে। ওই গুপ্তধনের খানিক অংশ আমি নিজেই অধিকার করতে চাই। কোনও বিপদকেই আজ আমি গ্রাহ্য করব না। আমি জানি ওই পোড়ো বাড়ির কাছাকাছি ডাঙার উপরে বহু সাবধানী চক্ষু আজ কোনও অনাহুত অতিথির জন্যে অপেক্ষা করবে। কিন্তু আজ রাত্রে আমি স্থলচর হব না, হব জলচর। সাঁতারের পোশাক পরে ঝাপ দিয়ে সাঁতার কেটে আমি যাব ওই পোড়ো বাড়ির দিকে। সমুদ্রের ভিতর থেকে কোনও বিপদ আসতে পারে, বাঘরাজদের দল এটা নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারবে না। তারপর? তারপর কী হবে, আমি জানি না। তবে চিরদিনই অবস্থা বুঝে আমি ব্যবস্থা করে আসতে পেরেছি। এবারও পারব বলেই মনে করি।

অরিন্দম টানতে লাগল সিগারেট। সন্ধ্যা মৌনমুখে খানিকক্ষণ টেবিলের উপর থেকে এটা-ওটাসেটা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করলে। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ‘‘অরিন্দমবাবু, আজকের রাত্রের অভিযানে আমি হব আপনার সঙ্গিনী!’

অরিন্দম মুখের সিগারেটটা হাতে করে নিয়ে বিস্ফারিত চক্ষে বললে, তার মানে? আপনি হবেন আমার সঙ্গিনী? আজ রাত্রে ঘটতে পারে অনেক কাণ্ডই, হানাহানি, খুনোখুন এবং আরও অনেক কিছুই! আর আমি যাব জলপথে, সাঁতার কেটে?

সন্ধ্যা হেসে উঠে বললে, ‘‘অরিন্দমবাবু, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমি দশ মাইল সাঁতার কেটে দুইবার প্রথম পুরস্কার পেয়েছি। এখান থেকে দেড় মাইল সাঁতার কাটা আমি অত্যন্ত সহজ বলেই মনে করি। আমিও আজকে আপনার সঙ্গে সমুদ্রে জলে ঝাঁপ দিতে চাই।’

অরিন্দম সবিস্ময়ে বললে, ‘তুমি—না, না, আপনি! আমার সঙ্গে সাঁতার কেটে যাবেন আপনি?’

মধুর হাস্য করে সন্ধ্যা বললে, ‘কেন যাব না? আমি যদি আপনার সঙ্গে যাই, তাহলে আপনি কি আমাকে বাধা দেবেন?

—‘নিশ্চয় দেব!’ সন্ধ্যা এগিয়ে এসে অরিন্দমের সামনে দাঁড়িয়ে পরিপূর্ণ কণ্ঠে বললে, কিন্তু কেন, কেন, কেন? আপনি বাধা দিতে চান, এর কারণ কী?

অরিন্দম টেবিলের উপর থেকে গাত্রোত্থান করে কোনও কথা না বলে আবার জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর বাইরের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার ফিরে সন্ধ্যার সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়ে বললে, ‘এর কারণ কী জানতে চাও সন্ধ্যা? আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি ইচ্ছা করি না তোমাকে কোনও বিপদের মাঝখানে দেখতে। আমি তোমকে ভালোবাসি বন্ধু আমি তোমাকে ভালোবাসি।’

সন্ধ্যা কয়েক মূহুর্ত স্থির হয়ে বসে রইল নীরবে। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে,‘অরিন্দমবাবু, ঠিক এই কারণেই আপনার সঙ্গে থাকতে চাই আমি!’

অরিন্দম বিস্মিত কণ্ঠে বললে, ঠিক ওই কারণেই? কী কারণে?

সন্ধ্যা উচ্ছসিত কণ্ঠে বললে, কারণ? কারণ, আমিও আপনাকে ভালোবাসি। এটা কি আপনি বুঝতে পারছেন না? আজ থেকে আমিও আপনার সহগামিনী হতে চাই। আপনার বিপদ হবে আমারও বিপদ। হে অদ্বিতীয় নির্বোধ ব্যক্তি, আপনি যদি বুঝেও কিছু না বুঝতে চান, তাহলে আমি কী করতে পারি বলুন?

সন্ধ্যার দুইখানি হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে গ্রহণ করে অরিন্দম অভিভূত কণ্ঠে বললে, তবে তাই হোক সন্ধ্যা। সুখে আর দুঃখে তোমাকে যদি চিরসঙ্গিনীরূপে পাই, তাহলে আমি সমস্ত পৃথিবীরও সম্রাট হতে চাই না।'

বাঘরাজের থাবার চিহ্ন

আহারাদির পর দুজনে আবার বসবার ঘরে এসে আসন গ্রহণ করলে।

অরিন্দম বললে, "এখনও ভেবে দ্যাখো সন্ধ্যা, সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার আগে ভালো করে ভেবে দাখো, সাঁতার দিতে তুমি পারবে তো? এখনও বলছি, আমার অনুরোধ, এ গোলমেলে ব্যাপারের মধ্যে তুমি নিজেকে জড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা কোরো না! আমার এই একটিমাত্র অনুরোধও কি তুমি রক্ষা করবে না?

সন্ধ্যা জোরে মাথা নেড়ে দৃঢ়স্বরে বললে, "ওই একটিমাত্র অনুরোধ ছাড়া আপনার সব অনুরোধই আমি রক্ষা করব।"

অরিন্দম হাল ছেড়ে দিয়ে বললে,'পাহাড় যদি নড়তে না চায়, মহম্মদও তাকে নাড়াতে পারবেন না। বেশ, তারপর কাজের কথাই হোক। অন্তত দুটি বিষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারো। প্রথমটি হচ্ছে এই: দেবিকাদেবীর সম্বন্ধে রহস্যটা এখনও পরিষ্কার হয়নি। আমি বাইরের লোক, তার উপরে পুরুষমানুষ। আমার পক্ষে তাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা অসম্ভব। এ ভার তোমাকেই গ্রহণ করতে হবে।'

সন্ধ্যা বললে, 'আচ্ছা, আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করে দেখব।

অরিন্দম বললে, লক্ষ্মীমেয়ে! তারপর আর-একজনের কথা নিয়েও মাথা না ঘামালে চলবে না। আমি ভূতপূর্ব-বিচারক স্যার বীরেন্দ্রনাথের কথা বলছি। তার সঙ্গে আমার পরিচয় খুব সামান্য। তিনি এখন অবসর নিয়েছেন বটে, কিন্তু এখানকার নাট্যাভিনয়ের মধ্যে তিনি কোনও প্রধান ভূমিকা গ্রহণ

করেছেন কি না! সেটা না জানলে আমাদের চলবে না। এখানে এসে আজ পর্যন্ত বাঘরাজের দেখাই তো পেলুম না। অনেককেই তো দেখছি, কিন্তু তার মধ্যে বাঘরাজ কোন জন? রাজার কথাও মাঝে মাঝে মনে হয়।’

— ‘রাজা’ আবার কে ?’

—উপাধি তার বটব্যাল। ‘রাজা’ তার ডাকনাম। স্যার বীরেন্দ্রনাথ যখন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন তারই হুকুমে রাজার সাত বছর জেল হয়। রাজা হচ্ছে ভয়ানক লোক। কিছুদিন পরে সে জেল ভেঙে পালায়, আর পালাবার আগে কয়েদিদের কাছে শাসিয়ে যায়, স্যার বীরেন্দ্রনাথের রক্ত দর্শন না করে ছাড়বে না। স্যার বীরেন্দ্রনাথ এখন কমলপুরের বাসিন্দা, কিন্তু রাজা এখন কোথায় আছে? ধরে রাজাই যদি হয় বাঘরাজ?

সন্ধ্যা বললে, রাজা হচ্ছে দাগি অপরাধী। কমলপুরে থাকলে লোক কি তাকে চিনতে পারত না? অন্তত স্যার বীরেন্দ্রনাথ তার অস্তিত্বের কথা জানতে পারতেন।

–তুমি জানো না সন্ধ্যা, রাজার মেক আপ করবার শক্তি এমন অদ্ভুত যে, তার কাছে যে কোনও বিখ্যাত অভিনেতাও এ বিষয়ে নিজেকে শিশু বলে মনে করবে। আর মস্তিষ্ক তার এমন শক্তিশালী যে, অনায়াসেই সে বাঘরাজের আসন গ্রহণ করতে পারে। ...প্রসঙ্গক্রমে হঠাৎ রাজার কথা এসে পড়ল, কিন্তু এখন স্যার বীরেন্দ্রনাথের কথাই হোক। তিনি তোমাকে কী রকম চোখে দেখেন?

সন্ধ্যা বললে, আমি তাকে দাদু বলে ডাকি, আর তিনিও ডাকেন আমায় দিদি বলে।’

—সুসংবাদ! স্যার বীরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে তোমার কী কর্তব্য হবে, সেকথা পরে বলব। অতঃপর আজকের রাত্রের কর্তব্যের কথা শোনো। তুমি আমার সঙ্গে যখন অগাধ জলে না ভেসে ছাড়বে না, আর আজকে যখন আমাদের যাত্রা করতে হবে জলপথেই, তখন উপরকার জামাকাপড়ের তলায় একটা সাঁতারের পোশাক পরে তোমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে যথাসময়েই। আর এই জিনিসটা তোমার কোমরবন্ধে বেঁধে রেখো। অরিন্দম টেবিলের কাছে গিয়ে একটা টানার ভিতর থেকে বার করলে একটি ছোটো রিভলভার আর একটা ছোট্ট থলি বা ব্যাগ। তারপর থলির ভিতরে রিভলভারটা পুরে বললে, এই থলিটা হচ্ছে ওয়াটার প্রুফ'। তুমি জলে ঝাঁপ খেলেও রিভলভার ভিজবে না। নাও। হ্যাঁ, ভালো কথা, তুমি কখনও রিভলভার ছুড়েছ?

সন্ধ্যা হেসে বললে, "অরিন্দমবাবু, শুনেছেন তো আমি একটা গেছো মেয়ে! লাঠি খেলা, ছোরা খেলা শিখেছি, অল্পস্বল্প রিভলভার ছুড়তেও কি শিখিনি বলে মনে করেন?

সন্ধ্যার দুই কাঁধের উপরে দুই হাত রেখে স্থির দৃষ্টিতে তার চোখের পানে চেয়ে অরিন্দম বললে, 'বীরনারী, মার্জনা করো আমার সন্দেহকে।'

সন্ধ্যা উঠে দাঁড়িয়ে বললে,'এইবার আমার বিদায় নেবার সময় হয়েছে। তাহলে আজ রাত্রে কখন এসে আপনার সঙ্গে দেখা করব?'

—আটটা নাগাদ। ততক্ষণ পর্যন্ত খুব সাবধান! বাঘরাজ আর বাঘের বাচ্চাদের তুমি চেনো না। যে-কোনও মুহূর্তে তারা যে-কোনও অভাবিত কাণ্ড করতে পারে। আমার এই কথাগুলো তুমি ভালো করে মনে রেখো। চেনা আর অচেনা কোনও মানুষকেই এতটুকুও বিশ্বাস কোরো না। কোনও

ছোটোখাটো ঘটনাকেও তুচ্ছ বলে মনে কোরো না। তোমার চারিদিকেই অজানা সব ফাদ থাকতে পারে, কিন্তু নভেলের নির্বোধ নায়িকার মতো যেন প্রথম ফাদের ভিতরই পদার্পণ কোরো না।

বাড়ির সদর দরজার কাছে এসে দুজনে আবার সামনাসামনি হয়ে দাঁড়াল। দুজনেই দুজনের হাত ধরে চেয়ে রইল পরস্পরের মুখের দিকে।

তারপর সন্ধ্যা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'প্রিয়তম, আমার কেমন ভয় করছে। নিজের জন্যে নয়, তোমার জন্যে। বোধহয় প্রেমের ধরনই এই বিপদের এই বেড়াজালের ভিতরে রাত আটটা পর্যন্ত তোমাকে আমি না দেখে কেমন করে থাকব?

অরিন্দম গাঢ় দৃষ্টিতে সন্ধ্যার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললে, 'আমি হচ্ছি দুর্ভেদ্য দুর্গের চেয়েও নিরাপদ। ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী আমার কোষ্ঠী বিচার করে বলেছেন, নব্বই বৎসর বয়সে নিজের দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করে আমি ত্যাগ করব অন্তিম নিশ্বাস। তারপর তুমি কি মনে করো, তোমার মতন বন্ধুকে লাভ করবার আগে আমি গিয়ে পড়ব বাঘরাজের মালের ভিতরে? নয়, নয়, কখনও নয়!

তারপর সদর দরজার সামনে দাড়িয়ে তারা আরও কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিলে। এই সময়ের মধ্যে তারা যে কী করলে আর কী যে করলে না, সে সংবাদ বাইরে প্রচার করবার দরকার নেই। যারা প্রেমিক, যারা হৃদয় হারিয়ে ফেলেছেন, তারা অনায়াসেই না বললেও আসল ব্যাপার উপলব্ধি করতে পারবেন। আর যারা তা পারবেন না, তাদের ব্যাখ্যা করে কিছু বলবারও আবশ্যক নেই।

সন্ধ্যা পা চালিয়ে দিলে নিজের বাড়ির দিকে এবং চলতে চলতে ভাবতে লাগল নানাকথা। তার পিসিমার সম্বন্ধে অরিন্দমবাবুর এতখানি কৌতুহল কেন? তাকে কি তিনি সন্দেহ করেন? কিন্তু কী রকম সন্দেহ? তিনি কি মনে করেন তার পিসিমাও এই চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত আছেন? বাঘরাজ কমলপুরে বিদ্যমান, সে নিজেও কমলপুরের সকলকে চেনে, কিন্তু তাদের মধ্যে বাঘরাজের মতো কোনও লোক থাকতে পারে বলে তার মনে হয় না। তার পিসিমার প্রকৃতিও যথেষ্ট সন্দেহজনক ও রহস্যময়! অতীত জীবনে দেশে দেশে তিনি কেন যে ঘুরে বেড়াতেন, তারও কোনও কারণ আবিষ্কার করা যায় না। নিজের অতীত জীবনের কোনও কথাই তিনি তার কাছে খুলে বলেননি। এক বাড়িতে বাস করেও সে যেন তার পিসিমার কাছ থেকে অনেক তফাতে পড়ে আছে। হয়তো অরিন্দমবাবুর বিশ্বাস, বাঘরাজ–এই ছদ্মনামের আড়ালে আত্মগোপন করে আছেন তার পিসিমা দেবিকাদেবীই।

এই পর্যন্ত ভেবেই সন্ধ্যার বুকের কাছটা কেমন যেন শিউরে উঠল! তবে কি সে বাস করছে বাঘরাজের সঙ্গে এক বাড়িতেই! বিজনবাবু খুব সম্ভব দেবিকাদেবীর আসল গুপ্তকথা জানেন। আর সেই কথা প্রকাশ করে দেবেন বলে ভয় দেখিয়েই তার পিসিমার কাছ থেকে কঁড়ি কাঁড়ি টাকা আদায় করেন।

এইসব ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যা যখন নিজের বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল, তখন তার মন রীতিমতো বিচলিত হয়ে উঠেছে।

বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে সে বৈঠকখানার দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু দরজা ঠেলে বুঝলে, ভিতর দিক থেকে তা বন্ধ। সন্ধ্যা দরজার উপরে করাঘাত করলে।

ভিতর থেকে দেবিকাদেবীর কর্কশ কণ্ঠে শোনা গেল, কে?'

—'আমি সন্ধ্যা।'

দেবিকাদেবী বললেন, 'আমি এখন অত্যন্ত ব্যস্ত। তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারব না।'

—পিসিমা তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।'

—'এখন আমার কোনও কথা শোনবার সময় নেই। তুমি উপরে নিজের ঘরে যাও। আমার কাজ শেষ হলে পর আমি নিজে তোমার সঙ্গে দেখা করব?

সন্ধ্যা অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, এই লুকোচুরির কারণটা কী? কী নিয়ে পিসিমা এতটা ব্যস্ত হয়ে আছেন? তার মন অত্যন্ত কৌতুহলে পূর্ণ হয়ে উঠল, সে পা টিপে টিপে বাড়ির বাইরেকার বাগান দিয়ে বৈঠকখানার জানলাগুলোর দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু ফ্লোরের উপর বৈঠকখানাঘর, বাগানে দাঁড়িয়ে উঁচু জানলা পর্যন্ত মুখ পৌঁছোয় না। সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে শুনতে পেলে, দেবিকাদেবী ও আর একজন পুরুষমানুষ নিম্নস্বরে কথাবার্তা কইছে।

পুরুষের কণ্ঠস্বর বলছে, এই মোড়কের ভিতরে যে গুড়ো আছে, তা হচ্ছে নিরাপদ। আজ বৈকালে এই গুড়োটা লুকিয়ে তুমি সন্ধ্যার চায়ের পেয়ালায় ফেলে দিয়ো। চা পান করবার পর সে এমন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে যে, কাল সূর্যোদয়ের আগে আর চোখ খুলতে পারবে না। তুমি

তাকে এই ঘরের কোনও সোফার উপরে শুইয়ে রেখো, সন্ধ্যার পর সন্ধ্যাকে নিয়ে আমি স্থানান্তরে চলে যাব।'

দেবিকাদেবী বললেন, ওসব খুনোখুনির ব্যাপারে আমি নেই।

—বিশ্বাস করো, সন্ধ্যার মতো সুন্দরী মেয়েকে আমি খুন করব না। কাল সকালে জাগবার পরে কেবল তার মাথাটা খানিকক্ষণ ধরে থাকবে।'

দেবিকাদেবী বললেন, শয়তান!

—বেশ আমি না হয় শয়তান, কিন্তু তুমি এতটা সাধু হলে কবে থেকে? আমার কাছে তোমার সাধুতার অভিনয় ফলপ্রদ হবে না। এখন যা বলছি, মন দিয়ে শোনো। সন্ধ্যাকে আমি বিবাহ করতে চাই।'

—অসম্ভব?

—কেন অসম্ভব? পাত্র হিসাবে আমি কি অযোগ্য? আমি সুচতুর, বিদ্বান, স্বাস্থ্যবান—আর সবচেয়ে যা লোভনীয়, আমি হচ্ছি ধনবান। আমি যৌবনের সীমা পার হয়ে এসেছি বটে, কিন্তু লোকে এখনও আমাকে দেখে যুবক বলেই মনে করে। সন্ধ্যাকে আমি ভালোবাসি, তাই বৃদ্ধ হবার আগে তাকে বিবাহ করতে চাই।'

—'পাগল?

—"আমাকে পাগল বলছ কেন?

—"হাঁ, আমি তোমাকে আবার পাগল বলেই ডাকব। এই যে তুমি টাকার এত জাঁক দেখাছ, তবে তুচ্ছ বিশ হাজার টাকা আমাকে দিতে হবে বলে এত ইতস্তত করছ কেন?

—'একটুও ইতস্তত আমি করব না, যদি সন্ধ্যাকে আমার হাতে তুলে দাও। সে সজ্ঞানে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে যাবে না, তাই তাকে আমি অজ্ঞান করেই এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই।'

—'ও কথা রাখে। তোমরা খেপে খেপে আমার কাছ থেকে কত টাকা আদায় করেছ, তা কি তোমার মনে আছে?'

—মনে আছে, সব মনে আছে। যখন টাকার দরকার হয়েছিল, তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি। এখন সন্ধ্যাকে আমার দরকার হয়েছে, তাই তোমার কাছ থেকে তাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি। আপত্তি করবার সাহস তোমার আছে? জানো, আমি যদি মুখ খুলি, তাহলে তোমার অবস্থাটা হবে কী রকম?

দেবিকা ধীরে ধীরে বললেন, জানি না। তবে একথা জানি যে, আজ কয়েক বৎসর ধরে তুমি আমার জীবনকে করে তুলেছ বিষময়। এ জীবন আর আমার সহ্য হচ্ছে না। পুলিশের কাছে তোমার কথা যদি ফাঁস করে দিই, তাহলে তারা নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করবে।

লোকটা চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বললে, তোমার প্রলাপ শোনবার সময় আমার নেই, এখন আমি উঠলুম। কিন্তু যাবার সময় শেষবারের মতো বলে যাই, আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে কিছুতেই তুমি নিস্তার পাবে না। আমি যা আদেশ দিলুম, অক্ষরে অক্ষরে তা পালন কোরো। তারপরই ঘরের দরজা খোলার শব্দ হল।

কে এই আগন্তুক? সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি বাড়ির সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল এবং তারপর দেখলে, আগন্তুক এর মধ্যেই দ্রুতপদে বাগানের ফটকের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে।

তাকে ভালো করে দেখবার বা চেনবার অবসর সে পেলে না, কারণ সেই মুহূর্তেই দেবিকাদেবীও বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সে স্যাঁৎ করে সরে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। এবং সেইখান থেকেই উঁকি মেরে বিপুল বিস্ময়ে দেখলে, দেবিকার হাতে রয়েছে একটা বন্দুক।

দেবিকা বন্দুকটা তুলে ধরলেন এবং স্থির হস্তে টিপে দিলেন বন্দুকের ঘোড়া। বন্দুকের গর্জনে সাড়া পড়ে গেল পাখিদের ভিতরে। সন্ধ্যা সভয়ে দেখলে, আগন্তুক টলটলায়মান অবস্থায় ফটক পেরিয়ে কয়েকপদ অগ্রসর হয়ে লুটিয়ে পড়ল ভূমিতলে।

সমস্ত লুকোচুরি ভুলে সন্ধ্যা ছুটে গিয়ে দাঁড়াল দেবিকাদেবীর পাশে। তারপর আর্তস্বরে শুধোলে, ও কে পিসিমা? তুমি কী করলে?

অত্যন্ত সহজ স্বরে দেবিকা বললেন, বোধহয় আমি ওকে খুন করতে পেরেছি। তুমি চুপ করে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি দেখে আসি। তিনি হন হন করে ফটকের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর দেখলেন, মাটির উপরে লম্বমান একটা মূর্তি, আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে তার দুটো আড়ষ্ট চোখ!

দেবিক বন্দুকটা মাটির উপরে স্থাপন করে হেট হয়ে মূর্তির বুকের উপরে হাত দিয়ে অনুভব করলেন, তার হৃৎপিণ্ডের গতি বন্ধ হয়ে গিয়েছে কি না।

তারপরেই সন্ধ্যা শুনতে পেল নারীকণ্ঠে তীব্র এক আর্তনাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলে, দেবিকাদেবী দাঁড়িয়ে উঠে দুই হাতে নিজের মুখ চেপে ধরলেন। সন্ধ্যা বেগে ছুটে গেল ফটকের কাছে—তারপর ভীতু চক্ষে

দেখতে পেলে, দেবিকার দুই হাতের আঙুলগুলোর ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়ছে রক্তের ধারা সেখানে নেই তৃতীয় ব্যক্তির চিহ্নমাত্র!

বন্দুকটা মাটির উপরে রাখতেই সে আমাকে ধরে ফেললে—তার হাতে ছিল একখানা ছোরা!

দেবিকা মুখের উপর থেকে হাত নামিয়ে বললেন, এই দাখো!

সন্ধ্যার সর্বাঙ্গের উপর দিয়ে খেলে গেল একটা শিহরন! দেবিকার কপালের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত রয়েছে রক্তে পরিপূর্ণ একটা ভয়াবহ ক্ষতচিহ্ন!

সন্ধ্যা প্রচণ্ড ক্রোধে অভিভূত হয়ে বললে, কোন দিকে গেছে সেই পাষণ্ডটা? আমি তাকে দেখতে চাই।'

কিন্তু সে অগ্রসর হবার চেষ্টা করতেই দেবিকা দৃঢ়মুষ্টিতে তার একখানা হাত চেপে ধরে বললেন, বোকামি কোরো না বাছা! ওর পিছন পিছন যাওয়া মানেই হচ্ছে আত্মহত্যা করা। আর কখনও এমন কাজ করবে না"—এই কথা বলতে বলতে সে বেগে ছুটে চলে গিয়েছে।'

—'কে সে?'

—সবাই তাকে 'বাঘরাজ বলে জানে! আমার মুখের উপরে রেখে গিয়েছে সে তার থাবার চিহ্ন! আমি ভগবানের নামে শপথ করছি, দেখে নেব—তাকে আমি দেখে নেবই নেব! তাকে লুটিয়ে পড়তে হবে আমার পায়ের তলায়! ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে, তাকে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে আমার কাছে—তাকে—'

—পিসিমা, পিসিমা—'

ক্রুদ্ধ ও রক্তাক্ত কোনও বন্য জীবের মতো সন্ধ্যার দিকে ফিরে দেবিকা গর্জন করে বলে উঠলেন, "চলে যাও ’

—পিসিমা, ওই লোকটাই কি ভয় দেখিয়ে তোমার কাছ থেকে টাকা আদায় করে?

—চলে যাও!

—‘ওরই নাম কি বাঘরাজ?

তীব্রস্বরে দেবিকা বললেন, আর আমাকে জ্বালাতন কোরো না! এখান থেকে চলে যাও, চলে যাও, চলে যাও!

সন্ধ্যা আর কোনও কথা কইতে ভরসা করলে না।

বাঘের বাচ্চাদের কাণ্ড

সে-রাত্রে আকাশে ছিল সপ্তমীর আধখানা চাঁদ।

ঘরের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত করে অরিন্দম বললে, সমুদ্রের ধারে খোলা জায়গায় সপ্তমীর চাঁদের আলোতেও খানিকটা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। সন্ধ্যা, আজ চন্দ্রকেও বন্ধু বলে মনে হচ্ছে না। অন্তত তার মুখে মেঘের ঘোমটা থাকলেও খানিকটা আশ্বস্ত হতুম।

সন্ধ্যা বললে, সাঁতার কেটে আমরা যখন হানাবাড়ির সামনেকার ওই মোটর লঞ্চের কাছে গিয়ে পৌঁছোব, ততক্ষণে চাঁদ বোধহয় মিলিয়ে যাবে।'

তাদের দুজনেরই পরনে তখন কালো রঙের সাঁতারের পোশাক এবং দুজনেরই কোমরবন্ধের সঙ্গে বাধা আছে দুটাে 'ওয়াটারপ্রফ' ব্যাগ।

অরিন্দম বললে,'ঘড়ির কাঁটা রাত নয়টার কাছাকাছি গিয়েছে। আজ দিনের বেলায় দূরবিন দিয়ে আমি দেখেছি, হানাবাড়ির কাছ থেকে একটা মোটর বোট বারবার ওই মোটর লঞ্চখানার দিকে আনাগোনা করেছে। এর মানে কী জানো সন্ধ্যা? ওরা গুদাম সাবাড় করছে।'

—'গুদাম সাবাড় করছে?

—'হ্যাঁ, অর্থাৎ বাঘরাজের গুপ্তধন গিয়ে উঠছে মোটর লঞ্চের ভিতরে। আজ রাতেই ওরা বোধ হয় কমলপুরের মায়া ত্যাগ করবে। চলো, আর দেরি করা নয়। রামফল? রামফল দরজার কাছেই ছিল, ডাক শুনে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল।

—'রামফল! রাত বারোটার ভিতরে আমি যদি বাসায় ফিরে না আসি, তাহলে তুমি ডাঃ সেনের কাছে গিয়ে সব খবর দিয়ো!"

—"যে আজ্ঞে '

অরিন্দম ও সন্ধা বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল। বাড়ি থেকে সমুদ্রের জলের কাছে যেতে গেলে বেশ খানিকটা পথ পার হতে হয়। তারা দুজনে পরস্পরের হাত ধরাধরি করে চলতে লাগল। কিন্তু বেশিক্ষণ তাদের চলতে হল না। আচম্বিতে একটা আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন এবং আর্তকণ্ঠের চিৎকার শুনে দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সন্ধ্যা সচমকে বললে, 'কে গুলি ছুড়লে, আর কেই-বা আর্তনাদ করলে অরিন্দমবাবু?

—'আমিও সেই কথাই ভাবছি সন্ধা! মনে হচ্ছে, শব্দ দুটাে এসেছে যেন দূরের ওই বালিয়াড়ির কাছ থেকে। এখানে বাঘরাজের শত্রু আছে মাত্র দুজন—আমি আর ডাঃ সেন। তবে কী—' বলতে বলতে অরিন্দম থেমে গিয়ে খানিকক্ষণ নীরব হয়ে রইল। তারপর আবার বললে, সন্ধ্যা, তুমি এখানে একটু দাঁড়াও। আমি চুপিচুপি গিয়ে ব্যাপারটা কী দেখে আসি।

সন্ধ্যা বললে, 'একযাত্রায় পৃথক ফল হয় না বন্ধু! আমিও সঙ্গে যাব।'

অরিন্দম এর মধ্যে বুঝে নিয়েছে সন্ধ্যার আসল প্রকৃতি। যখন গোঁ ধরেছে তখন নিশ্চয়ই সে তার সঙ্গ আজ ছাড়বে না। অতএব তর্কাতর্কি করে সময় না কাটিয়ে সে বললে, "বেশ, তাহলে এসো। কিন্তু ব্যাগের ভিতর থেকে রিভলভারটা বার করে নাও। আর তোমাকে আসতে হবে আমার পিছনে পিছনে?

চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে করতে অরিন্দম অগ্রসর হল দ্রুতপদে। কিছুক্ষণ পরেই তারা সেই বালির টিপিটার কাছে এসে পড়ল।

অস্পষ্ট চাদের আলোয় ভালো করে নজর চলে না বটে, কিন্তু বেশ বোঝা গেল সেখানে নেই জনপ্রাণীর অস্তিত্ব।

কিন্তু সেখানে ছিল একটা সন্দেহজনক ঝোপ। অরিন্দম নিজের রিভলভার প্রস্তুত রেখে সেই ঝোপের ভিতরটা একবার পর্যবেক্ষণ করতে গেল।

সে যখন ঝোপের খুব কাছে এসে পড়েছে, তখন হঠাৎ ঝোপটা দুলে দুলে উঠল! অরিন্দম কর্কশ কণ্ঠে বললে, কে আছ ঝোপের ভিতরে? বেরিয়ে এসো। নইলে এখনই আমি গুলি ছুড়ব।"

হঠাৎ একটা পরিচিত কণ্ঠস্বরে শোনা গেল, বটে, বটে, বটে। আর গুলি ছুড়ো না বাবা, আমি গুলিখোর নই—আমার পক্ষে একটা গুলিই যথেষ্ট!' বলতে বলতে ঝোপের ভিতর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এল এক মূর্তি।

সন্ধ্যা বলে উঠল, কে আপনি?

গলা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি আমাদের মোহনলালবাবু! মূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে আসতে বললে, ঠিক ধরেছ, ঠিক ধরেছ মনে হচ্ছে আমি যেন সন্ধ্যার সঙ্গেই কথা কইছি।

সন্ধ্যা বললে, 'মোহনলালবাবু, এখানে গুলি ছুড়লে কে? আর চেঁচিয়েই বা উঠল কে?

মোহনলাল একেবারে তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, 'গুলি ছুড়েছিল কে, তা আমি শপথ করে বলতে পারব না। তবে চেঁচিয়ে উঠেছিলুম যে আমি, একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে পারি।

—'চেঁচিয়ে উঠেছিলেন আপনি?'

—‘হ্যাঁ গো, হা! গুলি খেলে মানুষ ইচ্ছার বিরুদ্ধেও চেঁচিয়ে উঠতে বাধ্য হয়।

—‘আপনি কি আহত?

—‘কতকটা তাই বটে। গুলি খেয়ে প্রথমটা আমি আচ্ছন্নের মতন হয়ে গিয়েছিলুম, কিন্তু এখন সে-ভাবটা সামলে নিতে পেরেছি।

—কিন্তু এ কীর্তি কার? বাঘরাজের?

—তাই নাকি, তাই নাকি? তাহলে বাঘরাজের নাম তুমিও শুনেছ? বেশ, বেশ, বেশ! তবে হলপ করে বলতে পারি, বাঘরাজ আমাকে মারবার জন্যে রিভলভার ছোড়েনি। নিশ্চয়ই এ তার চালাচামুণ্ডার কাজ! তাদের আমি দেখতেও পেয়েছি—দুজন লোক। কিন্তু অস্পষ্ট আলোয় তাদের চিনতে পারিনি।’

অরিন্দম শুধোলে, লোকদুটো গেল কোন দিকে?

—লম্বা দৌড় মারলে ওই হানাবাড়ির দিকে।

সন্ধ্যা বললে, মোহনলালবাবু, দেখি আপনার কোথায় লেগেছে? এ কী! ঝাপসা আলোয় এতক্ষণ দেখতে পাইনি, আপনার মাথার উপর থেকে মুখ বেয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে যে!

মোহনলাল বললে, এ নিয়ে তুমি বেশি মাথা ঘামিয়ো না সন্ধ্যা। গুলিটা আমার মাথার ওপরটা অল্প একটু ছুঁয়ে চলে গিয়েছে। প্রথমে ভেবেছিলুম, আমার খুলিটাই বুঝি ফট করে ফেটে গেল, কিন্তু এখন বেশ বুঝতে পারছি আমার খুলির সঙ্গে গুলির সম্পর্ক বেশি ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি।'

অরিন্দম বললে, মোহনলালবাবু, এইখানে বসে পড়ুন। আপনার মাথায় একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিই।

মোহনলালের কোনও আপত্তিই সে শুনলে না, জোর করে তাকে সেখানে বসিয়ে তার মাথায় বেঁধে দিলে ব্যান্ডেজ। যে কাজে সে আজ বেরিয়েছে, যে-কোনও মুহুর্তে অনেক কিছুরই দরকার হতে পারে। তার ব্যাগের ভিতরে ছিল দরকারি সব সরঞ্জামই।

মোহনলাল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বড়োই মজার কথা, বড়োই মজার কথা!

সন্ধ্যা বললে, এই আবার আপনি ভাঁড়ের মতো কথা কইতে শুরু করলেন। মজার কথা আবার কী?

মোহনলাল সকৌতুকে হেসে উঠে বললে, বলে কী, বলো কী? মজার কথা নয়? চোখের সামনে আমি কী দেখছি! বাবু অরিন্দম আর বিবি সন্ধ্যা অঙ্গে ধারণ করেছেন সাঁতারের পোশাক! আজব ব্যাপার আজব ব্যাপার! বাংলা দেশের শ্রীমান আর শ্রীমতীরা আজকাল কি বিলাতের সায়েব-মেমের মতো সাঁতারের পোশাক পরে জলবিহার করতে যায়! আমি তো বিলাতেও গিয়েছি। কিন্তু সেখানেও সায়েব-মেমদের তো এমন অসময়ে.সমুদ্রযাত্রা করতে দেখিনি! বেশ, যান অরিন্দমবাবু। কিন্তু খুব সাবধান, ওই হানাবাড়ির সামনেকার সমুদ্রের জল বিভীষিকাময়! লোকে বলে, রাত্রে ওখানে শ্রীযুক্ত প্রেত আর শ্রীমতি প্রেতিনির দল জলকেলি করে বেড়ায়। কিন্তু সবই হচ্ছে আজব ব্যাপার, আজব ব্যাপার! অতঃপর আমি নিজের বাড়ির দিকে ধাবমান হলুম—নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার!' বলতে বলতে সেখান থেকে সে হন হন করে চলে গেল।

সন্ধ্যা বললে, 'মোহনলালবাবু ভাঁড়ামি করেন বটে, তবে মানুষ হিসাবে উনি মন্দ লোক নন। কিন্তু এই অসময়ে উনি এখানে এসেছিলেন কেন? আর কেনই বা উনি আক্রান্ত হলেন?

অরিন্দম বললে, বাঘরাজের জন্যে ওঁর মনেও কৌতুহল জেগেছে বোধহয়। কানাঘুষোয় সম্ভবত উনি কোনও কোনও কথা শুনেছেন। উনি মদনলালের নিজের ভাই না হলেও তার সঙ্গে এক-বাড়িতেই থাকেন। হয়তো দৈবগতিকে উনি কোনও গোপনীয় খবর জানতে পেরেছেন। এখানে ওই রহস্যময় মোটর লঞ্চখানার আকস্মিক উপস্থিতির কারণও উনি জেনে ফেলেছেন দৈবগতিকে । তাই নির্বোধের মতো শখের গোয়েন্দাগিরি করবার জন্যে হানাবাড়ির দিকে যাত্রা করেছিলেন। বাঘরাজ যে এখানে আনাচে-কানাচে প্রহরী মোতায়েন করে রেখেছে এতটা উনি আন্দাজ করতে পারেননি। ফলে রহস্যের চাবি খোঁজবার জন্যে সন্তপর্ণে মোহনলালবাবুর এদিকে আগমন, আর সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারের উত্তপ্ত গুলি-ভক্ষণ! আমি এইটুকু পর্যন্ত অনুমান করতে পেরেছি, কিন্তু এসব ভেবে এখন আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। তাড়াতাড়ি পদচালনা করো, আমাদের এখন অগাধ জলে সাতার কাটতে হবে।'

কে বাঘরাজ?

সমুদ্রের ঢেউরা তখন আধা-চাঁদের আলোয় রচনা করছিল মানিকমালা। জল-জগতে বসেছে গানের জলসা, জলতরঙ্গ সংগীতে মুখরিত হয়ে উঠছে ছন্দে ছন্দে মধুর আনন্দ মানুষের পৃথিবী তখন ঘুমিয়ে পড়েছে পরম শান্তির কোলে। সেইসব দেখতে দেখতে এবং শুনতে শুনতে সমুদ্রের তরঙ্গবহুল আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করলে অরিন্দম ও সন্ধ্যা।

প্রথম খানিকক্ষণ তারা কেউ কারুর সঙ্গে বাক্যবিনিময় করলে না। তারপর অরিন্দম শুধোলে, সন্ধ্যা, কোনও কষ্ট হচ্ছে না তো?'

সন্ধ্যা বললে, কষ্ট নয় অরিন্দমবাবু, আপনার প্রশ্ন শুনে আমার রাগ হচ্ছে। আগেই তো বলেছি, আমি হচ্ছি জলের পোকা, সাঁতার দিয়ে দশ-বারো মাইল অনায়াসে পার হয়ে যেতে পারি। ওরকম বাজে প্রশ্ন আর করবেন না?

অরিন্দম হেসে বললে, "বেশ, তা আর করব না। তবে তোমাকে আমি জলের পোকা বলে ভাবতে পারব না। বরং আমি তোমাকে 'মার-মেড' অর্থাৎ মৎস্যনারী বলে ডাকতে পারি। তাতে তোমার আপত্তি নেই তো?'

সন্ধ্যা কোনও উত্তর না দিয়ে হঠাৎ ডুব মেরে জলের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরে অরিন্দমকে ছাড়িয়ে খানিক তফাতে গিয়ে আবার ভেসে উঠল জলের উপরে।

অরিন্‌দম বললে, সন্ধ্যা, নিরস্ত হও। আজ আমরা সাঁতার প্রতিযোগিতায় আসিনি। তুমি একলা বেশি দূর এগিয়ে গেলে বিপদের

সম্ভাবনা আছে। আমাদের যেতে হবে একসঙ্গেই দরকার হলে আমরা পরস্পরকে সাহায্য করতে পারব।'

আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল নীরবতার ভিতর দিয়ে। তাদের চারিদিকে তখন তরঙ্গ-দলের কলরব ছাড়া শোনা যাচ্ছে না আর কোনও রকম ধ্বনি।

পাশাপাশি ভেসে যেতে যেতে অরিন্দম বললে, 'আমরা মোটর লঞ্চের খুব কাছে এসে পড়েছি। লঞ্চের ভিতরে আলো জ্বলছে, দেখতে পাচ্ছ তো?"

—'হ্যাঁ অরিন্দমবাবু। কিন্তু হানাবাড়ির দিকে চেয়ে দেখুন। বাড়িখানা খুব অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তার কোথাও আলো জ্বলছে না।'

—'তার মানে, বাড়ির সবাই এখন লঞ্চের উপরে এসে উঠেছে। ওদের তোড়জোড় সব বোধহয় শেষ হয়ে গিয়েছে। আর কোনও কথা নয়।'

দুজনে সাঁতার কাটতে লাগল আবার মৌনমুখে। সন্তরণে সন্ধ্যার নিপুণতা দেখে অরিন্দম মনে মনে বিস্ময় অনুভব করলে। সে যেন বিনা চেষ্টায় জলচর প্রাণীর মতো স্বাভাবিকভাবেই জল কেটে নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে!

অরিন্দম সন্ধ্যার কানে কানে বললে, বন্ধু, তুমি আমার চেয়েও ভালো সাঁতারু।

সন্ধ্যা বললে, অভিনন্দনের জন্যে ধন্যবাদ! কিন্তু আমরা লঞ্চের খুব কাছেই এসে পড়েছি। একটা আলোর সামনে দিয়ে একটা মূর্তি এদিক থেকে ওদিকে চলে গেল। হয়তো লঞ্চের উপরে পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে।

—হতেও পারে। আর-একটু এগিয়েই আমাদের আরও হুঁশিয়ার হতে হবে। তারপর গোটাকয়েক ডুব সাঁতার দিয়ে আমাদের পৌছোতে হবে একেবারে লঞ্চের পাশে।

আর কিছুক্ষণ পরেই তারা গিয়ে হাজির হল যথাস্থানে।

চাঁদ তখন বিদায় নিয়েছে। চারিদিকে দুলছে অন্ধকারের যবনিকা। এবং সেই যবনিকা ফুটাে করে বাইরে বেরিয়ে আসছে লঞ্চের কয়েকটা আলোর শিখা। সেখানেও জলকল্লোল ছাড়া পাওয়া যায় না জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ।

সন্ধ্যার কানে কানে অরিন্দম বললে, ‘‘এরকম স্তব্ধতা অস্বাভাবিক। বাঘরাজ অ্যান্ড কোম্পানি এর মধ্যেই কি নিদ্রাদেবীর আশ্রয়গ্রহণ করেছে? মোটর লঞ্চখানা আজ রাত্রে কি এইখানেই অবস্থান করবে? এই দুটো প্রশ্নেরই কোনও সঙ্গত উত্তর মনে আসছে না।’

অরিন্দমের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সন্ধ্যা বললে, ‘হয়তো তারা এখানে আসেনি, কমলপুরেই আছে।

–কিন্তু তুমি মোহনলালবাবুর মুখেই শুনলে তো তার উপরে গুলিবৃষ্টি করে দুটাে লোক এইদিকেই ছুটে এসেছে। আর লঞ্চের ভিতরে কেউ যে এখনও জেগে চলাফেরা করছে এটাও তো একটু আগে তুমি নিজের চোখেই দেখেছ।

—‘আমি কিছুই বুঝতে পারছি না অরিন্দমবাবু!

—আর কিছুই বোঝবার দরকার নেই। আমরা যে-কোনও বিপদের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছি। এখন লঞ্চের উপরে ওঠা নিয়েই কথা। কিন্তু

এখানে উপরে ওঠবার কোনও অবলম্বনই খুঁজে পাচ্ছি না। লঞ্চের পিছন দিকে চলো, সেখানে একখানা 'জলিবোট বাধা থাকলেও থাকতে পারে।'

অরিন্দমের অনুমান মিথ্যা নয়। লঞ্চের পিছন দিকে বাধা ছিল একখানা জলিবোট। দুজনেই তার উপরে উঠে বসল। তারপর সেখান থেকে লঞ্চের উপরে গিয়ে উঠতে তাদের কোনওই বেগ পেতে হল না। সেখানে একটা আলো জ্বলছিল। দুজনেই এদিকে-ওদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বুঝলে, তাদের সাদরে বা অনাদরে অভ্যর্থনা করতে পারে এমন কোনও লোকই সেখানে হাজির নেই। এ যেন জনশূন্য জলযান! এই বিজনতা সন্দেহজনক বলে মনে হয়।

তারা আপন আপন রিভলভার বাগিয়ে ধরে পা টিপে টিপে অগ্রসর হল। ডান দিকের রেলিং ও বা দিকের কেবিনের মাঝখানের পথ দিয়ে তারা খুব ধীরে ধীরে এগুতে লাগল। সেখানে কোনও আলো নেই, এবং আকাশের আবছায়ামাখা আলোতে যেটুকু দেখা গেল, সেখানেও কোনও মানুষ আছে বলে মনে হয় না।

প্রথমেই বা দিকে যে-ঘরটা পাওয়া গেল, তার দরজাটা খোলা। বাহির থেকে তীক্ষ দৃষ্টি চালনা করেও অরিন্দম ঘুটঘুটে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলে না।একটু পরেই আর একটা ঘরের ভিতর থেকে উজ্জ্বল আলোর একটা আভাস এসে পড়েছে বাইরের দিকে। হয়তো ওই ঘরে কারুর দেখা পাওয়া যাবে মনে করে সন্ধ্যার হাত ধরে অরিন্দম আবার অগ্রসর হল।

কিন্তু দুই পা এগুতে না এগুতেই অত্যন্ত অতর্কিতে কারা এসে তাদের উপরে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাধা দেবার জন্যে অরিন্দম

কোনও চেষ্টা করবার আগেই তারা কঠিন হস্তে তাকে মাটির উপরে পেড়ে ফেললে। সন্ধ্যাকেও দুই দিক থেকে চেপে ধরলে দুজন লোক। পরমুহূর্তে সেখানটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সমুজ্জ্বল আলোকে।

ভূপতিত অবস্থাতেই অরিন্দম দেখলে, অন্ধকার ঘরের ভিতর থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছে দুজন লোক। তারা হচ্ছে বিজনকুমার এবং মদনলাল।

অরিন্দমের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বিজন হুকুম দিলে, 'ওর হাত পা সব ভালো করে বেঁধে ফ্যালো, যেন একটুও নড়তে না পারে। ওদের অস্ত্র শস্ত্র সব কেড়ে নাও। সন্ধ্যাকে বাঁধতে হবে না, দুজনে ওর দু-হাত চেপে ধরে থাকো। তারপর ওদের নিয়ে এসো আমার কামরায়। এসো মদনলাল। তারা দুজনে সেখান থেকে চলে গেল।

অরিন্দমের সর্বাঙ্গ বেঁধে ফেলে চারজন লোক তাকে কাঁধে করে তুলে ধরে এগিয়ে চলল। তার পিছনে পিছনে সন্ধ্যা, তারও দুই দিকে দুজন লোক।

তারপর একটা ঘরের ভিতরে ঢুকে তারা অরিন্দমকে মেঝের উপরে শুইয়ে দিলে, এবং সন্ধ্যাকেও দাঁড় করিয়ে দিলে ঘরের এক কোণে।

একটা বেতের টেবিলের সামনে দু-খানা চেয়ারের উপরে বসেছিল বিজন ও মদনলাল। টেবিলের উপরে রক্ষিত চুরোটের বাক্স থেকে সযত্নে একটা সিগার বেছে নিয়ে বিজন মহাকৌতুকে হঠাৎ অট্টহাস্য করে উঠল। তারপর সে হাসি থামিয়ে বললে, 'ওহে অরিন্দম, তুমি হচ্ছ বেলেখেলার খেলোয়াড়। তুমি যে আজ রাত্রে এখানে হানা দিতে আসবে, সেটা আমরা অনায়াসেই অনুমান করতে পেরেছিলুম। এই যে আজকে এখানে মোটর

লঞ্চের আবির্ভাব, আর হানাবাড়ি থেকে এখানে বারবার মোটর বোটের আনাগোনা, এসব হচ্ছে টা়েপ। আমরা জানতুম, এই দৃশ্য তোমার নজর এড়াবে না, আর তারপরেই তুমি আবার হবে আমাদের অনাহুত অতিথি। একটু আন্দাজ করবার মতন বুদ্ধি আমাদের আছে। আর আমাদের আন্দাজ যে মিথ্যে নয়, এখনই তো হাতেনাতে তা প্রমাণিত হয়ে গেল।'

অরিন্দম একটুও দমলে না, বেশ প্রফুল্লভাবেই বললে, তারপর রায়বাহাদুর, তারপর? তোমার আর কিছু বক্তব্য আছে?

বিজন বললে, কিন্তু সন্ধ্যা যে তোমার সঙ্গিনী হয়ে এত সহজে আমার হাতের মুঠোর ভেতরে আসবে, এটা অবশ্য আমি অনুমান করতে পারিনি। আজ দেখছি আমার বরাত খুব ভালো। একসঙ্গে শত্রুনিপাত আর পত্নীলাভ।

সকৌতুকে হেসে উঠে অরিন্দম বললে,'তুমি কি ভাবো রায়বাহাদুর, তোমার আজকের এই বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে সন্ধ্যা তোমার গলায় সাগ্রহে পরিয়ে দেবে বরমাল্য?

—সে-কথা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না, এখন তুমি নিজের চরকায় তেল দেবার চেষ্টা করো। এখানে এসেছে তোমার জীবন্ত দেহ। কিন্তু একটু পরেই এখান থেকে সমুদ্রের ভিতরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে তোমার মৃতদেহটাকেই।

কামরার দেওয়ালে একটা ঘড়ি ছিল, অরিন্দম সেইদিকে দৃষ্টিপাত করলে। রাত বারোটা বাজতে এখনও আধঘণ্টা দেরি। কথা আছে, রাত বারোটার সময় সে বাসায় গিয়ে হাজির না হলে রামফল যাবে ডাঃ সেনকে সব খবর জানাতে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে ডাঃ সেন এখানে যে

রাত একটার আগে হাজির হতে পারবেন, এমন মনে হয় না। সুতরাং এখনও বেশ কিছুক্ষণ ধরে বাজে কথা কয়ে সময় কাটানো ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

সে বললে, ‘‘আমাকে এমন করে শুইয়ে না রেখে বসিয়ে দিতে আপত্তি আছে কী?

বিজন তাচ্ছিল্যভরে বললে, কোনও আপত্তিই নেই, তুমি এখন একটি নির্বিষ সর্প ছাড়া আর কিছুই নও। তার ইঙ্গিতে দুজন লোক এগিয়ে এসে অরিন্দমকে দেওয়ালের কাছে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলে।

দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে অরিন্দম বললে, সবই তো বুঝলুম। বাঘের বাচ্চাদেরও দেখছি। কিন্তু চোখের সুমুখ থেকে স্বয়ং বাঘরাজ এখনও অদৃশ্য হয়ে আছেন কেন?

আবার হা হা করে হেসে উঠে বিজন বললে, ‘‘বাঘরাজ, বাঘরাজ! তুমি বাঘরাজকে দেখতে চাও? বাঘরাজ হচ্ছি আমিই!’

অরিন্দম মুখ টিপে হেসে বললে, রায়বাহাদুর, তোমার সঙ্গে যেদিন আমার প্রথম প্রেমালাপ হয়, সেদিন তুমি যে বাঘরাজের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলে, সে কথা আমি এর মধ্যেই ভুলে যাইনি।

বিজন বললে, ‘ওহে নির্বোধ, তোমার কাছে যে অত সহজে ধরা দেব, তেমন গাড়ল আমি নই। তোমার চোখে ধুলো দেবার জন্যেই আমি গিয়েছিলুম ঘরের বাইরে। আমিই হচ্ছি বাঘরাজ।

সন্ধ্যা বললে, যাকে দেখলে নেংটি ইদুর বলে মনে হয়, সেইই নিজের নাম রেখেছে বাঘরাজ? একথা শুনলে বনের যে-কোনও বাঘ লজ্জায় ঘৃণায় আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবে।’

বিজন মুখভঙ্গি করে বললে, সবুর করো সন্ধ্যা, সবুর করো। তোমাকে শায়েস্তা করবার মন্ত্র আমার জানা আছে।’

সন্ধ্যা বললে, আমাকে শায়েস্তা করবে তুমি, একথা শুনেও আমার হাসি পাচ্ছে?

বিজন উত্তরে কী বলতে যাচ্ছিল, মদনলাল বাঁধা দিয়ে বলে উঠল, তোমাদের এই প্রেমের কলহ এখন বন্ধ করো। রাত ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের সম্পত্তি এখন লঞ্চের ভিতরে এসেছে। আমাদের গুপ্তকথা যারা জানে, তারাও আমাদের বন্দি হয়েছে। অতঃপর আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, অরিন্দমের মুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ করা। কিন্তু—

অরিন্দম বললে, প্রিয় মদনলাল, আমার মুখ বন্ধ করলেও তোমরা নিষ্কৃতি পাবে না। তোমাদের অধিকাংশ গুপ্তকথা যে জানে, এমন আর-একজন লোকও কমলপুরে বাস করে।

মদনলাল চমকে উঠে বললে, তার মানে?

বিজন হঠাৎ চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে উঠে বসে বললে, ‘তুমি কার কথা বলছ? দেবিকাদেবী? মোটেই নয়! আমাদের আসল গুপ্তকথা দেবিকাদেবী কিছুই জানেন না।’

ঘড়ির দিকে চেয়ে অরিন্দম বললে, ওটা তোমার কথার কথা। দেবিকাদেবী তোমাদের অনেক খবরই রাখেন। কিন্তু আমি দেবিকাদেবীর কথা বলছি না।’

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বিজন ও মদনলাল একসঙ্গে বলে উঠল, তবে?

—'আমি বলছি ডাঃ সেনের কথা।

মদনলাল অট্টহাসি হেসে উঠল এবং বিজনকুমারও হাসতে হাসতে প্রায়চেয়ারের উপরে গড়িয়ে পড়ল।

মদনলাল বললে, সেই মাথাপাগলা ডাঃ সেন? যে ঝোপে-ঝাপে প্রজাপতি খুঁজে খুঁজে বেড়ায়?

অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বিজন বললে, "অরিন্দম, আমি ভেবেছিলুম আজ গুলি করে তোমার খুলি উড়িয়ে দেব, কিন্তু এখন দেখছি তোমার কথা শুনে হেসে হেসে নিজেই আমি খুন হব।

অরিন্দম বললে, 'তুমি যদি বাঘরাজ হও, তাহলে তোমার বুদ্ধির ঘটে মা ভবানী বিরাজ করছেন কেন? ডাঃ সেন কে, তাও তুমি জানো না?

বিজন বললে, 'নিশ্চয়ই জানি। সে হচ্ছে একটা কেঁচোর মতো নিরাপদ প্রাণী!

অরিন্দম হাসতে হাসতে বললে, আজ পর্যন্ত তোমাদের এই অজ্ঞতা দেখে বেশ বুঝতে পারছি, ডাঃ সেন নিজের ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করেছেন। ডাঃ সেন যে কে, তা জানো? তার আসল নাম আমি প্রকাশ করতে চাই না, কিন্তু তিনি হচ্ছেন সুবিখ্যাত ডিটেকটিভ।

দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতন করে তুলে বিজন বললে, ডাঃ সেন ডিটেকটিভ!

—'হ্যাঁ, তিনি হচ্ছেন পুলিশের একজন করিৎকর্ম অফিসার। তিনি ছদ্মবেশে কমলপুরে এসে বাস করছেন তোমাদের জন্যেই। আমি এখানে

আসবার আগেই তার কাছে তোমাদের সব খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। আমাকে হত্যা করলেও তোমরা তার হতে থেকে নিস্তার পাবে না। এতক্ষণে বোধহয় পুলিশবাহিনী তৈরি হচ্ছে, জলপথে এখান দিয়ে পালালেও তোমরা আর পুলিশের হাত থেকে নিস্তার পাবে না। কারণ, বেশিদূর যেতে না যেতেই এই জলপথেই তোমরা ধরা পড়বে সদলবলে।

বিজন এবং মদনলালের মুখ একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। তারা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্তের মতো।

তারপর হাতের অর্ধদগ্ধ সিগারটা ভস্মাধারের মধ্যে নিক্ষেপ করে হঠাৎ বিজন বললে, মদন, বাইরে চলো, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। বাইরে বেরিয়ে গেল তারা দুজনে।

অরিন্দম একবার ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে নিলে। সে হাত-পা বাধা অবস্থায় আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে, এই অসহায় অবস্থায় তার কিছুই করবার শক্তি নেই, তার উপরে চারজন লোক তার পাশে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্দৃষ্টিতে লক্ষ করছে তার প্রত্যেক ভাব ও ভঙ্গি।

ঘরের আর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে সন্ধ্যা। যদিও এরা তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেনি, কিন্তু তার এক একখানা হাত ধরে দুইপাশে দাঁড়িয়ে আছে দুইজন লোক।

সন্ধ্যা বললে, অরিন্দমবাবু আপনি—

একজন লোক বাধা দিয়ে কর্কশ স্বরে বললে, চুপ! রায়বাহাদুরবাবু যতক্ষণ বাইরে থাকবেন, ততক্ষণ তোমরা কেউ একটাও কথা কইতে পারবে না।’

খানিকক্ষণ পরে বিজন ও তার পিছনে পিছনে মদনলাল ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল। বিজন বললে, "অরিন্দম, আমরা পরামর্শ করে বুঝলুম, তোমার আর এক মুহুর্তও বেঁচে থাকা উচিত নয়।'

অরিন্দম হাসিমুখে বললে, সাধু, সাধু!

—'এখন কী ভাবে তুমি মরতে চাও বলো দেখি? ছোরার আঘাতে, না রিভলভারের গুলিতে, না ওই হাত পা বাধা অবস্থায় তোমাকে সমুদ্রের ভিতরে নিক্ষেপ করা হবে?

বিজন একবার হাঁ হাঁ করে হেসে উঠল। তারপর বললে, সুন্দরী সন্ধা, তুমি যদি আমাকে আরও দু-চারটে বাছা বাছা গালাগাল দিতে চাও, তাহলেও আমি আপত্তি করব না। ফাঁদসির আগেও অপরাধীর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করা হয়। তুমি ফাঁসি যাবে না বটে, কিন্তু তুমিও আর বাঁচবে না। তোমাকে বিবাহ করবার সুযোগও আমাকে বাধ্য হয়ে ত্যাগ করতে হচ্ছে। পুলিশ যখন খবর পেয়েছে, তখন আমাদের নিজেদের মাথার উপরেও যে খাড়া ঝুলছে, এটা বেশ বুঝতে পারছি। মঞ্চের উপরে তোমার উপস্থিতি হবে আমাদের পক্ষে একেবারেই মারাত্মক।

সন্ধ্যা দীপ্তচক্ষে বললে, নরকের কীট, আমি তোদের ভয় করি না।'

বিজন তার লোকজনদের দিকে ফিরে দাড়িয়ে বললে, "অরিন্দমকে এখান থেকে নিয়ে যাও। ওর গায়ে খুব একটা ভারী জিনিস বেঁধে ওকে সমুদ্রের ভিতরে ফেলে দাও। সন্ধ্যাকেও ভালো করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঠিক ওই ভাবেই সমুদ্রের তলায় ডুবিয়ে দাও। বাইরের কোনও লোক লঞ্চে উঠেও যেন ওদের কোনও চিহ্নই দেখতে না পায়।'

মদনলাল বললে, তাহলে আমি গিয়ে লঞ্চখানার নোঙর তুলে নিতে বলি? আর এখানে থাকবার দরকার কী?

বিজন ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। মদনলাল দরজার দিকে অগ্রসর হল। চারজন লোক ধরাধরি করে অরিন্দমকে মেঝের উপর থেকে টেনে তুললে।

ঠিক সেই সময়ে জোরে জোরে পা ফেলে, সকলকে অবাক করে দিয়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে মোহনলাল। তার দুই হাতে দুটাে রিভলভার!

মোহনলাল বললে,'হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছ কী? রায়বাহাদুর, তোমার গুপ্তঘাতকের গুলিতে বাঘরাজ মরেনি। আমি তার প্রেতাত্মা নই, আমি হচ্ছি জীবন্ত বাঘরাজ!'

তারপর?

বাঘরাজ বললে, “অরিন্দমবাবু, শেষ পর্যন্ত আপনারই জয়! হয়তো ভগবানের ইচ্ছাই তাই। আপনার উপরে আমার আর কোনও রাগ নেই। হয়তো আমি জিতলেও জিততে পারতুম, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের জন্যে আমাকে আজ পরাজয় স্বীকার করতে হল! আর আমার যুদ্ধ করবার ক্ষমতা নেই—অদৃষ্ট আমার বিরুদ্ধে। এখন আমি শ্রান্ত, বড়োই শ্রান্ত!

অরিন্দম বললে, ‘মোহনলালবাবু, আমাকে কি এইরকম হাত-পা বাধা অবস্থাতেই আপনার কথা শুনতে হবে?

বাঘরাজ অনুতপ্ত কণ্ঠে বললে, উত্তেজিত হয়ে আমি ভুলে গিয়েছিলুম, আমাকে মার্জনা করবেন। তারপর গলা তুলে বললে, অরিন্দমবাবুর হাত-পায়ের দড়ি এখনই কেটে দেওয়া হোক। এ ঘরে থাকব খালি আমরা চারজন—অরিন্দমবাবু, সন্ধা, বিজন আর আমার স্নেহশীল দাদা মদনলাল। বাকি সবাই এখনই এখান থেকে বেরিয়ে যাও।”

নীরবে তার আজ্ঞা পালন করে, অরিন্দমের বন্ধনরজ্জু কেটে দিয়ে সেখানে থেকে প্রস্থান করলে বাকি লোকগুলো ।

বাঘরাজ বললে, “অরিন্দমবাবু, এ জীবনে সাধুতার জন্যে গর্ব করবার সৌভাগ্য আমার হবে না। কিন্তু এই যে বিজন আর মদন, এরা হচ্ছে আমার চেয়েও পাপাত্মা। নরকেও ওদের স্থান নেই! ওরা ছিল আমার হাতের খেলার পুতুল। কিন্তু খেলার পুতুলরাও আজ খেলোয়াড়ের চেয়ে প্রধান হয়ে উঠতে চায়। আমার সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করবার জন্যে, ওরা আজ আমাকেও দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওদের

বধ করবার জন্যেই ভগবান আজ আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। খুব সংক্ষেপে এই হল আমার কাহিনি। সন্ধ্যা, আমি তোমাকে ভালোবাসতুম। কিন্তু এখন বুঝছি তোমার যোগ্য পাত্র হচ্ছেন অরিন্দমবাবুই। আশা করি ওঁকে নিয়ে তুমি জীবনে সুখী হতে পারবে। আমি জানি, ওঁর লোভ আছে জলের ভিতর থেকে কুড়িয়ে পাওয়া আমার সোনার থানগুলোর উপরে। ওঁকে আমি হতাশ করব না। তোমার বিবাহের যৌতুক স্বরূপ সেই সোনার থানগুলো আমি পাঠিয়ে দেব যথাস্থানে যথাসময়ে। অরিন্দমবাবু, আপনার বাগদত্তা বধূকে নিয়ে আপনি অনায়াসেই বাইরে যেতে পারেন। তারপর 'জলিবোটে' করে তীরে গিয়ে পৌঁছোতে আপনার বেশি দেরি লাগবে না। এখন শেষ হিসাব-নিকাশ করবার জন্যে আমাকে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। নমস্কার অরিন্দমবাবু! আর সন্ধ্যা, তোমাকে আমি আশীর্বাদ করছি। হ্যাঁ, আর একটা কথাও জেনে যাও, বাড়িতে গিয়ে তোমার পিসিমাকে আর দেখতে পাবে না। যাকে তুমি পিসি বলে জানো, সে নারী নয়, পুরুষ! তার উপাধি বটব্যাল, আর ডাকনাম হচ্ছে রাজা'! যখন কাশীধামে সত্যিকার দেবিকাদেবী হঠাৎ মারা যান, তখন এই 'রাজা' বা বটব্যাল তার বাসাতেই ছদ্মবেশে আশ্রয় নিয়েছিল। তোমার পিসি যে দিন মারা যান, ঠিক তার পরদিনেই তোমার বাবাও পরলোকে গমন করেন। দেবিকাদেবীকে তোমার সম্পত্তির অছি করা হয়েছে শুনে এই 'রাজা' নারীর ছদ্মবেশ গ্রহণ করে তোমার পিসি সেজে কমলপুরে এসে হাজির হয়। রাজা'র কেবল অদ্ভূত ছদ্মবেশ গ্রহণ করার শক্তিই ছিল না, জাল জালিয়াতিতেও তার জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে দেবিকাদেবীর হাতের লেখা পর্যন্ত অবিকল নকল করতে পারে। রাজার গুপ্তকথা জানতুম আমি আর বিজন। সেই গুপ্তকথা ফাঁস করে দেবার

ভয় দেখিয়ে দেবিকার বেশধারী রাজা'র কাছ থেকে আমরা অনেক টাকা আদায় করেছি। আসলে আমরা নিয়েছি তোমার টাকাই। সে জন্যেও তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তোমার বিবাহে যে যৌতুক দিতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্তের মতো।

সন্ধ্যা অত্যন্ত অভিভূতের মতো বললে, আমার পিসিমাকে—না সেই রাজাকে আর দেখতে পাব না কেন?

বাঘরাজ বললে, এখানে আসবার আগে রাজা'কে জানিয়ে দিয়ে এসেছি, আজ আমি হাটের মাঝখানে হাড়ি ভেঙে দেব। কিন্তু এখন তোমরা এখান থেকে যাও, আমার হাতে অনেক কাজ।"

অরিন্দম বললে, মোহনলালবাবু, এর পরে আমার আর কোনওই বক্তব্য নেই। এখন শ্রীমতীকে উদ্ধার করেই আমি এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করছি। সে ঘরের কামরার এক কোণে ছুটে গেল। সেইখানেই মেঝের উপরে পড়ে ছিল কোষবদ্ধ 'শ্রীমতী'। তাকে তুলে নিয়ে সে আবার সন্ধ্যার পাশে দিয়ে দাঁড়িয়ে জোড়হাত করে বললে,'নমস্কার, অরিন্দমবাবু!'

ধ্রুম, ধ্রুম!

দুই হাত শূন্যে ছড়িয়ে বাঘরাজ চিত হয়ে পড়ে গেল মেঝের উপরে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বক্ষ ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে এল রাঙা রক্তের ধারা যে সময়ে বাঘরাজ দুই হাত কপালে ছুইয়ে অরিন্দমকে নমস্কার করছিল, সেই সুযোগ গ্রহণ করে বিজন তাকে গুলি করেছে।

চোখের পলক ফেলবার আগেই অরিন্দম ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলে, বিজন আবার রিভলভার তোলবার উপক্রম করছে। কিন্তু ক্ষিপ্রগতিতে কোষ থেকে নির্গত হল 'শ্রীমতী' এবং চকমকিয়ে বিদ্যুতের মতো ছুটে গিয়ে বিদ্ধ

হল বিজনের দক্ষিণ বাহুর মধ্যে! বিজন আর্তনাদ করে উঠল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে মেঝের উপরে পড়ে গেল রিভলভারটা। অরিন্দম একলাফে এগিয়ে গিয়ে রিভলভারটাকে মাটির উপর থেকে তুলে নিয়ে আবার বিজনের দিকে লক্ষ্যস্থির করলে।

ঠিক পরমুহূর্তেই, কেউ কোনও কথা কইবার আগেই বাইরে শোনা গেল তুমুল কোলাহল! চিৎকার উঠল—'পুলিশ পুলিশ চারিদিকে শোনা গেল অনেক লোকের দ্রুত পদশব্দ।

দরজার কাছে আবির্ভূত হল একটা মূর্তি। আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললে, পুলিশের অনেকগুলো নৌকো এসে চারিদিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলেছে।'

তারপরেই সবাই শুনতে পেলে, একদল লোকের জুতোপরা ভারী ভারী পায়ের শব্দ এইদিকেই এগিয়ে আসছে।

দরজার কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল প্রথম মূর্তিটা। সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে এসে আবির্ভূত হল একজোড়া লোক—ডাঃ সেন এবং রামফল!

মেঝের দিকে তাকিয়ে মহা বিস্ময়ে ডাঃ সেন বলে উঠলেন, এ কার মৃতদেহ? মোহনলালবাবুর?

—মোহনলালবাবু নয় মিঃ সেন, বাঘরাজ! কিন্তু বাঘরাজের আগে যাদের মরা উচিত ছিল, তারা এখনও এই পৃথিবীতে সশরীরেই বর্তমান! অরিন্দম অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখিয়ে দিলে বিজন আর মদনলালকে।

তারা সশরীরে বর্তমান বটে, কিন্তু তাদের মুখ হচ্ছে মড়ার মতো সাদা!

তার পরের দৃশ্য বর্ণনা করবার দরকার নেই; বুদ্ধিমান পাঠকরা তা অনুমান করে নিতে পারবেন অনায়াসেই।*

----

* আংশিক ভাবে পাশ্চাত্য আখ্যান অবলম্বনে।

সমাপ্ত